পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 300 Thursday, 1 October, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩০০ সংখ্যা ✱ ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

সমাজমাধ্যমে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ কুণালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ তাঁর ওপর হওয়া একের পর এক হামলা এবং নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে আয়োজিত শুনানির কড়া পর্যবেক্ষণের কথা সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। বুধবার এই মামলার শুনানিতে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন তথা বিচারপতি আই পি মুখার্জির একাধিক কড়া মন্তব্যের পাশাপাশি পুলিশের অনুপস্থিতি নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। নিজের ওপর লাগাতার হামলার অভিযোগ তুলে এর আগে উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক কুণাল ঘোষের নেতৃত্বে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে স্মারকলিপি জমা দিয়েছিল। ২৪ মে থেকে শুরু করে ১৫ জুন কালীঘাট, ২৬ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ফুলবাগান ও বেলেঘাটায় তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে ভাঙচুর ও শারীরিক নিগ্রহের হুমকির মতো একাধিক নির্দিষ্ট ঘটনার কথা কমিশনে জানানো হয়েছিল। সেই মামলারই শুনানি ছিল বুধবার। বুধবার শুনানি শেষে সামাজিক মাধ্যমে বিস্তারিত জানিয়ে কুণাল ঘোষ লেখেন, এদিনের শুনানিতে তিনি নিজে এবং বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত থাকলেও কমিশন থেকে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষকে হাজির থাকার কড়া বার্তা পাঠানো সত্ত্বেও একজন পুলিশ কর্মকর্তাও হাজির হননি। বেলেঘাটা ও কালীঘাট থানার ওসি ইমেল মারফত তাঁদের অনুপস্থিতির কথা জানালেও, কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে একই রকম বয়ান দিয়ে এভাবে পুলিশের অনুপস্থিতি কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণ মানুষের অবাধ চলাফেরার অধিকার খর্ব হওয়ায় এদিনের শুনানিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কমিশন। কমিশনের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, এখনই কমিশনের নিজস্ব তদন্ত শাখাকে সক্রিয় করার সময় আসেনি,

● এরপর ৬ পাতায়...

বাজিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা নয় সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ উৎসবের মরসুমে আতশবাজি পোড়ানোর ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনা নাকচ করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। বুধবার বাজি সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাজির ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে এবং উৎসবের ঐতিহ্য বজায় রাখতে একটি মধ্যবর্তী বা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের পথ খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি। সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পি বি ভারালের ডিভিশন বেঞ্চ এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণটি করে। বেঞ্চ মৌখিকভাবে জানায়, বাজি পোড়ানোর ওপর সার্বিক বা ঢালাও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে তা সাধারণ মানুষের আবেগে ও ভাবাবেগে আঘাত হানবে। আবার একই সঙ্গে সারাদিন ধরে ২৪ ঘণ্টা বাজি ফাটানোর অনুমতি দেওয়াও সম্ভব নয়, কারণ তা পরিবেশের পাশাপাশি প্রবীণ নাগরিক, অসুস্থ ব্যক্তি এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। শুনানিকালে বেঞ্চ আরও পর্যবেক্ষণ করে জানায়, ''আমরা বিষয়টি একদম পরিষ্কার করে দিতে চাই। আমরা যেমন বাজির ওপর পূর্ণাঙ্গ নিষেধাজ্ঞায় সম্মত হচ্ছি না, তেমনই সারাদিন ধরে ২৪ ঘণ্টা বাজি ফাটানোর অনুমতিও দেব না। বাজির ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা সাধারণ মানুষের জনভাবাবেগে আঘাত হানবে। আর সারা দিন-রাত বাজি ফাটাতে দিলে প্রবীণ, অসুস্থ ও ছোট শিশুসহ প্রতিটি জীবজগতের ওপর তার ভয়াবহ কুপ্রভাব পড়বে। তাই আমাদের এমন একটি সমাধান বা রাস্তা বের করতে হবে, যার মাধ্যমে বাজি ফাটানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া যায়।'' শুনানি চলাকালীন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি আদালতের কাছে একটি লিখিত

● এরপর ৬ পাতায়...

ভোটার তালিকায় বড় স্বস্তি!

ফর্ম ৬ থেকে বাড়তি ঘোষণা প্রত্যাহার নির্বাচন কমিশনের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ যে রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'এসআইআর' প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে, সেখান থেকে অনলাইনে ভোটারদের নাম যুক্ত করার 'ফর্ম ৬'-এর সঙ্গে থাকা অতিরিক্ত ঘোষণাপত্র প্রত্যাহার করে নিল নির্বাচন কমিশন। বুধবার নির্বাচন কমিশনের পোর্টাল থেকে এই বাড়তি ঘোষণাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যে রাজ্যগুলিতে এসআইআর পর্ব শেষ হয়েছে, সেখানে নতুন ভোটারদেরকে নতুন করে আর পরিবারের তথ্যের সংযোগ দেখিয়ে অতিরিক্ত ঘোষণা জমা দিতে হবে না। তাঁরা ১৯৬০ সালের ভোটার নিবন্ধনের নিয়ম অনুযায়ী শুধু ফর্ম ৬ পূরণ করলেই আবেদন করা যাবে। যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে বর্তমানে এসআইআর-এর তৃতীয় ধাপের কাজ চলছে, শুধুমাত্র সেই এলাকাগুলির 'ইসিআইনেট' পোর্টাল থেকেই আপাতত ওই অতিরিক্ত ঘোষণাপত্রটি পাওয়া যাবে। নতুন আবেদনকারীদেরকে আগের তালিকা খুঁজে নিজেদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের বিশদ তথ্য শুধুমাত্র ওই রাজ্যগুলির জন্যই বাধ্যতামূলক থাকছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশীর পূর্ণাঙ্গ কমিশনের বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কমিশন সাফ জানিয়েছিল, ফর্ম ৬-এর সঙ্গে যুক্ত ওই ঘোষণাটি শুধুমাত্র এসআইআর-এর জন্যই প্রযোজ্য এবং নন-এসআইআর বা সাধারণ সময়ে নিয়ম মেনেই নির্ধারিত ফর্ম ব্যবহার করা হবে। ভোটার তালিকার এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় ফর্ম ৬-এ কিছু পরিবর্তন আনা নিয়ে কমিশনের অন্দরেই আপত্তি উঠেছিল। কমিশনার বিবেক যোশী ও সুখবীর সিং সান্ধু আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, ১৯৬০ সালের ভোটার নিবন্ধন বিধিতে নির্ধারিত কোনও ফর্মে নিয়ম সংশোধন না করে এভাবে পরিবর্তন আনা 'অনুমোদিত' নয়। তাঁদের এই আপত্তি ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে শোরগোল পড়ে।

● এরপর ৬ পাতায়...

শাহের মন্ত্রকে ঘুষের কারবার!

এনজিও-র রেজিস্ট্রেশনের বিনিময়ে মোটা টাকা দাবি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ বিদেশি অনুদান পেতে এনজিও-র রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দেওয়ার নাম করে মোটা অঙ্কের ঘুষের রফা! এই অভিযোগে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক আধিকারিক-সহ দুই সরকারি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। অভিযোগ, প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ না করলেও ঘুষের বিনিময়ে বিভিন্ন এনজিও-র 'ফরেন্স কন্ট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট'-এর অধীনে রেজিস্ট্রেশন বা রিনিউ করিয়ে দিতে সাহায্য করতেন তাঁরা। গত মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকেই এই সংক্রান্ত তথ্য সামনে আনা হয়। সূত্রের খবর, গত ২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লির দুই আধিকারিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজন সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ফরেনার্স ডিভিশনে কর্মরত ছিলেন। অপর জন অতীতে ওই একই বিভাগে দায়িত্ব সামলালেও বর্তমানে পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস বিভাগে কর্মরত। প্রাথমিক তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন এই দুই আধিকারিক। 'ফরেন কন্ট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট' বা এফসিআরএ-র আওতায় যে সংস্থাগুলি বিদেশি অনুদান পেতে আবেদন করত, মূলত তাদেরকেই টার্গেট করা হত। সরকারি পদের অপব্যবহার করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে নতুন লাইসেন্স দেওয়া কিংবা পুরনো লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের (রিনিউয়াল) বিনিময়ে অবৈধ সুবিধা ও বিপুল টাকা হাতিয়ে নিতেন তাঁরা। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর

● এরপর ৬ পাতায়...

সাউথ পয়েন্ট স্কুলে রক্তারক্তি!

সহপাঠীর গলায় ছুরির কোপ, জখম নবম শ্রেণির ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ স্কুলের ভিতরেই দুই পড়ুয়ার মধ্যে ঝামেলা। আর সেই ঝামেলা গড়াল রক্তারক্তি কাণ্ডে! অভিযোগ, নবম শ্রেণির এক পড়ুয়া ধারাল অস্ত্র দিয়ে তারই সহপাঠীর গলায় আঘাত করেছে। বুধবার দুপুরে কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাকি পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যে। আহত পড়ুয়াকে দ্রুত বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে নবম শ্রেণির দুই ছাত্রের মধ্যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। সেখান থেকেই ক্রমশ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, এরপরই এক পড়ুয়া অন্য জনকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। জানা গিয়েছে, যে ছুরিটি দিয়ে হামলা করা হয়েছে, সেটি স্কুলের পড়ুয়ারা হোমটাস্ক বা বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করে। সেই ছুরি কীভাবে অভিযুক্ত ছাত্রের হাতে এল, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে। হামলার জেরে গলায় আঘাত লাগে ওই পড়ুয়ার। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুলের ভিতরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যায় সে। ঘটনার পর স্কুলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত আহত ছাত্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহত ছাত্রকে বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর গলায় ছুরির আঘাত লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। তবে আপাতত তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে বলেই খবর। ঘটনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা শুরু করা হয়। কীভাবে স্কুলের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পৌঁছয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক এবং পড়ুয়াদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলছেন

● এরপর ৬ পাতায়...

'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'-এ ১,২০০ কোটি মঞ্জুর, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৭তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর জন্মভূমি পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে উপস্থিত হয়ে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জন্মস্থলের বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে একদিকে যেমন রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী, তেমনই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান এবং সামাজিক নানা সমস্যা নিয়ে আগের সরকারের নীতিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে নতুন বিনিয়োগ ও শিল্প সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করে বলেন যে, রিলায়েন্সের মতো বড় শিল্পগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ করতে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে রিলায়েন্সের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল কলকাতায় আসছে। পাশাপাশি, শিক্ষার অগ্রগতি ও সমাজ সংস্কারের প্রসঙ্গও টানেন তিনি। আর সেই প্রসঙ্গে প্রাক্তন সরকারের মেয়াদের সমালোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বিগত সরকারের ভুল ও ভ্রান্ত নীতির কারণেই আজ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে, এমনকী দেশে বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও রাজ্য একেবারে ওপরের সারিতে পৌঁছে গেছে। তবে আমাদের এই সরকারের আমলে সব ক্ষেত্রে সামগ্রিক রূপান্তর ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।'' তিনি এও মনে করান, ''পাঁশকুড়া থেকে ঘাটালের ইড়পালা পর্যন্ত রেল লাইনের জমি আটকে রেখেছিল আগের সরকার। আমরা সেই জমির ব্যবস্থাও করেছি।'' মুখ্যমন্ত্রী বার্তা, রাজ্যের মানুষ যে আশা নিয়ে, যে স্বপ্ন নিয়ে বিজেপি সরকারকে এনেছেন, সেই আশা পূরণ করা হবে। এর পাশাপাশি মেদিনীপুরের দীর্ঘদিনের নদী ভাঙন ও বন্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে জানান যে, আগামী বছর জুনের মধ্যেই 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'-এর সিংহভাগ কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের ৫০ শতাংশ অর্থ কেন্দ্র এবং বাকি ৫০ শতাংশ টাকা রাজ্য সরকার বহন করবে, যার অংশ হিসেবে এ বছরই ১,২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত জুন মাসে কোলাঘাটে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম - এই তিন জেলাকে নিয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক থেকে বড় আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জানান, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেবের সঙ্গে তাঁর বিশদ আলোচনা হয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকারও চায় যে এই দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার স্থায়ী সমাধান হোক এবং সেই উদ্দেশ্যেই প্রশাসন কোমর বেঁধে মাঠে নামছে। একইসঙ্গে জানা যায়, ঘাটাল ও সংলগ্ন প্লাবন-কবলিত এলাকাগুলির দীর্ঘদিনের জলযন্ত্রণা মেটাতে এবং বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় আগাম সমস্ত প্রস্তুতি সেরে রাখার জন্য আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

'ইন্ডি' জোটের বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ দাবি!

মোদি সরকারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ এসআইআর প্রক্রিয়ায় ব্যাপক কারচুপি এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে ওঠা বিতর্কের মাঝেই বুধবার দিল্লিতে বৈঠকে বসলেন বিরোধী 'ইন্ডি' জোটের শীর্ষ নেতারা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে সংসদে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনা এবং দেশজুড়ে যৌথ আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করাই এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধির পাশাপাশি মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য প্রধান শরিক দলের শীর্ষ নেতারা এই বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। সপা প্রধান অখিলেশ যাদব উত্তরপ্রদেশের রাজ্যসভা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সমাজবাদী পার্টির দুই সাংসদ হরেন্দ্র মালিক ও মৌলানা মহিবুল্লাহ নদভিকে পাঠিয়েছেন। এছাড়া বৈঠকে তেজস্বী যাদব (আরজেডি), ওমর আবদুল্লা (জেকেএনসি), মেহবুবা মুফতি (পিডিপি), হেমন্ত সোরেন (জেএমএম), উদ্ধব ঠাকরে (শিবসেনা-ইউবিটি), সুপ্রিয়া সুলে (এনসিপি-এসপি), এম এ বেবি (সিপিআইএম) এবং সাংসদ কপিল সিব্বল উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাম্প্রতিক প্রস্তাবের পরই এই বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়। খাড়্গে সুর চড়িয়ে অভিযোগ করেছেন যে, বিগত ১২ বছরে বিজেপি সরকার দেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করছে এবং নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের 'পুতুল'-এ পরিণত করেছে। বিরোধী জোট মূলত পাঁচটি প্রধান দাবি সামনে রেখে আন্দোলনে নামছে বলে সূত্রের খবর- (১)ভোটার তালিকায় যাবতীয় সংযোজন ও ছাঁটাইয়ের ডেটা জনসমক্ষে আনতে হবে। (২) যাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেককে আইনি পুনর্বিবেচনা বা আপিলের সুযোগ দিতে হবে। (৩) সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সময়মতো এবং সহজ ফর্ম্যাটে সংশোধিত ভোটার তালিকা হস্তান্তর করতে হবে। (৪) যে সব কেন্দ্রে বড় মাপের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে, সেখানে

● এরপর ৬ পাতায়...

'জ্ঞানেশ কুমারকে এখনই পদত্যাগ করতে হবে, নাহলে আন্দোলন আকাশ ছোঁবে', দিল্লিতে হুঙ্কার মমতার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ দিল্লিতে ইন্ডি জোটের হাই-ভোল্টেজ বৈঠকের পর আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে চরম আক্রমণ শানালেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খাড়্গে, সোনিয়া গান্ধি এবং জোটের অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, অবিলম্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পদত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় এই আন্দোলন মাটি থেকে সোজা আকাশ এবং চাঁদ-সূর্য পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। দিল্লির মঞ্চ থেকে নির্বাচন কমিশন ও ইভিএম ব্যবস্থাকে একহাত নিয়ে মমতা বলেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে হাইজ্যাক এবং কারচুপির শিকার হয়েছে। তাঁর কথায়, ''হাইজেকিং কিয়া, কাউন্টিং রিগিং কিয়া। কেয়া নহি কিয়া হ্যায়! ইস্কে লিয়ে, হি মাস্ট রিজাইন ইমিডিয়েটলি!'' এদিন সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের কার্যপলাপ ও প্রযুক্তিগত কারচুপির বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি সীমা খান্না নামের এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন তোলেন, ''কেন ইভিএম মেশিন জ্বালানো হল? ওই সীমা খান্না কে? সফটওয়্যার কোথা থেকে নিয়ে এল?'' মমতার দাবি, একটি বিশেষ সফটওয়্যার বানিয়ে গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ডেডলক বা পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, শুধু বাংলাতেই প্রায় ৯২ লক্ষ ভোট

● এরপর ৬ পাতায়...

জেল থেকে বেরিয়ে বিস্ফোরক মিলন প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ জামিন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্ট, রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে গেলেও লাভ হয়নি। হলদিয়া জেল থেকে বেরিয়েই একের পর বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। তাঁর দাবি, মনোনয়ন তোলার জন্য চাপ আসছিল পুলিশের তরফে। তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর এনকাউন্টারও হতে পারে। শুধু তাই নয়, তিনি আরও জানান, তাঁকে চোখে গামছা বেঁধে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে যে কোনওভাবে দমানো যাবে না, এবং বিচারব্যবস্থার উপর তার বরাবরই ভরসা ছিল, সেকথাও একই সঙ্গে স্পষ্ট করে দেন মিলন প্রধান। জেলমুক্তির পর তাঁর পাশে ছিলেন কংগ্রেস প্রদেশ সভাপতি। প্রচুর মানুষের ভিড় ঘিরে রেখেছিল তাঁকে। আজ জেলমুক্তি হয়েছে, আজ থেকেই প্রচার শুরু করে দেবেন তিনি, এ কথা সাফ জানিয়ে দেন নন্দীগ্রাম প্রার্থী। তিনি এও জানান, নন্দীগ্রামে আগে পুজো দিয়ে শুরু হবে প্রচার। জেলমুক্তির পর উপনির্বাচন এবং তার প্রচার নিয়ে আগের চেয়েও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আত্মবিশ্বাসী মিলন প্রধান। তিনি বলেন, ''মিথ্যে মামলায় আমাকে আটকানো যাবে না। মানুষ বুঝতে পেরেছেন, তাঁরাই ভোটবাক্সে এই সবকিছুর জবাব দেবেন।'' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট মিলন প্রধানকে আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়ার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দরবারে পৌঁছেছিল

● এরপর ৬ পাতায়...

৯/১১-এর মতো হামলার ছক?

মাঝআকাশে পাইলটকে ছুরি, ভারতীয় বংশোদ্ভূতের তৎপরতায় প্রাণ রক্ষা ১৮০ যাত্রীর

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের মতো আরও এক সন্ত্রাসবাদী হামলার সাক্ষী থাকতে পারত গোটা বিশ্ব। দুবাই থেকে তেল আভিভগামী ফ্লাইটে ককপিট ফাইট-এর পিছনে আসলে ছিল ৯/১১-এর মতো বড়সড় জঙ্গি হামলার ছক। ইজরায়েলের সরকারি সূত্রে সামনে এসেছে এমনই তথ্য। পাইলটদের মধ্যে সাধারণ সংঘাত নয়, ফ্লাইটটিকে ধ্বংস করার বা হাইজ্যাক করে আরও বড় ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল বলে অনুমান ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। ইজরায়েলের ওয়াইনেট নিউজ এবং চ্যানেল ১২-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যাপ্টেনের তৎপরতাতেই ব্যর্থ হয় সেই প্রচেষ্টা। ছুরির হামলা ও গভীর ক্ষত সত্ত্বেও কো-পাইলটকে রুখে দেন তিনি। বুধবার ১৮০ জন যাত্রী ও ক্রু মেম্বার-সহ দুবাই থেকে টেকঅফ করে Flydubai-র Boeing 737 MAX 8। এর পরেই মাঝআকাশে থাকালীন আচমকা নীচের দিকে নামতে থাকে ফ্লাইটটি। Flightradar24-এর তথ্য অনুযায়ী, কয়েক মিনিটের মধ্যে হু হু করে উচ্চতা কমে প্রায় ৩৪ হাজার ফুট থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তা নেমে আসে প্রায় ১৬ হাজার ৬০০ ফুটে। অর্থাৎ, প্রায় ১৭,৪০০ ফুট উচ্চতা হারায় ফ্লাইটটি। এক পর্যায়ে মাত্র ৩০ সেকেন্ডে প্রায় ১৪ হাজার ফুট উচ্চতা কমেছিল Flydubai-র Boeing 737 MAX 8-এর বলে ফ্লাইট-ট্র্যাকিং তথ্যে দেখা গিয়েছে। তার পরেই আসতে থাকে একের পর এক জরুরি সঙ্কেত- প্রথমে ৭৭০০ পরে ৭৫০০। দ্বিতীয় কোডটির অর্থ ফ্লাইটটি অপহরণ বা হাইজ্যাক করা হয়েছে। ফলে ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের কাছে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে হয়। যুদ্ধবিমানও প্রস্তুত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। জানা গিয়েছে, জরুরি অ্যালার্ট কোড পাঠানোর মধ্যেই ককপিটের মধ্যে বেধে যায় খণ্ডযুদ্ধ। তদন্তে উঠে এসেছে, কো-পাইলটই নাকি ফ্লাইটের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেওয়ার জন্য ক্যাপ্টেনের উপর ছুরি চালান। চ্যানেল ১২-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ফ্লাইটের প্রধান পাইলট বা ক্যাপ্টেন ছিলেন 'ভারতীয় বংশোদ্ভূত'। অন্যদিকে ওয়াইনেট নিউজ তাঁকে 'ভারতীয় নাগরিক' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাঁরই প্রতিরোধেই ব্যর্থ হয় কো-পাইলট-এর ভয়ঙ্কর প্ল্যান। সাহায্যে এগিয়ে আসেন কয়েকজন অকুতোভয় যাত্রীও। শেষ পর্যন্ত এড়ানো যায় বড় বিপর্যয়। ইজরায়েলের নিরাপত্তা আধিকারিকদের একাংশের মূল্যায়ন, ঘটনাটি সফল হলে ফ্লাইটকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ৯/১১-এর মতো ঘটনা ঘটতে পারত। এন১২-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে

● এরপর ৬ পাতায়...

তিরন্দাজিতে সোনা জয়, চিকিথা ও সাহিলকে অভিনন্দন রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ ভারতের জয়যাত্রা অব্যাহত। কম্পাউন্ড মিক্সড টিম তিরন্দাজি ইভেন্টে অসাধারণ পারফর্ম করে দেশকে স্বর্ণপদক এনে দিলেন ভারতীয় তিরন্দাজ জুটি চিকিথা তানিপরথি ও সাহিল রাজেশ যাদব। এই ঐতিহাসিক জয়ের জন্য তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি লেখেন, কম্পাউন্ড মিক্সড তিরন্দাজি দলগত ইভেন্টে সোনা জেতার জন্য চিকিৎথা তানিপরথি এবং সাহিল রাজেশ যাদবকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন! নিখুঁত লক্ষ্যভেদ, নির্ভুলতা এবং ধারাবাহিকতার মেলবন্ধনে এক অনবদ্য পারফরম্যান্স তুলে ধরেছেন আপনারা। দক্ষতা ও অদম্য সংকল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন।উল্লেখ্য, জাপানের আইচি-নাগোয়ায় আয়োজিত অত্যন্ত টানটান ও রোমাঞ্চকর ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার জুটিকে শুট-অফে ১৫৮-১৫৭ ব্যবধানে হারিয়ে এই সোনা ছিনিয়ে নেয় ভারতীয় জুটি। নির্ধারিত রাউন্ডে দু'দলের স্কোর ১৫৭-১৫৭ থাকার পর স্নায়ুর চাপ সামলে নিখুঁত নিশানা লাগান সাহিল ও চিকিথা। এই স্বর্ণপদক জয়ের পাশাপাশি ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের কম্পাউন্ড মিক্সড টিম ইভেন্টের যোগ্যতামানও অর্জন করল ভারত।

বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন শুভেন্দু অধিকারীর

ঘাটাল, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও উনিশ শতকের নবজাগরণের অগ্রদূত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৭-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর জন্মভিটে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের বীরসিংহ গ্রামে উপস্থিত হয়ে গভীর শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের স্মৃতির উদ্দেশে আযোজিত বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও মাল্যদান করে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শেষে তিনি বলেন, নারীশিক্ষা প্রসার, বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন এবং সমাজের গোঁড়ামি দূরীকরণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য অবদান বাঙালি জাতির কাছে চিরস্মরণীয়। তাঁর নীতি, আদর্শ ও মানবিকতার শিক্ষা বর্তমান সমাজেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যাসাগরের জন্মভিটাকে ভাষণে নয়, কর্মে আদর্শ গন্তব্যে উন্নীত করতে চাই। এই স্থানের সৌন্দর্য্য বাড়াতে হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিদ্যাসাগরের জন্মভিটাকে গোটা বিশ্বের গন্তব্যে পরিণত করতে চান তিনি।

থানেতে শিবসেনা (ইউবিটি)-র নেতাকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ

মুম্বই, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের থানে জেলার মনোরমা নগর এলাকায় মঙ্গলবার রাতে শিবসেনা (ইউবিটি)-র নেতা (শাখা প্রধান) প্রদীপ পুরনেকর-কে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। আততায়ীরা পুরনেকরের ওপর দুই রাউন্ড গুলি চালায়। সেইসঙ্গে ধারালো অস্ত্র দিয়েও আঘাত করে। এরপরেই চম্পট দেয় আততায়ীরা। কাপুরবাওড়ি থানার পুলিশ বুধবার দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রদীপ পুরনেকর মঙ্গলবার রাতে মনোরমা নগর এলাকায় ছিলেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মিলওয়াকিতে মার্কিন শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে বৈঠক পীযূষ গোয়েলের, আহ্বান ভারতে বিনিয়োগের জন্য

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃকেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল উইসকনসিনের মিলওয়াকিতে জি-২০ বাণিজ্য সম্মেলনের ফাঁকে আমেরিকার শিল্পোদ্যোগীদের (প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোকে) ভারতে বিনিযোগের জন্য আহ্বান জানান। পাশাপাশি, ভারতে উন্নতমানের উৎপাদনে সহযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।পীযূষ গোয়েল সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে লিখেছেন, 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ম্যানুফ্যাকচারার্স' (এনএএম)-এর বৈঠকে তিনি ভারত ও আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের শক্তিশালী গতিশীলতার ওপর আলোকপাত করেছেন। পাশাপাশি ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্প ভিত্তি এবং দক্ষ কর্মীবাহিনীর কথাও তুলে ধরেছেন। তিনি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উইসকনসিনের মিলওয়াকিতে জি-২০ বাণিজ্য বৈঠক (মন্ত্রীপর্যায়)-এর ফাঁকে 'এনএএম' আয়োজিত একটি ব্যবসায়িক বৈঠকে ভাষণ দেন। এই বৈঠকে সমগ্র আমেরিকা থেকে ছোট ও বড় উৎপাদকদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তিনি মার্কিন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে ভারতীয় এসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প)-র সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে এবং অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে যৌথভাবে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানান, যাতে একটি শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করা যায়।উল্লেখ্য, জি-২০ মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে বুধবার বাণিজ্য সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আলোচনা হবে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল থেকে কাঠামোগত অতিরিক্ত সক্ষমতা ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মতো সমস্যার মোকাবিলা করা। প্রসঙ্গত, জি-২০ হলো বিশ্বের উন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর অর্থনৈতিক নীতি আলোচনা ও সমন্বয়ের একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ। ২০২৬ সালে আমেরিকা জি-২০-র সভাপতিত্ব করবে। এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চিন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

দিল্লিতে 'ইন্ডি'জোটের বৈঠক, গরহাজির অখিলেশ

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধন বা ' স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লিতে বৈঠকে বসলেন বিরোধী 'ইন্ডি' জোটের শীর্ষ নেতারা। বুধবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।বৈঠকে জোটভুক্ত বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মূলত নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক কাজকর্মের নিরপেক্ষতা নিয়ে আলোচনা এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়ে যৌথ কৌশল নির্ধারণ করাই ছিল এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। সূত্রের খবর, ভোটার তালিকার নিবি। সংশোধনে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়া এবং নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিরোধীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। আগামী দিনে এই বিষয়ে একযোগে চাপ সৃষ্টি ও পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যেই এই আলোচনা হয়েছে।এদিকে, ইন্ডি জোটের এই বৈঠকে গরহাজির ছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তিনি লখনউতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বিজেপি সরকার প্রথম দিন থেকেই এক বৈষম্যমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছে। আদালতও একাধিকবার এই বিষয়টি নজরে এনেছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, গোটা উত্তর প্রদেশে সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়েছে 'পিডিএ' (অনগ্রসর, দলিত ও সংখ্যালঘু সমাজ)। প্রশাসনিক কাজকর্ম ও নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এই অংশের মানুষদের ক্রমাগত বঞ্চিত ও কোণঠাসা করে রেখেছে বলেই এসপি প্রধানের দাবি।

রাশিয়ার কালিনিনগ্রাদ অঞ্চলের আকাশে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা চক্কর মার্কিন গুপ্তচর বিমানের

মস্কো, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃরাশিয়ার কালিনিনগ্রাদ অঞ্চলের আকাশসীমার কাছাকাছি এলাকায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে চক্কর কাটল মার্কিন গুপ্তচর বিমান ' আর্তেমিস-২ মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোর ৫টা ৫০ মিনিট নাগাদ বিমানটি উড়ান শুরু করে। তথ্য অনুযায়ী, সকাল প্রায় ৭টা ৫০ মিনিটে সেটি কালিনিনগ্রাদ অঞ্চলের উপর চক্কর দেওয়ার নির্দিষ্ট উড়ানপথে প্রবেশ করে।দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত একই এলাকায় ওই উড়ানপথ অনুসরণ করে বিমানটি। এরপর সেটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘুরে যায়।মার্কিন সংস্থা লেডোস একটি ব্যবসায়িক বিমানকে রাডার নজরদারির প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী করে পরিবর্তন করে 'আর্তেমিস-২ তৈরি করেছে। সামরিক ব্যবহারের জন্য পরিবর্তনের পর বিমানটিকে এই নাম দেওয়া হয়। কালিনিনগ্রাদ অঞ্চলের আশপাশের এলাকা ছাড়াও ক্রিমিয়া, রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চল এবং কৃষ্ণসাগরের উপর নিয়মিত এই বিমানের উড়ান নজরে এসেছে।গত কয়েক বছর ধরে রাশিয়া তার পশ্চিম সীমান্তের কাছে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো)-র সামরিক তৎপরতা এবং সেনা মোতায়েন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে খবর সূত্র জানা যায় আজ থেকে।

দেশের যুবসমাজকে মাদক থেকে বাঁচাতে মোদী সরকার বদ্ধপরিকর ঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের যুবসমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে বাঁচাতে মোদী সরকার বদ্ধপরিকর- এই বার্তা দিয়ে আরবসাগরে এক যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধারের কথা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী, গুজরাট এটিএস এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির যৌথ প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক জলসীমার কাছাকাছি এক ইরানি নৌকা থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫২৬ কেজি মেথামফেটামিন ও হেরোইন। আন্তর্জাতিক বাজারে যার আনুমানিক মূল্য ৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি। অভিযান চলাকালীন নৌকাটি থেকে ৫ জন পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমাজ মাধ্যমে জানান, ভারতের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল-এর অন্তর্গত লাক্ষাদ্বীপ থেকে ১৬০ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং মুম্বই থেকে ৪৯০ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই রুদ্ধশ্বাস অভিযান চালানো হয়। প্রায় ১৬ দিন ধরে চলা ধারাবাহিক নজরদারি ও সমন্বয়ের পর মাদকবাহী ইরানি নৌকাটিকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান, এই মাদক পাচার চক্রের মূল শিক। কোথায় এবং ভারতে কাদের কাছে এই মাদকের চালান পৌঁছানোর কথা ছিল, তা খতিয়ে দেখতে জোর তদন্ত শুরু হয়েছে। বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক নিখুঁত বোঝাপড়া ও সমন্বয়ের ফলেই এই বড় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। আটক ব্যক্তিদের এবং উদ্ধার হওয়া মাদক পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য মুম্বইয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

আরব সাগরে ৩ হাজার কোটি টাকার মাদক উদ্ধার, পাঁচ পাকিস্তানি নাগরিক গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ আরব সাগরে লক্ষদ্বীপের কাছে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী ও গুজরাট এটিএসের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়েছে। অভিযানে একটি সন্দেহভাজন ইরানি নৌকা থেকে প্রায় ৫২৬ কেজি হেরোইন ও মেথামফেটামিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি বলে জানা গিয়েছে। নৌকায় থাকা পাঁচ পাকিস্তানি নাগরিককেও গ্রেফতার করা হয়েছে।বুধবার ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, গুজরাট এটিএস এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে যৌথ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে উপকূলরক্ষী বাহিনীর ইউনিটগুলি লক্ষদ্বীপের পশ্চিমে আরব সাগরে একটি সন্দেহভাজন ইরানি নৌকার গতিবিধি নজরে আনে। নৌকাটিকে শনাক্ত করার পর দীর্ঘক্ষণ নজরদারি ও ধাওয়া চালিয়ে সেটিকে আটক করা হয়। এরপর নৌকায় উঠে তল্লাশি চালানো হলে বিপুল পরিমাণ হেরোইন ও মেথামফেটামিন উদ্ধার হয়।নৌকায় থাকা পাঁচ পাকিস্তানি ক্রু সদস্যকেও আটক করা হয়েছে। ধৃতদের পাশাপাশি নৌকাটিকে পরবর্তী তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য মুম্বইয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।তদন্তকারী সংস্থাগুলির প্রাথমিক অনুমান, সমুদ্রপথে লক্ষদ্বীপ হয়ে মুম্বইয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই মাদকের এই চালান পাঠানো হয়েছিল। গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই যৌথ অভিযানে সেটি আটক করা হয়েছে।মাদকের চালানটি কোথা থেকে এসেছিল, কার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল এবং এর পিছনে কোনও আন্তর্জাতিক মাদকচক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি। সমুদ্রপথে মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত আরও ব্যক্তি ও চক্রের সন্ধানেও তদন্ত চলছে।

আহমেদাবাদ-ভাদোদারা এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

সুরাট, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ আহমেদাবাদ-ভাদোদরা এক্সপ্রেসওয়েতে আনন্দ ও নাদিয়াদের মধ্যবর্তী জায়গায় বুধবার ভোররাতে একটি বাস ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায বাসের ৫ জন যাত্রী মারা গেছেন। আরও ৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। সংঘর্ষের অভিঘাতে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়।এ দিন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাই দর্শন ট্রাভেলসের এই বাসটি সুরাট থেকে রাজস্থানের দিকে যাচ্ছিল। বুধবার ভোররাত সাড়ে ৩টে থেকে ৪টের মধ্যে বাসটি আনন্দ ও নাদিয়াদের মধ্যবর্তী জায়গায় একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনার সময় অধিকাংশ যাত্রীই ঘুমিয়ে ছিলেন। আচমকা বিকট শব্দে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়।

সুন্দরবনের দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতার উদ্যোগ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলিঃ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে এবার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হল কুলতলিতে।মৈপিঠ কোস্টাল থানার ভুবনেশ্বরীতে ভুবনেশ্বরী কমিউনিটি স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে মঙ্গলবার হয়ে গেল ক্যান্সার সচেতনতা শিবির।এদিনের শিবিরে অংশ নেয় সুন্দরবনে বাঘের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং নদী জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী পরিবারের ছেলে মেয়েরা।সুন্দরবনের জীবনের সঙ্গে লড়াই করেই প্রতিদিন রুজি রোজগার করতে হয় বহু পরিবারকে। কেউ নদীতে মাছ ধরেন, কেউ কাঁকড়া সংগ্রহ করেন, আবার কেউ মধু সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করেন। জীবিকার প্রয়োজনে প্রতিকূল পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাটাতে হলেও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের হাতের নাগালে থাকে না। ফলে অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেও অনেক সময় তা গুরুত্ব পায় না।এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ক্যান্সার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে এদিন এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা সহজ ভাষায় ক্যান্সারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। শরীরে অস্বাভাবিক পরিবর্তন বা দীর্ঘদিনের কোনও উপসর্গকে অবহেলা না করা, প্রয়োজন হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর উপর জোর দেওয়া হয়।শুধু রোগের লক্ষণ নয়, দৈনন্দিন জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাস নিয়েও আলোচনা করেন চিকিৎসকেরা। ক্যান্সার সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভুল ধারণা ও ভয় দূর করে রোগ সম্পর্কে বাস্তব তথ্য জানানোই ছিল এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।আয়োজকদের মতে, সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে যে পরিবারগুলির জীবনজীবিকার কারণে প্রতিদিন ঝুঁকির মধ্যে কাটে, তাদের নতুন প্রজন্মকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়োজন আরও বেশি।শিবিরে উপস্থিত চিকিসকেরা বলেন, ক্যান্সার নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কোনও অস্বাভাবিক উপসর্গ দীর্ঘদিন থাকলে সেটিকে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ।ভুবনেশ্বরীর এই উদ্যোগে একদিকে যেমন প্রত্যন্ত এলাকার কিশোর কিশোরীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা পৌঁছেছে, তেমনই তাঁদের পরিবারের মধ্যেও রোগ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির সুযোগ হয়েছে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভবিষ্যতেও এই ধরনের স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি আরও দরকার।

বাস্তবে রূপ নিচ্ছে পুরুলিয়ার ছররা বিমানবন্দরঃ বাজেট বরাদ্দের পর বিজেপির ভূমিপূজা ও মিষ্টিমুখ

শেফালি মাহাতো পুরুলিয়া,৩০সেপ্টেম্বরঃদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বাস্তবে রূপ পেতে চলেছে পুরুলিয়ার ঐতিহাসিক ছররা বিমানবন্দর। বিগত বাম ও তৃণমূল আমলেও ছররা বিমানবন্দর পুনরুদ্ধারের নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও কাজের কাজ বলতে হয়েছিল কেবল জমি মাপজোকের প্রক্রিয়া। তবে সম্প্রতি রাজ্য ও কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর এই বিমানবন্দর পুনর্নির্মাণের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।গত মঙ্গলবার এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসেবে বিজেপির পক্ষ থেকে ছররা বিমানবন্দর এলাকায় এক ভূমিপূজার আয়োজন করা হয়। পূজা পর্ব শেষে উপস্থিত দলীয় কর্মী, স্থানীয় নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়ে এই সাফল্য উদযাপন করেন।উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জরুরি প্রয়োজনে পুরুলিয়া মফস্বল থানার ছররায় একটি রানওয়ে তৈরি করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের অভাবে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় একাধিক সরকার রানওয়েটিকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও নানা জটিলতায় তা আটকে থাকে। অবশেষে অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় এবং নতুন করে কাজ শুরু হওয়ায় ছররা বিমানবন্দর বাস্তবে চালু হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা, যা সমগ্র পুরুলিয়া জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি সার্বিক অর্থনীতি ও পর্যটন শিল্পকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

জম্মু-কাশ্মীরে শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস, উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে আগামী কয়েক দিন আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে আগামী ৫ ও ৬ অক্টোবর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উঁচু পাহাড়ি এলাকাগুলিতে হালকা বৃষ্টিপাত এবং বিক্ষিপ্তভাবে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।আবহাওয়া পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ৯ থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত আকাশ আংশিক থেকে মূলত মেঘলা থাকতে পারে। বর্তমানে এই অনুকূল ও শুষ্ক আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে উপত্যকার কৃষকদের আপেল ও ধান তোলার কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। শুষ্ক পরিস্থিতির কারণে ফসল কাটা এবং পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্যও কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ জয়রামের, তোপ নির্বাচন কমিশনকেও

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় মোদী সরকার ' ভোট চুরি'-র ছক কষছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ। বুধবার দিল্লিতে ' ইন্ড জোটের বৈঠক চলাকালীন বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। এক্স মাধ্যমে জয়রাম রমেশ জানান, এই বৈঠকে জাতীয় কংগ্রেস ছাড়াও অংশ নিয়েছে সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, এনসিপি (শারদ পওয়ার), শিবসেনা (ইউবিটি), আরজেডি, সিপিআই (এম), সিপিআই, জেকেএনসি, পিডিপি, জেএমএম, সিপিআই-এমএল, আইইউএমএল, কেরালা কংগ্রেস (এম), এমডিএমকে, ভিসিকি, আরএসপি, কেরালা কংগ্রেস (জে) এবং অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো দলগুলি।তিনি উল্লেখ করেন, মোদী সরকারের ক্রমাগত আক্রমণের হাত থেকে ভারতের সংবিধানকে রক্ষা করতে এই সমস্ত বিরোধী দলগুলি আজ ঐক্যবদ্ধ। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে 'ভোট চুরি'র ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে এই সরকার, আর তার বিরুদ্ধেই এই জোটের লড়াই।

প্রযুক্তির প্রয়োগে দায়বদ্ধতা এড়ানো যাবে না, বার্তা সেবি চেয়ারম্যান তুহিন কান্ত পাণ্ডের

মুম্বই, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লেও কোনোভাবেই দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিলেন বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি-র চেয়ারম্যান তুহিন কান্ত পাণ্ডে। বুধবার মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রযুক্তি এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন তিনি।তুহিন কান্ত পাণ্ডে বলেন, প্রযুক্তি হয়তো বিনিয়োগের বিচার-বিশ্লেষণকে আরও উন্নত করতে পারে, কিন্তু তা দায়বদ্ধতাকে আউটসোর্স করতে পারে না। যদি কোনও অ্যালগরিদম বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে ভূমিকা নেয, তবে তার পেছনের অনুমান ও যুক্তি কাউকে না কাউকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। তিনি জোর দিয়ে জানান, ডেটার গুণমান, মডেল পরিচালনা, সাইবার স্থিতিস্থাপকতা এবং গ্রাহকদের তথ্যের সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি। সর্বোপরি, বিনিযোগে পোর্টফোলিওর চূড়ান্ত দাযবদ্ধতা যেন একজন নির্দিষ্ট মানুষের ওপরই বর্তায।একই সঙ্গে পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস সংক্রান্ত ক্ষেত্রটির দ্রুত বৃদ্ধি নিয়েও কথা বলেন সেবি প্রধান। তিনি উল্লেখ করেন, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে পিএমএস আর কোনো ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক পরিসর নয়, এটি ক্রমশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হচ্ছে। তাই এর পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার পরিধিও বদলাতে হবে। সেবি চেয়ারম্যানের বক্তব্য, আমাদের সামনে প্রশ্নটি কেবল এই শিল্প কতটা বৃদ্ধি পাবে তা নয় বরং বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঠিক কেমন ধরনের শিল্প গড়ে তুলতে চাই, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

রাশিফল

মেষঃআজ মেষ রাশির জন্য কিছু নতুন সম্ভাবনা আসছে। আপনার এনার্জি আর আত্মবিশ্বাস চূড়ায় থাকবে, যেটা তোমাকে তোমার কাজে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
বৃষঃকোন শারীরিক যন্ত্রণায় ভোগা আজ প্রবলভাবে সম্ভাব্য। কোন শারীরিক বলপ্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন যা আপনার শরীরের উপর আরো চাপ দেবে। শুভদিন।
মিথুনঃআজ মিথুনের জন্য খুবই পজিটিভ আর অগ্রগতিময় দিন হবে। আপনার চিন্তাভাবনা সক্রিয় আর এনার্জেটিক থাকবে, যেটা আপনাকে কাজগুলোতে ভাল পারফর্ম করতে সাহায্য করবে।।
কর্কটঃযেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। ফাটকায় লাভ আনবে। ব্যর্থ প্রেম।
সিংহ ঃ আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। আপনার চার্ম আর আত্মবিশ্বাস চারপাশে পজিটিভ পরিবেশ তৈরি করেছে। ব্যর্থ প্রেম।
কন্যাঃ মানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আপনার সময় এবং অর্থকে মূল্য দেওয়া উচিত অন্যথায় আসন্ন সময়টি ঝামেলা এবং চ্যালেঞ্জ দ্বারা পূর্ণ। আজ যদি আপনি উপদেশ দেন-তাহলে তা গ্রহণের জন্যও মুক্তমনা হন। আপনার প্রেমিকাকে আজ কোনও অভিমানের কথা বলবেন না। ।
তুলাঃ বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। আপনি রক্ষণশীল বিনিয়োগ সঞ্চয় রেখে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। ব্যবসায় লাভ হতে পারে
বৃশ্চিকঃ চাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। শুভদিন
ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক, যেখানে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে চলেছে। আপনার সহকর্মী আর পরিবার আপনাকে সমর্থন করবে, যাতে আপনি আপনার আইডিয়া গুলো বাস্তবায়ন করতে সফল হবেন।
মকরঃআজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। বিবাহের যোগ হতেপারে।
কুম্ভঃ আজ আপনার জন্য নতুন আশা আর সুযোগের বার্তা নিয়ে এসেছে। আজ আপনি আপনার সৃজনশীলতা নিয়ে উৎসাহিত থাকবেন। যদি নতুন কোনও প্রজেক্ট বা শখে মন দেওয়ার কথা ভাবেন, তাহলে আজই সেরা দিন। আপনার সামাজিক বন্ধুমহলও আজ আপনার বড় সমর্থন হবে। শুভদিন হবে।
মীনঃ কোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। এটা যেন আপনাকে বিধ্বস্ত না করে এবং পারলে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। পারে। সন্তান হতে পারে আজ।সংসারে শান্তি হতে পারে।

আবহাওয়া

পুজোর মুখে রাজ্যজুড়ে বড় ধরনের কোনও দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই। আগামী সাত দিন দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই মূলত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে, স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ সঞ্চার হয়ে দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী দু'দিন অধিকাংশ জায়গাতেই আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। তবে দু-এক জায়গায় স্থানীয় মেঘ থেকে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। এর ঠিক দু'দিন পর থেকে উত্তরবঙ্গের ওপরের দিকের পাঁচটি জেলা- দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। বাকি জেলাগুলিতে আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। এই মুহূর্তে রাজ্যের কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টি বা দুর্যোগ সংক্রান্ত কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে পারে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৯ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৩মিনিট এবং রাত ১০টা৪৩ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৪৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে।

হাওড়ায় জেলাশাসকের দপ্তর অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ ছয় দফা দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির ডাকে জেলাশাসকের দপ্তর অভিযান ঘিরে বুধবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাওড়া পুরসভার সামনের এলাকা। হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে কয়েকশো বাম কর্মী-সমর্থক মিছিল করে পুরসভার সামনে এসে পৌঁছালে সেখানেই পুলিশের তৈরি ব্যারিকেডে তারা বাধাপ্রাপ্ত হন। এরপর ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় র‍্যাফ। পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ বন্ধ, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ, বস্তিবাসী দরিদ্র মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আওতায় আনা এবং গণবণ্টন ব্যবস্থায় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। পাশাপাশি অবিলম্বে হাওড়া পুরসভার নির্বাচন, বিকল্প ব্যবস্থা ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধ এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগের প্রতিবাদেও সরব হন আন্দোলনকারীরা। সংগঠনের হাওড়া জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত দাস অভিযোগ করেন, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে হকার ও বস্তি উচ্ছেদ করায় গরিব মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। দীর্ঘদিন পুরভোট না হওয়ায় নাগরিক পরিষেবা ও পরিকাঠামো নিয়েও নানা সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে তাঁর দাবি। বর্ষায় জল জমার কারণে বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের দুর্ভোগ বাড়ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি, গণবণ্টন ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা থেকে বহু যোগ্য মহিলা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে দাবি করেন সুদীপ্ত দাস। ভোটার তালিকা সংশোধন এবং ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

সোনারপুরে গরু চুরি তদন্তে চক্রের হদিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ জয়নগরের পর এবার সোনারপুরে গোশালা থেকে গরু চুরির অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে গরু চুরি ও পাচারের একটি বড় চক্রের হদিস পেল পুলিশ। এই ঘটনায় মগরাহাট এলাকা থেকে আজগার ফকির নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় গরু চুরি ও পাচার চক্রের অন্যতম মূল ব্যক্তি এই আজগার। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, চক্রটির সদস্যরা জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। অভিযোগ, নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে সুযোগ বুঝে গরু চুরি করা হত। এরপর সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়িকেই কাজে লাগিয়ে চুরি করা গরু অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত।পুলিশের দাবি, ইনোভা বা জাইলোর মতো বড় গাড়ির পিছনের আসন খুলে ফেলা হত। এরপর গাড়ির ভিতরে গরু তুলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত। যাত্রী পরিবহনের গাড়ি হওয়ায় বাইরে থেকে দেখলে গাড়ির ভিতরে কী রয়েছে, তা সহজে বোঝার সুযোগ থাকত না। এভাবেই পুলিশের নজর এড়িয়ে গরু সরানোর চেষ্টা করা হত বলে তদন্তকারীদের দাবি।পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আজগারের বিরুদ্ধে অতীতে বাংলাদেশে গরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগও রয়েছে।

শহর ও শহরতলী

দুই হাজার বছরের গোন্ড শিল্পে সাজছে উমা, বেহালার ১১ পল্লীর পুজোয় জনজাতির ঐতিহ্যের ছোঁয়া

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পুজোর মণ্ডপে এবার উঠে আসছে প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন আদিবাসী শিল্প-ঐতিহ্য। মধ্যপ্রদেশের গোন্ড সম্প্রদায়ের জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও

শিল্পকলাকে কেন্দ্র করে বেহালার ১১ পল্লী ক্লাবের দুর্গাপুজোর এবারের ভাবনা। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা-সবেতেই থাকছে গোন্ড শিল্পের স্বতন্ত্র ছাপ। জ্যামিতিক নকশা, বিন্দু ও রেখার সূক্ষ্ম বিন্যাসের পাশাপাশি ফুটে উঠবে জনজাতির কৃষিকাজ, নৃত্য, পশুপালন এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি। ভারতের প্রাচীন জনজাতিগুলির মধ্যে অন্যতম গোন্ড সম্প্রদায়। 'গোন্ড' শব্দটির উৎস দ্রাবিড় শব্দ 'কোন্ড' যার অর্থ সবুজ পর্বত বা সবুজ পাতার সারি। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কই গোন্ড সম্প্রদায়ের শিল্পভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রায় দুই হাজার বছর ধরে বিকশিত হয়ে আসা এই শিল্পধারা বর্তমানে 'গোল্ড আর্ট' নামে পরিচিত। চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি নৃত্য, ধামসা-মাদলের মতো বাদ্যযন্ত্র এবং নানা লোকাচারও এই সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। গোন্ড শিল্পের অন্যতম পরিচিত ধরন 'ডিগনা। বৃত্ত, ত্রিভুজ, বিন্দু ও রেখার জটিল সমন্বয়ে তৈরি হয় এই জ্যামিতিক নকশা। প্রকৃতির গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ থেকে শুরু করে মহাজাগতিক ভাবনাও এই শিল্পে জায়গা করে নেয়। পাশাপাশি রয়েছে দেওয়াল ও মেঝের 'ভিত্তিচিত্র যেখানে ধরা পড়ে কৃষিকাজ, জীবন-জীবিকা এবং জনজাতির দৈনন্দিন জীবনের নানা মুহূর্ত। গোন্ড সমাজে এই শিল্প শুধুমাত্র সৌন্দর্যবর্ধনের মাধ্যম নয়। বাড়ির দেওয়াল ও মেঝেতে মহিলাদের হাতে আঁকা নানা নকশাকে শুভ এবং সুরক্ষার প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়। বিশ্বাস করা হয়, এই ধরনের শিল্পকর্ম ঘরে সৌভাগ্য নিয়ে আসে। ফলে শিল্প সেখানে বিলাসিতা নয়, বরং জীবনযাপনেরই একটি প্রয়োজনীয় অংশ। এই ঐতিহ্যকেই এবারের দুর্গাপুজোর মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরছে বেহালার ১১ পল্লী। মণ্ডপের মূল কাঠামো তৈরি হয়েছে কলসির মতো 'কুরিয়া স্থাপত্যের আদলে। পুরো কাঠামোটিকে একাধিক ধাপ বা লেয়ারে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরেই গোন্ড সম্প্রদায়ের জীবন ও সংস্কৃতির আলাদা আলাদা ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একেবারে নীচের স্তরে রয়েছে এক সুন্দর সকালের দৃশ্য। সেখানে গোন্ড সম্প্রদায়ের মানুষকে দেখা যাবে কৃষিকাজে ব্যস্ত অবস্থায়। দ্বিতীয় স্তরে ফুটে উঠবে 'সুয়া নৃত্য'। তৃতীয় স্তরে দেখা যাবে তোতাপাখির প্রেম নিবেদনের দৃশ্য। চতুর্থ স্তরে থাকছে চিত্রকলার প্রতিফলন। পঞ্চম স্তরে ফুটে উঠবে সন্ধ্যার 'গ্সাদি ও 'সুয়া নৃত্যের ছবি। আর একেবারে উপরের স্তরে কালরাত্রির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তৈরি হয়েছে বিশেষ পিলার।। মণ্ডপের অভ্যন্তরীণ বিন্যাসেও রয়েছে গোন্ড সংস্কৃতির ছাপ। তিনটি প্রধান ' বা ঘরে ভাগ করা হয়েছে মণ্ডপের ভিতর। 'কুরিয়া ঘরে' রাখা হয়েছে শস্যদানা সংরক্ষণের ভাবনা এবং দেবীর স্থাপনা। 'মুধাত ঘরে' রয়েছে কৃষিকাজ ও পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সরঞ্জামের প্রতিরূপ। আর 'পারছি ঘরে' রয়েছে দণ্ডায়মান বৃহৎ কলাগাছের উপস্থাপনা। মণ্ডপের প্রতিটি অংশেই ব্যবহার করা হয়েছে গোন্ড শিল্পের পরিচিত জ্যামিতিক মোটিফ। প্রতিমাতেও থাকছে আলাদা বৈশিষ্ট্য। মাটির লেপনের মাধ্যমে দেবীর রূপ নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দর্শকের সামনে শুধু দুর্গাপুজোর আবহ নয়, বরং মধ্যপ্রদেশের এক প্রাচীন জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতির এক শিল্পিত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে। এই গোটা ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন শিল্পী সুব্রত পাল। প্রাচীন জনজাতির শিল্পরীতিকে কলকাতার দুর্গাপুজোর মণ্ডপে তুলে ধরার এই প্রয়াসে একদিকে যেমন গোন্ড সংস্কৃতির নানা দিক সামনে আসছে, তেমনই উৎসবের আবহে মিলছে ঐতিহ্য ও সমকালীন শিল্পভাবনার মেলবন্ধন। পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপে ঢুকলে তাই দর্শকদের মনে হতে পারে, কলকাতার ব্যস্ত শহুরে পরিবেশ থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁরা যেন পৌঁছে গিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের কোনও প্রাচীন গোন্ড জনপদে-যেখানে মাটি, প্রকৃতি, কৃষি, নৃত্য আর শিল্প মিলেমিশে একাকার।

মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর অফিসে গভীর রাতে হামলার অভিযোগ, ছেঁড়া বিজেপির লোগো ও কাটআউট

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ গভীর রাতে বিজেপির মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের অফিসে হামলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কলকাতায়। অভিযোগ, মঙ্গলবার গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বিজেপির ব্যানার ও পোস্টার নষ্ট করে। দলের লোগো ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর কাটআউটের মুখের অংশ ছিড়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর বটতলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত আড়াইটে থেকে ৩টের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ। বুধবার সকালে বিজেপি কর্মীরা অফিসে পৌঁছে প্রথমে বিষয়টি দেখতে পান। তাঁদের দাবি, অফিসের সামনে থাকা ব্যানার-পোস্টারের একাধিক অংশ ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। বিজেপির প্রতীক ও লোগো কেটে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাটআউটও ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া যায়। শুধু অফিসের বাইরের প্রচারসামগ্রী নয়, মূল অফিসেও হামলার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। সকালে ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় বটতলা থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে। ঘটনার পিছনে কারা রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে ঘটনাস্থল ও

আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রাতে ওই এলাকায় কারা যাতায়াত করেছিল, হামলার সময় কতজন সেখানে উপস্থিত ছিল এবং কীভাবে অফিসে হামলা চালানো হল-এই সমস্ত বিষয় তদন্তের আওতায় রয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের পাশাপাশি মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীও এই হামলার জন্য তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে রাতের অন্ধকারে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে। তবে এই অভিযোগের সত্যতা এখনও তদন্তে প্রমাণিত হয়নি। পুলিশও এখনও কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেনি। ঘটনার কারণ নিয়েও এখনও নিশ্চিত কোনও তথ্য সামনে আসেনি। ব্যক্তিগত আক্রোশ, রাজনৈতিক বিরোধ নাকি অন্য কোনও কারণে এই হামলা-সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা সিসিটিভি ফুটেজের পাশাপাশি ঘটনাস্থলের অন্যান্য তথ্যও সংগ্রহ করছেন। অন্যদিকে, অফিসের সামনে থাকা মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীর কাটআউটের মুখের অংশ ছিড়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। দলের স্থানীয় কর্মীরা ঘটনার দ্রুত তদন্ত এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। বটতলা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছে। তদন্তের প্রয়োজনে অফিসের কর্মী, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের পাশাপাশি আশপাশের এলাকার বাসিন্দা বা প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলা হতে পারে। সিসিটিভি ফুটেজে হামলাকারীদের গতিবিধি ধরা পড়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এদিকে, ঘটনাটি এমন সময়ে সামনে এল, যখন রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে। ফলে একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রীর অফিসে এই ধরনের হামলার অভিযোগ নতুন করে চর্চা তৈরি করেছে। তবে হামলার নেপথ্যে কারা এবং কী উদ্দেশ্যে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে, তার উত্তর মিলবে পুলিশের তদন্ত শেষ হওয়ার পরই।এই মুহূর্তে পুলিশের নজর মূলত সিসিটিভি ফুটেজ, ঘটনাস্থলের তথ্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের দিকে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হামলাকারীদের পরিচয় এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এসআরএফটিআই-তে সংঘর্ষের ঘটনায় সিট, গোয়েন্দা প্রধানের নেতৃত্বে তদন্তে নামল লালবাজার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)-তে সংঘর্ষ ও উত্তেজনার ঘটনায় তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করল কলকাতা পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে কারা ছিলেন, কীভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হল এবং বহিরাগতদের উপস্থিতির অভিযোগের সত্যতা

কতটা-সব দিক খতিয়ে দেখবে এই দল। কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েঃদা) কুণাল আগরওয়ালের নেতৃত্বে সিট গঠন করা হয়েছে। তদন্তকারী দলে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট) স্পর্শা নিলাঙ্গি, সিআইডির ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ কৌশিক ঘোষ, কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি -রাউডি সেকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সালিল রায় রয়েছেন। এছাড়াও দলে রয়েছেন ইস্টার্ন সাবার্বান ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তুষারকান্তি ঘোষ এবং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর হীরক দলপতি। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার দিন এসআরএফটিআই চত্বরে ঠিক কী ঘটেছিল, তা বিস্তারিতভাবে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করা হবে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং ইতিমধ্যে পুলিশের হাতে আসা তথ্য নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকা আলাদা করে যাচাই করার পরিকল্পনাও রয়েছে তদন্তকারীদের। ঘটনার সূত্রপাত রবিবার দুপুর নাগাদ। অভিযোগ, প্রায় ১টা নাগাদ আরএসএসের শাখা সংগঠন অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত সমিতির একটি অনুষ্ঠান চলছিল প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামে। সেই সময় এসএফআইয়ের সদস্যরা সেখানে পৌঁছন বলে অভিযোগ। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামে কেন ওই অনুষ্ঠান হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় বলে দাবি। আয়োজকদের অভিযোগ, এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ভারতমাতা ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি এবং অনুষ্ঠানের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়। অন্যদিকে, পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের অন্ধকারে রেখে একটি আরএসএস-ঘনিষ্ঠ সংগঠনকে প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের আরও দাবি, প্রতিবাদ করতে গেলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে পড়ুয়াদের একাংশের দাবি। এসএফআইয়ের পক্ষ থেকেও অভিযোগ করা হয়েছে, আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর হামলা চালানো হয় এবং ছাত্রীদেরও হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। যদিও ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে একাধিক পক্ষের বক্তব্য রয়েছে এবং অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করছে পুলিশ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসআরএফটিআই চত্বরে পাল্টাপাল্টি স্লোগানও শোনা যায় বলে জানা গিয়েছে। একদিকে 'জয় শ্রীরাম' ও 'জয় ভীম' স্লোগান ওঠে, অন্যদিকে 'আজাদি স্লোগান দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। পড়ুয়াদের একাংশ আঃেদালনে নামার কথাও জানায়। প্রতিষ্ঠানের বাইরে অতিরিক্ত পুলিশি নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়। এই ঘটনায় পঞ্চসায়র থানায় চারটি পৃথক এফআইআর দায়ের হয়েছে। এবার সেই সমস্ত অভিযোগ এবং ঘটনার ধারাবাহিকতা একত্র করে তদন্ত করবে সিট। কারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, সংঘর্ষের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল এবং কার ভূমিকা কী ছিল-প্রত্যেকটি বিষয় যাচাই করা হবে। তদন্তকারীরা প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। পাশাপাশি ঘটনার পিছনে কোনও বৃহত্তর যোগসূত্র রয়েছে কি না, সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। লালবাজার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার, ১ অক্টোবরের মধ্যে সিট তাদের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা দিতে পারে। ফলে এসআরএফটিআই-এর ঘটনার তদন্তে এখন পুলিশের নজর থাকবে সিসিটিভি ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের ভূমিকার উপর।

> সংঘর্ষ ও উত্তেজনার ঘটনায় তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করল কলকাতা পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে কারা ছিলেন, কীভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হল এবং বহিরাগতদের উপস্থিতির অভিযোগের সত্যতা কতটা-সব দিক খতিয়ে দেখবে এই দল।

চুরি যাওয়া ৫টি টোটো ও ১১টি ব্যাটারি উদ্ধার, গ্রেফতার এক বকুলতলায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগেই আবার বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ।নির্দিষ্ট সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল বকুলতলা থানার পুলিশ। আর এই অভিযানে উদ্ধার হল চুরি যাওয়া পাঁচটি টোটো এবং ১১টি ব্যাটারি। আর এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, বুধবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বকুলতলা থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাসের নির্দেশে পিএসআই শান্তনু সরকার সহ তার পুলিশ বাহিনী বকুলতলা থানার তারানগর এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় সাদ্দাম মোল্লা (৩৪)নামে এক ব্যক্তিকে আটক ও

পরে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত বকুলতলা থানার তারানগরের বাসিন্দা। ধৃতের কাছে থাকা সামগ্রী এবং আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়।এই তল্লাশিতে উদ্ধার হয় পাঁচটি চুরি যাওয়া টোটো এবং ১১টি ব্যাটারি। উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উদ্ধার হওয়া টোটোগুলি ও ব্যাটারি গুলি কোথা থেকে চুরি করা হয়েছিল, তার তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় বকুলতলা থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতকে বুধবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে চুরি যাওয়া সামগ্রীর উৎস এবং ঘটনার সঙ্গে জ।তি অন্যান্য ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

হাসনাবাদে বিভিন্ন নির্মীয়মাণ পুজো মণ্ডপে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন বসিরহাটের পুলিশ সুপার

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে হাসনাবাদ ও মিনাখাঁ জোনের বিভিন্ন নির্মীয়মাণ পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন বসিরহাটের পুলিশ সুপার অলকানঃদা ভাওয়াল। বুধবার বিভিন্ন পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছঃদ্যর বিষয়টিও খতিয়ে দেখেন তিনি। এদিন হাসনাবাদ স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে ১৫ নম্বর ওয়ার্ড দুর্গোৎসব কমিটির পুজো মণ্ডপ এবং টাকীর পুবের বাড়ির পুজো আয়োজন পরিদর্শন করেন পুলিশ সুপার। মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও বাহিরের পথ, ভিঁড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি মণ্ডপে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং কোনও আপকালীন পরিস্থিতিতে দমকলের ইঞ্জিন যাতে সহজেই মণ্ডপ চত্বরে পৌঁছতে পারে, সেই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। পুজোর দিনগুলিতে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে প্রাথমিক ভাবে জানানো হয় আগামী দিনে এর রূপরেখা জানানো হবে বলে জানান তিনি। দশমীর দিন কালীনগর ও টাকী এলাকায় যাতে যান চলাচল সহ কোন বিষয়ে নিয়ে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। রাস্তায় থাকা অস্থায়ী গেটগুলির কারণে যাতে কোনওরকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয়।

পড়ুয়া ও শিক্ষকদের জন্য স্কুলে পৌঁছল মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো মাছ-মিষ্টি উপহার

সুমন আদক ঃপ।ুয়া ও শিক্ষকদের জন্য হাওড়ার ব্যাঁটরার স্কুলে পৌঁছল মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো মাছ-মিষ্টি উপহার, মিড ডে মিলের দিদিরা পেলেন শাড়ি। হাওড়ার ব্যাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী হাই স্কুলে বুধবার পৌঁছল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পাঠানো উপহার। পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলিয়ে প্রায় ৮৫০ জনের জন্য মাছ-মিষ্টি পাঠানোর পাশাপাশি মিড-ডে মিলের রান্নার কাজে যুক্ত মহিলাদের জন্য পাঠানো হয়েছে পুজোর নতুন শাড়ি ও আর্থিক অনুদান। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের 'সারথি প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে এই স্কুলে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পড়ুয়াদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে মিড-ডে মিল গ্রহণ করার সময় রান্নার দিদিদের কাজের প্রশংসা করেছিলেন তিনি। পুজোর আগে তাঁদের উপহার দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। বুধবার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হওয়ার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জেলাশাসকের মাধ্যমে স্কুলে উপস্থিত পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা জানতে চাওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী প্রায় ৮৫০ জনের উপস্থিতির কথা জানানো হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তন্ময় চক্রবর্তী বলেন, তাঁদের স্কুলে মোট পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায়.১,২০০। তবে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা চলায় বর্তমানে সকল পড়ুয়া স্কুলে আসছে না। এদিন উপস্থিত পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৮০০ জন মিড-ডে মিল গ্রহণ করেন। সেই সংখ্যার ভিত্তিতেই মাছ ও মিষ্টি পাঠানো হয়েছে। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উপহার পৌঁছে যাওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। স্কুল সূত্রে খবর, মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী স্কুলের পরিকাঠামো, পড়ুয়াদের সুবিধা ও মিড-ডে মিলের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখেছিলেন। তাঁর আশ্বাসের পরদিনই উপহার পৌঁছে যাওয়ায় স্কুলের সঙ্গে যুক্ত সকলের মধ্যে খুশির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পূর্ব রেলে সাফাই কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য শিবির

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের দূরদর্শী নির্দেশনায়, চলমান 'স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬' অভিযানের অংশ হিসেবে সাফাই কর্মচারীদের জন্য একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও জনকল্যাণমূলক ড্রাইভের আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতা স্থিত হেডকোয়ার্টারের ফেয়ারলি প্লেস (এফপি) হেলথ ইউনিটে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে, রেলওয়ে চত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে যাওয়া সম্মুখসারির পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে বিস্তৃত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। অন ডিউটিতে তাঁদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে, পূর্ব রেলের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার (এজিএম) শ্রী শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং উপস্থিত সাফাই কর্মচারীদের হাতে ইউনিফর্ম, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সুরক্ষামূলক দস্তানা (গ্লাভস) এবং অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী সম্বলিত প্রয়োজনীয় সেফটি কিট ব্যক্তিগতভাবে তুলে দেন।

পুজোর আগেই হাওড়ায় রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে পুজোর আগেই হাওড়ায় রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে, তালিকায় রয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কও। আসন্ন দুর্গাপুজোর আগে শহরের রাস্তার হাল ফেরাতে তৎপর হাওড়া পুরসভা। পুজোর আগেই রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই নির্দেশ মেনে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলের ঘোষণার পরই হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন রাস্তার সংস্কার, পুনর্গঠন ও মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পুরসভা প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পাশাপাশি একাধিক পাড়া, গলি ও সংযোগকারী রাস্তা সংস্কারের আওতায় আনা হয়েছে। বরো ভিত্তিক এই পরিকল্পনায় উত্তর হাওড়া থেকে শুরু করে শিবপুর, বাকসাড়া, গোলাবাড়ি-সহ শহরের বিভিন্ন এলাকার রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরসভার এই উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষত পুজোর সময় রাস্তায় মানুষের ভিড় ও যানবাহনের চাপ বাড়ে। তার আগে রাস্তা মেরামতি ও সংস্কারের কাজ শেষ করা গেলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা এবং সংস্কারের গুণমান বজায় রাখাই এখন পুরসভার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

CIN) NO: U74999DL2002PLC117052
এ-২৭০, ১ম ও ২য় তলা, ডিফেন্স কলোনি, নয়াদিল্লি - ১১০ ০২৪,
ইমেলঃ admin@alchemistarc.com, ওয়েবসাইটঃ www.alchemistarc.com

গণবিজ্ঞপ্তি

(আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন ও পুনর্গঠন এবং জামানতস্বত্ব বলবকরণ আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে)

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড' (সুরক্ষিত ঋণদাতা বা ARC)-যারা নিচে উল্লিখিত তারিখে সম্পাদিত 'ঋণ হস্তান্তর চুক্তি'র মাধ্যমে 'এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড'-এর কাছ থেকে নিচে বর্ণিত ঋণ হিসাবগুলোর মালিকানা অর্জন করেছে-তারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতাজামিনদারদের বরাবর SARFAESI আইন, ২০০২-এর ১৩(২) ধারার অধীনে 'দাবি-নোটিশ' জারি করেছে।এই নোটিশের মাধ্যমে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে তাদের সমুদয় বকেয়া দায় পরিশোধ করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনো প্রকার অতিরিক্ত নোটিশ ছাড়াই উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে প্রদত্ত সমস্ত বা যেকোনো অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে, যার মধ্যে রয়েছে জামানত হিসেবে রাখা সম্পদ বা সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা।

ঋণগ্রহীতা / হিসাবের বিবরণ

ক্রম নং	ঋণ হিসাব নম্বর	ঋণগ্রহীতা(গণ) / সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ)-এর নাম	প্রদেয় অর্থ (₹)	তারিখ ১৩(২) বিজ্ঞপ্তি	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	নির্ধারিত তারিখ
১	PR01141756	বি এম গার্মেন্টস, তুশার পাল, রিঙ্কু পাল, গোপাল কৃষ্ণ পাল	৯,২১,৬৬৯ টাকা (নয় লক্ষ একুশ হাজার ছয়শো উনসত্তর টাকা মাত্র)	৪ঠা আগস্ট, ২০২৬	ফুলতলা মৌজাভুক্ত সম্পত্তিটির সম্পূর্ণ অংশ ও খণ্ড- জে.এল. নং ১৪৭, আর.এস. খতিয়ান নং ৩০৯, খতিয়ান নং ২০৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৮৭৬, দাগ নং ৮১৯ ডাকঘরঃ ফুলতলা, থানাঃ হাবড়া, জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬৩। ল্যান্ডমার্ক ফুলতলা পেট্রোল পাম্পের কাছে। সীমানা-পূর্বঃ একতলা বাড়ি পশ্চিমঃ একতলা ও দোতলা বাড়ি উত্তরঃ ৪ ফুটের চলাচলের পথ দক্ষিণঃ একতলা বাড়ি।	৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫

উপরে উল্লিখিত অর্থরাশি প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নির্দেশিত তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় এর সাথে বকেয়া আদায়ের তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ, দণ্ডমূলক মাশুল এবং আনুষঙ্গিক খরচও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের সতর্ক করা হচ্ছে যে, 'সুরক্ষিত পাওনাদার'-এর পূর্বানুমতি ছাড়া উপরে বর্ণিত 'সুরক্ষিত সম্পত্তি' বিক্রয়, ইজারা, বন্ধক, চার্জ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি করা যাবে না।ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য 'SARFAESI Act, 2002'-এর বিধানাবলী মেনে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হলো। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুনঃ **ফোনঃ০১১-৪৬৫৬২৫৮৪, ইমেইলঃ admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com**

স্বাক্ষর /- অনুমোদিত আধিকারিক
তারিখঃ- ০১.১০.২০২৬
স্থানঃ- পশ্চিমবঙ্গ
অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
(অ্যালকেমিস্ট XLVII ট্রাস্ট-এর অছি বা ট্রাস্টি হিসেবে কর্মরত) সুরক্ষিত ঋণদাতা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩০১ সংখ্যা, বৃহস্পতি , ১৩ আশ্বিন, ১৪৩৩

বাংলার মহিলা কবি

বাংলার প্রথম বাঙালি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। ষোড়শ শতাব্দীর কবি এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি মহিলা কবি। এই বিদূষী নারী অন্যান্য কাব্য ছাড়াও পিতার আদেশে বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে, মৈমনসিংহ গীতিকার এক কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ চন্দ্রাবতী চরিতকথা রচনা করেন। জন্ম ১৫৫০(আনুমানিক), পাতুয়ারি গ্রাম, ময়মনসিংহ, বঙ্গ (বর্তমানে কিশোরগঞ্জ, বাংলাদেশ) আর মৃত্যু ১৬০০(আনুমানিক)। বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা সেই সপ্তম-অষ্টম শতকে শুরু হলেও প্রথম বাঙালি মহিলা কবি পেতে পেতে সাহিত্যানুরাগীদেরকে অপেক্ষা করতে হয় ষোড়শ শতকের অর্ধেকেরও বেশী সময় পর্যন্ত। মধ্যযুগের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেখানে নারীদেরকে মনে করা হতো অন্য আর দশটা সাধারণ ঘরোয়া পণ্য-সামগ্রীর মত, তখনই কবি হিসেবে আবির্ভাব ঘটে এক অসম্ভব মেধাসম্পন্ন নারীর, যাঁর নাম চন্দ্রাবতী এবং বাংলা সাহিত্যে শুরু হয় একটি নতুন দিগন্তের। তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ মহিলা কবি চন্দ্রাবতী -তে লিখেছিলেন, 'বনে অনেক সময় এমন ফুল ফুটে, রাজোদ্যানেও তাহার তুলনা মিলে না, সে-বনফুলের সৌন্দর্য্য কেহ উপলব্ধি করিতে, কিংবা সে-সৌরভ কেহই ভোগও করিতে পারে না, বনের ফুল বনে ফুটে, বনেই শুকায়। চন্দ্রাবতী এই রূপ একটি বনফুল, ময়মনসিংহের নিবিড় অরণ্যে, একসময় এই সুরভী কুসুম ফুটিয়াছিল।' ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে অর্থাৎ ১৫৫০ সালে তৎকালীন ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিশোরগঞ্জের পাতুয়ার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। তাঁর পিতা ছিলেন মনসা মঙ্গল কাব্যের অন্যতম রচয়িতা দ্বিজ বংশী দাস এবং মাতার নাম সুলোচনা। চন্দ্রাবতীর স্মৃতিবিজরিত একটি মন্দির কিশোরগঞ্জের পাতুয়ারের গ্রামে আজও বিদ্যমান। চন্দ্রকুমার দে'র লিখনীর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাঙালি সুধী সমাজে চন্দ্রাবতীর নাম পরিচিতি লাভ করে। অথচ এর আগে 'শিক্ষিত' সমাজের কেউ ময়মনসিংহের নিবিড় অরণ্যে প্রস্ফুটিত চন্দ্রাবতী নামের এই সুরভী কুসুমটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, অবহিত হওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেননি। অথচ, দীর্ঘকাল ধরেই চন্দ্রাবতীর কাহিনীর সঙ্গে সেকালের পূর্ব ময়মনসিংহের লোক-সাধারণের ছিল নিবিড় পরিচয়। সেখানকার পল্লীবালাগণের কণ্ঠস্থ ছিল চন্দ্রাবতী রচিত রামায়নের বিভিন্ন অংশ। চন্দ্রকুমারের ভাষায়, যাঁহার কবিতা লোকের প্রাণের মধ্যে, মনের মধ্যে সর্বদা প্রিয়জনের স্মৃতির ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়, ছোট বড় নাই, স্থান-অস্থান নাই, মুখে মুখে ফেরে, তিনিই সাধারণের প্রাণের কবি। চন্দ্রাবতী পূর্ব ময়মনসিংহের সর্বসাধারণের প্রাণের কবি ছিলেন। বহুদিন হইতে শুনে আসিতেছি, সেই অপূর্ব মন মাতান সঙ্গীত। বাংলায় বহু মহিলা কবি জন্মগ্রহণ করেন। তারা বেশ দক্ষতার সঙ্গে কবিতা লিখে গিয়েছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রিয়ংবদা দেবী, কামেনী রায়। তবে আরও বহু মহিসা কবি আছেন যারা ভালো কবিতা লেখেন। আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবীও কবিতা লিখতেন। তবে তাদের কবিতা ছিল খুবই সামান্য। বাঙলি কবি হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন তসলিমা নাসরিন। তিনি ভালো কবিতা লেখেন। তবে তিনি যেভাবে পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কমল ধরেছেন তার ফলে সমাজে তাঁর বিরুদ্ধে একটি ক্ষোভ জমা হতে শুরু করেছে। যদিও তিনি বাস্তবধর্মী কবিতা লেখেন। সেই কারণে হয়তো তাকে কেউই সহ্য করতে পারে না।

বিশ্বকবির জীবনধারা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনধারা। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই।' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক হিমালয়প্রতিম ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্য জগতের এক অমূল্য ধন। তিনি বাংলা সাহিত্যে এনে দিয়েছেন এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। তাকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলে মনে করা হয়। কিন্তু আজ আমরা গুরুদেবের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা না করে জানবো তাঁর জীবন ধারার বিষয়ে। স্কুলে অনীহা ঃ রবি ঠাকুর কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছিলেন পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান। স্কুল শিক্ষায় ছিল তাঁর অনাগ্রহ, তাই বাড়িতেই রাখা হয় গৃহশিক্ষক। খুব কম ঘুমাতেন ঃ রবীন্দ্রনাথের ঘুম ছিল খুব কম। তিনি খুব গভীর রাতে শুতেন আবার উঠে যেতেন প্রায় শেষ রাতে। সাধারণত তাঁর দিন শুরু হতো প্রভাত স্নান দিয়ে। ঠিক ভোর চার টায় এক কাপ চা পান করতেন। ভোর চার টা থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত একটানা লিখতেন। তারপর সকাল সাতটায় প্রাতরাশ সেরে আবার লেখা। লেখার ফাঁকে ফাঁকে চা বা কফি খেতে পছন্দ করতেন তিনি। বেলা এগারো টা পর্যন্ত টানা লিখে আবার স্নানে যেতেন। এরপরই খেতে বসতেন। রবীন্দ্রনাথ দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমাতে বা বিশ্রাম নিতে তেমন পছন্দ করতেন না। সন্ধ্যায় খেতেন রাতের খাবার ঃ ঘণ্টাখানেক কোনো পত্রিকা বা বইয়ের পাতা উল্টে আবার লিখতে বসতেন। বিকেল চার টায় চা, সঙ্গে কিছু নোনতা বিস্কুট। রবীন্দ্রনাথ রাতের খাবারটা সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সেরে ফেলতেন। রাতে তিনি বিদেশি খাবার খেতেই পছন্দ করতেন। আর দুপুরে সাধারণত বাঙালি খাবার খেতেন। রাতে খেয়েদেয়ে আবার একটানা রাত বারোটা পর্যন্ত চলতো লেখা বা পড়া। কুস্তিগির রবীন্দ্রনাথ ঃ বালক রবীন্দ্রনাথ বাড়িতে পড়াশোনার পাশাপাশি গান ও আঁকা শেখা ছাড়াও প্রায় প্রতিদিন ভোরে বিখ্যাত কুস্তিগির হিরা সিংয়ের কাছে কুস্তি শিখতেন। নিয়ম মেনে চলা রবীন্দ্রনাথ শরীর চর্চাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

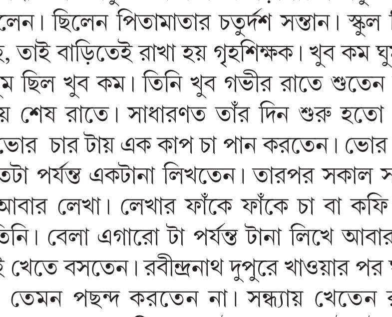

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির পুজারি ছিলেন। তিনি শক্তির আরাধনা করতেন। সেই কারণে তিনি যুব সমাজকে শক্তি অর্জন করার কথা বলতেন। আর তাঁর গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল 'রামকৃষ্ণকথামৃত'। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দেশভাগ

বদরুদ্দোজা হারুন

শ্যামাপ্রসাদের অসমাপ্তি, পুনর্বাসন দরকার। অনিবার্য আর ঐতিহাসিক কারণেই বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, এর দায়ভাগ এককভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। দেশভাগের পর একসময় শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন, জিন্নাহ ভারত ভাগ করেছেন, আমি বাংলা ভাগ করেছি, সেটা তাঁর মনের কথা ছিল না; এক বিশাল জনসমষ্টির আবেগকে তুলে ধরার জন্যই তাঁকে হয়ত তাৎক্ষণিকভাবে ঐ-ধরনের কথা বলতে হয়েছিল। কারণ তাঁর সারাজীবনের কার্যকলাপের সঙ্গে ঐ কথার কোন মিল নেই। বাংলাকে অখন্ড রাখারজন্যই তিনি একসময় প্রোগ্রেসিভ পার্টির নেতা এ.কে. ফাজলুল হকের হাত ধরেছিলেন এবং বৃহত্তর সমাজকে এক সুতোয় বাঁধার' আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই তাঁর পক্ষে সাম্প্রদায়িক ভাবে বাংলভাগ করার প্রশ্নই ওঠে না। বাংলা ভাষা ও বাঙালিত্বের প্রতি তাঁর নিটোল ভালোবাসার টান যেকোনো মননশীল বাঙালির থেকে অনেক, অনেক বেশি ছিল।

শ্যামাপ্রসাদের পরিবারে 'সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামির স্থান' ছিল না। বিধবা বিবাহের কট্টর বিরোধী বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্রের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজের জ্যেষ্ঠ কন্যা রাণুর বিবাহ দিয়ে ছিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরে কন্যা বিধবা হয়ে ফিরে এলে তিনি কন্যার দ্বিতীয় বিবাহও দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বঙ্কিম-কন্যার অর্থাৎ রাণুর শাশুড়িমার হাজার ওজর-আপত্তি, কোর্ট-কাছারি এবং গোঁড়া সমাজের বাধাদানের চেষ্টা কিছুই তাঁকে পিছু হঠাতে পারেনি।

প্রায় মুছে দেওয়া আর একটি ইতিহাস, অসুস্থ কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসাভার শ্যামাপ্রসাদ শুধু নিজের কাঁধে তুলে নেননি, তাঁকে সস্ত্রীক নিজেদের দেওঘরের বাড়িতে সসম্মানে স্থানও দিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়ির সাহিত্য-আড্ডায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক ও কলাকুশলীদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। সেখানেও শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দেশভাগের আগে এ-বঙ্গের রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ জনিত যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, তারজন্য উভয় সম্প্রদায়ের কিছু ক্ষমতালোভী নেতা সমানভাবে দায়ী ছিলেন। শ্যামপ্রসাদ প্রাথমিক ভাবে এ মেরুকরণ রাজনীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি 'বাংলা বলতে অখণ্ড বাংলা' এবং 'ভারত বলতে অখণ্ড ভারত'-বুঝতেন। এ.কে. ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, বাংলা তার রাজনৈতিক ঐতিহ্য বজায় রাখবে। এই মন্ত্রীসভা ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বপ্নের বাংলা তথা ভারত তৈরির এক পরীক্ষাগার। কিন্তু মেরুকরণজাত রাজনীতির চাপে অখণ্ড বাঙালার হক-শ্যামাপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার সদস্য হলেও, স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের উদার হিন্দুত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে প্রগতিপন্থী নেতা ফজলুল হকের ডাকে তাঁর মন্ত্রিসভায় নির্দ্বিধায় যোগদান করা সম্ভব হয়েছিল। ঘটনাচক্রে জিন্নার নেতৃত্বাধীন বাঙালি-বিদ্বেষী মুসলিম লিগের কুটকৌশলে ফজলুল হকের ক্ষমতা হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দিলে, শ্যামাপ্রসাদ হতাশ হয়ে হক সাহেবের মন্ত্রিসভা

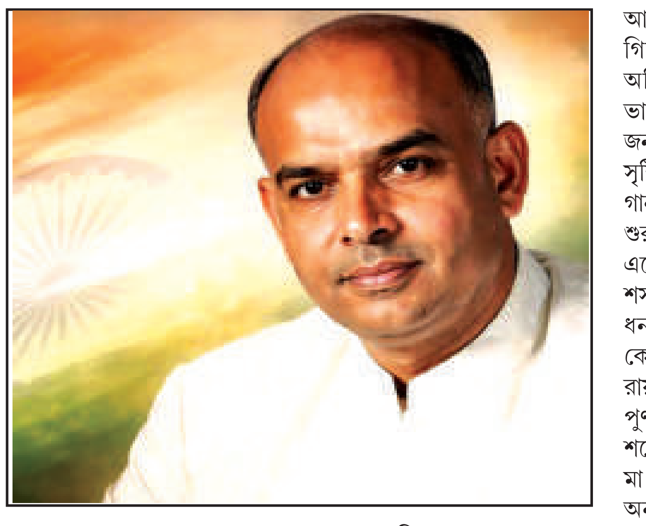

থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ব্রিটিশ গভর্নর তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করে 'সাম্প্রদায়িক অবাঙালি মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন'কে গদিনসিন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তারপর ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে গড়ায়, তাতে, শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক শক্তিরই জয় হয়। ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাও ভাগ হয়ে যায় এবং কলকাতার কর্তৃতাধীন বঙ্গের সীমানা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। নিরুপায় হয়ে শ্যামাপ্রসাদকে এ-বঙ্গের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে অবাঞ্ছিত ঐ যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি সহ্য করতে হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এক নতুন সমস্যা দেখা দেয়। বাঙালি-অধ্যুষিত কোচবিহারে সামন্তরাজ শাসিত 'ব্রিটিশ করদ রাজ্য' পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে থাকবে কিনা সে প্রশ্ন ওঠে যায়। যখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল থেকে প্রবলতর আকার ধারণ করে, তখন কোচবিহরের মাটিতে 'হিতসাধনী সভা' নামে একটি দল গড়ে ওঠে। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন সতীশ চন্দ্র সিংহরায়, খান চৌধুরী আমানতউল্লাহ আহমেদ খান, জলধর সাহা, কামিনীকুমার বর্মণ, গজেন্দ্রকুমার বসুনিয়া, কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির-এর মত রাজানুকুল্যভোগী বেশ কিছু ক্ষমতাধর বিশিষ্ট আমাত্য ও আমলা।

কোচবিহারে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্মসূত্রে কলকাতাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে আসা বংশপরম্পরায় বসবাসকারী বাঙালি, যাঁরা অধিকাংশই ছিলেন কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয় দলের প্রতি আস্থাশীল, তাঁদের কার্যকলাপ দেখে বিস্মিত ও হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁরা উপলব্ধি করেন, রাজার এই দল ব্রিটিশের অনুগত, সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন, গণতন্ত্রবিরোধী ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকারক একটি দল। বাংলা ভাগ হলে এবং এঁদের রাজার শাসন-ক্ষমতা শিথিল হলে, প্রয়োজনে এরা পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যোগ দিতে পারে, কিন্তু কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে নয়। ফলে দেশভাগের আগে থেকে কোচবিহারে একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। জাতীয় আন্দোলনের মূলস্রোতের বিরুদ্ধে এই স্থানীয় আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু রাজনীতি সচেতন মানুষ ভাল মনে নিতে পারেননি। কোচবিহারের বাইরের জেলাগুলো থেকে যে সব বাঙালির আগমণ ঘটে, তাদের সঙ্গে স্থানীয় দলের বিরোধ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এই বিরোধের আবহাওয়া আরও তপ্ত হয়ে উঠে যখন তিস্তা-তীরে অবস্থিত মেখলিগঞ্জের একটি সভায় কোচবিহারের মহারাজ জগোদ্দীপেন্দুনারায়ণ রায়ের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী সতীশচন্দ্র সিংহ তাঁর বক্তৃতায় প্রকাশ্যে 'ভাটিয়া'দের কোচবিহার থেকে তাড়ানোর হুমকি দেন।

কোচবিহারের বাইরে থেকে যেসব বাঙালি, বিশেষ করে কলকাতা ও অন্যান্য জেলা থেকে যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য বা কর্মসূত্রে বাস করতেন, তাঁরা সবাই স্থানীয় দলের চোখে ছিল 'ভাটিয়া' বা 'বহিরাগত' বলে গণ্য হতেন।

সাধারণ কোচবিহারবাসীদের তুলনায় তাঁরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন, ইংরেজ তোষণকারী 'হিতসাধনী সভা' নামে রাজার দল আসলে ভারতীয় জাতীয় রাজনীতি ও স্বাধীনতার পরিপন্থী একটি রক্ষণশীল দল। সারা ভারতবর্ষের মানুষ যখন 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন এরা ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে আলাদা রাজ্যের পরিকল্পনা করে গিয়েছে। কবিগুরুর 'জনগণমন অধিনায়ক গান যখন স্বাধীন ভারতের 'জাতীয় সংগীত' হিসেবে জনমানসে উথালপাথাল ঢেউয়ের সৃষ্টি করেছে, তখন এরা আলাদা গান রচনা করে আলাদা আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে।

এদের গানটি ছিল সুজল সুফল শস্যশ্যামল বাংলাদেশের কণ্ঠহার। ধন্য মোদের জন্মভূমি স্বর্ণভূমি কোচবিহার। তোসাঁ ধল্লা গঙ্গাধর রায়ডাক আর কালজানি, পঞ্চনদীর পুণ্যধারায় সিক্ত শ্যামল বুকখানি। শস্যে-জলে-পুষ্পে-ফলে হাস্যময়ী মা আমার।

অন্যদিকে, কোচবিহারকে বৃহৎ বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গভূমি বলে যাঁরা মনে করতেন, তাঁরা নিশ্চিত হয়ে যান যে, স্বাধীনতার পর কলকাতার সঙ্গে যুক্ত না থাকার সম্ভাবনাময় বিভিন্ন পথ খোলা রাখার জন্য 'হিতসাধনী সভা'র আন্দোলনকে যেভাবেই হোক রুখে দিতে হবে। কলকাতার শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী মহলও পাল্টা আন্দোলনের মাধ্যমে কোচ বিহারের আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার উপর জোর দেন। ১৯৪৭ সালের ৫ মে, কোচবিহার শহরের লাইন মাঠে বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং সেখানে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে 'কোচবিহারী স্বদেশ প্রেম'-এর বন্যা বইয়ে দেন সতীশচন্দ্র সিংহরায় সরকার, ধরণীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ 'হিতসাধনী সভা'র নেতারা।

সেদিনের বক্তৃতা-মঞ্চে লোক গীতি সম্রাট আব্বাসউদ্দিনের একটি গান ছিল উল্লেখযোগ্য। সেখানে আঞ্চলিক কথায় ও সুরে ওই গান সাময়িকভাবে (ক্রমশ)

সাহিত্যিক পরিমল রায়ের অকাল মৃত্যুতে বাংলার বহু ক্ষতি হয়

রমেন রায়

পরিমল রায়ের অকালমৃত্যুতে কেউ সখা, কেউ গুরু কেউ সহকর্মী, কেউ প্রতিবেশী এবং দিল্লি শহর একটি উৎকৃষ্ট নাগরিক থেকে বঞ্চিত হল। মৃত্যুকালে পরিমল রায় নিউইয়র্কে ছিলেন কিন্তু এ আশা সকলেই মনে মনে পোষণ করতেন যে, আমেরিকায় বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি আবার দিল্লিতেই ফিরে আসবেন এবং তাঁর বন্ধুবান্ধব, তাঁর শিষ্যমণ্ডলী তথা বাংলা সাহিত্যামোদীজন তাঁর সে অভিজ্ঞতার ফল লাভ করতে সক্ষম হবেন। পরিমল রায় সত্যই নানা গুণের আধার ছিলেন।

একদা 'মৌলানা খাফী খান' আমাকে একটি ক্ষুদ্র বিতর্ক সভাতে নিয়ে যান। সে সভাতে পরিমল রায় ভারতবর্ষে কী প্রকারে কলকব্জা কারখানা ফ্যাক্টরি তৈরি করার জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরকম আলোচনা আমি জীবনে কমই শুনেছি।

পরিমল রায় জানতেন, তাঁর শ্রোতারা অর্থনীতি বাবদে এক-একটি আস্ত 'বিদ্যাসাগর'; তাই তিনি এমন সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় মূল বক্তব্যটি বলে গেলেন যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সে পাণ্ডিত্যকে অজ্ঞজনের সামনে নিতান্ত স্বতঃসিদ্ধ দৈনন্দিন সত্যরূপে প্রকাশ করার অলৌকিক পদ্ধতি দেখে আমি মুগ্ধ হলুম। তাঁর ভাষণ শেষ হলে আমি দু একটি প্রশ্ন জিগ্যেস করলুম।

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বাঘা পণ্ডিতের মত খেঁকিয়ে উঠলেন না। অতিশয় সবিনয়ে তিনি আমার দ্বিধাগুলোকে এক লহমায় সরিয়ে দিলেন। আমার আর শ্রদ্ধার অন্ত রইল না। পণ্ডিতজনের বিনয় মূর্খের চিত্তজয় করতে সদাই সক্ষম। সেদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ চারি হয় নি। তার কয়েকদিন পরে আরেক সভাতে তাঁর সঙ্গে দেখা। শুধালেন, 'চিনতে পারছেন কি?' আমি বললুম, 'বিলক্ষণ।' আর সঙ্গে সঙ্গে গড় গড় করে তাঁর ভাষণের আটটি পয়েন্ট একটার পর একটা আউড়ে গেলুম। এ আমার স্মৃতি শক্তির বাহাদুরি নয়। এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণ পরিমল রায়ের। পূর্বেই নিবেদন করেছি, পরিমল রায় তাঁর বক্তব্য এমন চমৎকার গুছিয়ে বলতে পারতেন যে, একবার শুনলে সেটি ভুলে যাওয়ার উপায় ছিল না। আজ যে বিশেষ করে পরিমল রায়ের শিষ্যেরাই সবচেয়ে বেশি শোকাতুর হয়েছেন, সেটা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

কিন্তু এসব কথা থাক। অর্থনীতিতে পরিমল রায়ের পাণ্ডিত্য যাচাই করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই। নিছক সাহিত্যিকের চেয়ে যাঁরা আর পাঁচটা কাজে জড়িত থেকেও সাহিত্যচর্চা করেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি বড়ই

উল্লসিত হই। পেটের ধান্দার একটা হেস্তনেস্ত কোনওগতিকে করে নেওয়ার পর যে লোক তখনও বাণীকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি পেশাদারী সাহিত্যসেবীর চেয়েও শ্রদ্ধার পাত্র। পরিমল রায়ের কর্তব্যবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল বলে তাঁর বেশি সময় কাটত অধ্যাপন-অধ্যয়নে। তার পর যেটুকু সময় বাঁচত তাই দিয়ে তিনি বাণীর সেবা করতেন। এবং সকলেই জানেন সাহিত্যিকদের দুটি মহৎ গুণ তাঁর ছিল। তাঁর পঞ্চেন্দ্রীয় রসের সন্ধানে অহরহ সচেতন থাকত এবং তিনি সে রস বড় প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরে দিতে পারতেন। পরিমল রায়ের চোখে পড়ত দুনিয়ার যত সব উদ্ভট ঘটনা, আর সেসব উদ্ভট ঘটনাকে অতিশয় সাদামাটা পদ্ধতিতে বর্ণনা করার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি পরিশ্রম করে আয়ত্ত করেছিলেন।

এদেশের লোকের একটা অদ্ভুত ভুল ধারণা আছে যে, রসিক লোক ভাঁড়ের শামিল। এ ভুল ধারণা ভাঙাবার জন্যই যেন পরিমল রায় বাংলা দেশে জন্ম নিয়েছিলেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং লতার সম্পর্ক ভাই বোনের

সুমন গুপ্ত

খুব প্রিয় ছিল বাংলার শাড়ি, মিষ্টি, মানুষ আর গান। ৩৪ বছর আগের কথা। ১লা বৈশাখ উপলক্ষে কলকাতা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটা বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে আমি সাংবাদিক হিসাবে ভি আই পি জোনের মধ্যে ছিলাম। মূল আকর্ষণ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর তথা কলকাতা ও বোম্বের সিনেমা এবং গানের জগতের রথী-মহারথীরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সস্ত্রীক জ্যোতি বসু।

ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছিল। মূলমঞ্চের সামনে সোফায় বসে ছিলেন লতা মঙ্গেশকর। তাঁর একটু তফাতেই বসে ছিলেন জ্যোতি বসু। মঞ্চে তখন গান গাইতে উঠেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কয়েকটা গান গাওয়ার পর তিনি 'রানার ছুটেছে রানার' ধরলেন। লক্ষ করলাম, হেমন্তবাবুর গানের তালে তালে মাটিতে পা ঠুকছেন লতাজি এবং মাথাটাও দুলছে। গানটা যে তিনি উপভোগ করছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গান শেষ হতেই লতাজি তাঁর শ্রদ্ধার মানুষটির উদ্দেশ্যে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। একদম দাদা বোনের সম্পর্ক ছিল। তারপর সেই দেখে লতার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন জ্যোতিবাবু। হয়তো উনিও সেই জিনিসটা লক্ষ করে ছিলেন। এবার হেমন্তবাবু আর

লতা গাইবেন। তা হেমন্তবাবু নিচে নেমে আসার আগেই, লতাজি চটপট মঞ্চে উঠে গেলেন। সল্টলেক স্টেডিয়াম তখন দর্শকের করতালিতে ফেটে পড়ছে। হেমন্তবাবু দর্শকদের উদ্দেশ্যে লতাজিকে দেখিয়ে বললেন , লতা (Lata Mangeshkar) আমার ছোট বোন। এবার ও গাইবে। আপনারা ওঁর গান শুনুন। হেমন্ত বাবুর পা ছুঁয়ে লতা আবেগমন্দ্রিত গলায় বললেন, দাদা আপ হামে আশীর্বাদ কিজিয়ে। ম্যায় ঠিকসে গা শকু।

লতাজি হেমন্তবাবু সম্পর্কে বলেছিলেন -তিনি শুধু গায়ক হিসেবে নন, মানুষ হিসেবেও অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও হেমন্তদা অনেক সাহায্য করেছিলেন অভিভাবকের মতো। তাঁর সাথে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল।

লতাজির রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার পেছনেও হেমন্তবাবুর উৎসাহ ছিল। রবীন্দ্রনাথের গান ঠিকভাবে গাইতে পারবেন কী না, সেবিষয়ে লতাজির ভয় ছিল। 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা ', 'তুমি রবে নীরবে', এরকম বেশ কিছু গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও লতা মঙ্গেশকরের আমরা শুনেছি। আমাদের ভালো লেগেছে। আমাদের সম্পদ হয়ে আছে। লতাজি আরও বলেছিলেন, আমার সেরা দশটা হিন্দি গানের মধ্যে হেমন্তদার 'বিশ সাল বাদ' ছবির 'কাহি দীপ জ্বলে কাহি দিল' গানটি অন্যতম।

বাংলার তাঁতের শাড়ি, মিষ্টি, এখানকার শ্রোতা লতাজির খুব পছন্দের ছিল। হেমন্ত তাঁর জন্য তাঁতের শাড়ি আনতেন। তাঁতের শাড়ি পরতেন। একসময় তাঁর লম্বা চুল ছিল, তিনি দুদিকে বেণী বাধঁতেন। হেমন্তদা তাঁকে দেখে বলতেন, লতাজিকে আদ্যোদ্যপান্ত বাঙালি মেয়ে লাগছে।

লতা বলতেন, আমি সবাইকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করি না। হেমন্তদাকে প্রণাম করতে ভালো লাগে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, লতাজি আর হেমন্তবাবু মধ্যে কতটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল! সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাসগুপ্তদেরপ্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সঙ্গীত, শিক্ষা, শিল্পের পীঠস্থান হিসেবে বাংলার প্রতি তাঁর অগাধ টান ছিল।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও লতা মঙ্গেশকরের অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক ছিল। মাঝেমাঝেই দুজনের ফোনে কথা হতো। মাসকয়েক আগেও কথা হয়েছে। মাঝখানে সন্ধ্যাদি একটি খবরের কাগজে লতাজিকে নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। সেটা আবার লতাজি বোম্বেতে কোনওভাবে পড়েছিলেন। পড়ে ফোন করেছিলেন। বলেছিলেন, সন্ধ্যা তুম মেরে বারেমে ইতনা আচ্ছা কুছ লিখা, মেরে আঁখো মে আঁশু আগেয়া। দুজনে বন্ধু ছিলেন। লতাজি কথায় কথায় বলেও ছিলেন , শরীর ভালো থাকে না। পা ভারী হয়ে গেছে। আর বাইরে বেরোন না। বাড়ির কাজের লোকটিই আমার দেখাশুনা করে। ঠাকুরঘরে বা নিজের ঘরেই বসে থাকি।

লতাজি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন। ওঁর গলায় স্বামী বিবেকানন্দের লকেট থাকতো সবসময়। ওঁর ঠাকুর ঘরে রামকৃষ্ণ-সারদা, বিবেকানন্দের ছবি আছে। তিনি তো গণেশরও ভক্ত ছিলেন। গনেশ চতুর্থীতে পুজো করতেন।

মাঝে মাঝে লতাজি কলকাতায় যখন আসতেন, তখন তিনি উঠতেন হেমন্তবাবুর বাড়িতে। হেমন্তবাবুর মায়ের সাথে লতাজির অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক ছিল। হেমন্তবাবুর মা মারাঠি রান্না জানতেন না বলে লতাকে একটা স্টোভ দিয়েছিলেন। হেমন্তবাবু যখন পরিবার নিয়ে ভবানীপুরে থাকতেন তখন স্ত্রী বেলা মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে লতা মঙ্গেশকরকে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ দর্শন করেছেন। শান্তিনিকেতন ও লতাজি ওঁদের সঙ্গেই গিয়েছিলেন।

ষাট-সত্তরের লতাজি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ঢাকুরিয়ার বাড়িতেও থাকতেন। সন্ধ্যাদি একদিন বোম্বের এভারগ্রিন হোটেলে উঠেছেন। সেখানে শচীন দেববর্মন, রাহুল দেববর্মন ছিলেন। লতাজি সেখানে সন্ধ্যাদির সাথে দেখা করতে আসতেন। সন্ধ্যাদির মা সেই হোটেলে রান্না করেছেন, লতাজি খেয়েছেন। লতাজি কখনও টক খেতেন না গানের জন্য।

লতাজির সঙ্গে আরতি মুখোপাধ্যায়েরও খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি আরতিকে বেবি বলে ডাকতেন। মান্না দে কোন এক স্টুডিওতে রেকর্ডিং সময় নিয়ে গিয়ে লতাজির সাথে আলাপ করিয়ে দেন। আরতিকে খুবই স্নেহ করতেন। যখন আরতিদির 'গীত গাতা চল' সুপারহিট তখন লতাজি আরতি দিকে খুব উৎসাহ দিতেন।

সরস্বতীর আশিসধন্য হয়েও পারিবারিক জীবনে প্রচুর কষ্ট পেয়েছেন। বারো বছর বয়সে গান শুরু করলেন। বাবা দীননাথ মঙ্গেশকরের কাছেই সংগীতের হাতেখড়ি। এরপর হঠাৎ করে দীননাথ মঙ্গেশকরের মৃত্যু হয় এবং দারুন অভাবের মধ্যে পরতে হয়। তখন পুরো পরিবারটাকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। দুটো মাত্র শাড়ি ছিল। একটা শাড়ি পরে বেরোতেন। রাতে ফিরে সেই শাড়িটাই ধুয়ে, বাসি শাড়িটা ছেড়ে পরেরদিন আবার পরে বেরোতেন।

পরবর্তীকালে সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি সবই পেয়েছেন। ভারতরত্ন পেয়েছেন, তাঁকে সুরসম্রাজ্ঞী বলা হয়েছে। আসলে তিনি গানের মাধ্যমে ভারতবাসীকে একসুতোয় বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁর গলায় 'এয় মেরে বতন কে লোগো' শুনে জওহরলাল নেহরুর চোখে জল চলে এসেছিল।

'বিপ্লব চারিদিকে বিপ্লব আজ, আমি যাই দিনপঞ্জিকা লিখে, বিপ্লব চারিদিকে বিপ্লব আজ।' বিপ্লবী মন নিয়ে সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করেছিলেন বাংলার সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। সারা জীবন ধরে তিনি খেটে খাওয়া মানুষদের হয়ে গান গেয়েছেন। তিনি গণতান্ত্রিক শিল্পী কলাকুশলী সংসদের সদস্য ছিলেন। কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত 'কল্লোল' গোষ্ঠী যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পথকে পরিহার করে বিপ্লবী চেতনা নিয়ে কবিতা গল্প রচনা করতে ব্যস্ত হলেন তখন থেকেই সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। রাশিয়ার বিপ্লব বাংলার সংস্কৃতিকে বেশি করে গ্রাস করে নিয়েছিল। তার ফলে রবীন্দ্র পরবর্তী কবি সাহিত্যিকেরা সবাই রুশ বিপ্লবকে সমনে রেখে শ্রমজীবীদের পক্ষে সাওয়াল করতে শুরু করলেন। কবিগুরুও করেছিলেন তাঁর রচিত 'দুই বিঘা জমিতে'। কিন্তু কবিগুরুকে অভিজাত সম্প্রদায় কবি হিসাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বাংলার কবিরা একেবারে উল্টো পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো।

ক্ষীরগ্রামের দেবী

শঙ্করলাল কর্মকার

শক্তিপীঠের নামঞ্জ যোগাদ্যা / ক্ষীরগ্রাম শক্তিপীঠ। দেহের অংশঞ্জ দেবীর ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। স্থানঞ্জ ক্ষীরগ্রাম, মঙ্গলকোট, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। নামের কারণ ঃ ক্ষীরদিঘির নাম থেকে গ্রামের নাম ক্ষীরগ্রাম, আর দেবীর নাম যুগাদ্যা - মানে যিনি যুগের আদি। এখানে দেবী সতীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল পড়েছিল বলে অঙ্গের নাম থেকেই পীঠের মাহাত্ম্য। ভৈরবের নাম ক্ষীরখণ্ডক / ক্ষীরকন্টক - তিনিও ক্ষীরদিঘির পাহারাদার। অন্নদামঙ্গলে আছে - ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব। যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব। পৌরাণিক কাহিনী ঃ দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে মহাদেব উন্মত্ত হয়ে সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব শুরু করেন। সৃষ্টি রক্ষায় বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে দেহ ৫১ খন্ড করেন। তার মধ্যে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পড়ে এই ক্ষীরগ্রামে। পায়ের আঙুল হলো গতি ও স্থিতির প্রতীক - তাই এখানে মানত করলে জীবনে স্থিরতা আসে বলে বিশ্বাস। এই পীঠের মাহাত্ম্য ও অলৌকিক কাহিনী ঃ জলের নিচে মা ঃ আসল প্রাচীন কালো কষ্টিপাথরের দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি বছরের ৩৫৯ দিন ক্ষীরদিঘির জলের নিচে থাকে। শুধু বৈশাখ সংক্রান্তির আগে তোলা হয়। ৩ বছর আগে দিঘি সংস্কারের সময় হারিয়ে যাওয়া আদি মূর্তিটিও নতুন মূর্তির সঙ্গেই উঠে আসে - এটাই সবচেয়ে বড় অলৌকিক। ধ নরবলি বন্ধঞ্জ কথিত আছে হরিদত্ত রাজার আমলে এখানে প্রতি পরিবার থেকে একজন করে নরবলি দিতে হতো। এক ব্রাহ্মণের পালা পড়লে দেবী স্বপ্নাদেশে নরবলি বন্ধ করে মহিষবলি চালু করেন। তাই মা এখানে জগৎযামিনী। ক্ষীরদিঘি শুকায় নাঞ্জ এই দিঘির জল কখনও শুকায় না। বলা হয় মা নিজে ক্ষীরের মতো এই জলে ভাসেন, তাই নাম ক্ষীরগ্রাম। কি প্রসাদ / ভোগ দেওয়া হয় ঃ এই পীঠের ভোগ একদম আলাদা - নিত্যসেবায় আমিষ।

৪০০ বছরের রহস্যে মোড়া জঙ্গিপুরের ঘোষাল বাড়ির পুজো

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ নবাবের জেলা বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে হাজারদুয়ারি, মতিঝিল, কাঠগোলা বাগানের মন্দিরের ছবি। কিন্তু এই নবাবী জৌলুসের আড়ালেই

মুর্শিদাবাদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে বাঙালির সাবেকিয়ানা, পরম্পরা আর ঐতিহ্য। আর সেই ঐতিহ্যেরই সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন হল জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো। সার্বজনীন পুজোর থিমের চমকের মধ্যে এখানে জাঁকজমক বা বিশাল আড়ম্বরের আতিশয্য না থাকলেও , আছে সাবেকি আনা, আচার-নিষ্ঠা এবং এক অলৌকিক বিশ্বাস। এরকমই এক আড়ম্বর বর্জিত কিন্তু ইতিহাসে মোড়া সাবেকি পুজো হল জঙ্গিপুরের সাহেব বাজারের ঘোষাল বাড়ির দুর্গাপুজো। পরিবার সূত্রে জানা যায়, আজ থেকে প্রায় ৪০০ -৪৫০ বছর আগে এই পুজোর সূচনা হয়। কথিত আছে, গয়ামনি গোস্বামী নামে পরিবারের এক সদস্য স্বপ্নাদেশে ঘাটের ধারে মা দুর্গাকে দেখতে পান। দেবীর নির্দেশেই শুরু হয় সেই ঐতিহাসিক পুজো। প্রথমে এই পুজো গোস্বামী বাড়িতেই হত। পরবর্তীকালে পরিবারের এক শরিকের সূত্রে শ্বশুরবাড়ির তরফে এই পুজোর দায়িত্ব চলে আসে ঘোষাল পরিবারের হাতে। এরপর মহাদেব প্রসাদ ঘোষাল এই পুজোর প্রচলন শুরু করেন ঘোষাল বাড়িতে। বর্তমানে তাঁর পুত্র সুকুমার ঘোষালের ছেলে গৌতম ঘোষাল এবং তাঁর ভাইয়েরা বংশ পরম্পরায় এই পুজোর দায়িত্ব সামলে আসছেন। এই পুজোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল প্রজাপতির আগমন। পরিবারের সদস্যদের দাবি, পুজো শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই দেবীর থানের আশেপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতির আনাগোনা শুরু হয়। বিশেষ করে সন্ধিপুজোর সময় মায়ের থানে প্রজাপতি আসবেই। এর কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও খুঁজে পাননি পরিবারের সদস্যরা বা এলাকাবাসী। তাঁরা একে দেবীর মাহাত্ম্য বলেই মনে করেন। শুধু তাই নয়, ঘোষাল বাড়ির পুজোর আরেকটি অনন্য রীতি হল, এখানে মা দুর্গা থাকেন লোহার শিকলে বাঁধা অবস্থায়। এর পেছনেও রয়েছে এক জনশ্রুতি। কথিত আছে, পরিবারের কোনও এক সদস্য একবার রাতে দেবী দুর্গাকে নিজের থান থেকে নেমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন। তারপর থেকেই মা যাতে আর পুজোর সময় বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে না পারেন, সেই প্রাচীন রীতি মেনে আজও মাকে পেছন থেকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এই রীতি আজও নিষ্ঠা ভরে পালন করা হয়। ঘোষাল পরিবারের পুত্রবধূ রিম্পা ঘোষাল বলেন, প্রাচীন রীতি মেনে আজও আমরা পরিবারের সকলে মিলে একসঙ্গে মা দুর্গার আরাধনা করি। আমাদের পুজো অন্য বাড়ির থেকে অনেকটাই আলাদা। দুর্গা নবমীর ঠিক ১৫ দিন আগে যে নবমী, অর্থাৎ 'বোধ নবমী'তে আমাদের মায়ের বোধন হয়। সেদিন থেকেই আমাদের বাড়িতে গীতা পাঠ এবং পুজোর আয়োজন শুরু হয়ে যায়। আর সেদিন থেকে দশমীতে মায়ের নিরঞ্জনের আগে পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার গ্রহণ করি। তিনি আরও বলেন, আমাদের বাড়িতে বৈষ্ণব মতে পুজো হয়, তাই বলিদানের কোনও প্রথা এখানে নেই। পঞ্চমীর দিন আমাদের প্রতিমা থানে ওঠেন। তারপর সপ্তমীতে নবপত্রিকা পালকি করে আসে। সপ্তমীর দিন সাত রকমের ভাজা, পায়েস সহ মাকে সাত রকমের ভোগ অর্পণ করা হয়। অষ্টমীর দিন আট রকমের ভোগ দেওয়া হয়। সেই ভোগের মধ্যে পোলাও, ভাজা, কলাই ডালের খিচুড়ি থাকে। আর নবমীতে থাকে নয় রকমের ভোগের আয়োজন। সপ্তমী থেকে প্রতিদিন আমাদের বাড়িতে ১২ জন করে ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয়। সন্ধিপুজোর অলৌকিকতা প্রসঙ্গে রিম্পাদেবী বলেন, সন্ধিপুজোর সময় মায়ের থানে প্রজাপতি আসবেই। এর কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি আমরা খুঁজে পাইনি। শুধু বিশ্বাসের ওপর ভর করেই আমরা এখনও দেখে আসছি মায়ের থানে এই প্রজাপতির আগমন। আমরা মনে করি এই প্রজাপতির আগমন আমাদের জন্য শুভ বার্তা নিয়ে আসে। শুধু পুজোর রীতিতেই নয়, দশমীর নিরঞ্জনেও রয়েছে ঘোষাল বাড়ির বিশেষত্ব। প্রায় ২০০ জন ভক্ত মিলে মাকে কাঁধে করে নিরঞ্জনের জন্য নিয়ে যান। এই দৃশ্য দেখতে প্রতিবছর ভিড় জমান বহু মানুষ। নিরঞ্জনের পর সধবা মহিলারা জোড়া ইলিশে, সিঁদুর পরিয়ে এবং ধান দিয়ে পুজো করেন। তারপরই প্রায় কুড়ি দিনের নিরামিষ আহার ছেড়ে বাড়ির সদস্যরা আমিষ ভক্ষণ করেন। পরিবারের সদস্য গৌতম ঘোষাল বলেন, আগেকার দিনের মতো সেই আড়ম্বর হয়তো আর নেই, কিন্তু আমাদের ঘোষাল বাড়ির পুজো আজও জঙ্গিপুরবাসীর কাছে একটি দর্শনীয় পুজো হিসেবে খ্যাত। আমাদের মাতৃ মূর্তির কাছে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ আসেন ভক্তিভরে তাঁর আশীর্বাদ নিতে। বাড়ির সদস্যরা আমরা সবাই মিলে এই পুজোর আয়োজন করি। এমনকি আমাদের পরিবারের যে সমস্ত আত্মীয়রা বাইরে থাকেন, তাঁরাও পুজোর সময় চলে আসেন এখানে। সব মিলিয়ে জমজমাটভাবে পুজো কাটে আমাদের। থিমের চাকচিক্য থেকে দূরে, আজও এই সাবেকি পুজোই প্রমাণ করে, ভক্তি আর পরম্পরাই হল বাঙালির দুর্গাপুজোর আসল প্রাণ।

কংগ্রেস নেতার বাড়িতে ইডির তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালের সিএল জামবাদ এলাকায় বুধবার ভোরে এক ব্যবসায়ী তথা স্থানীয় কংগ্রেস নেতা দিলীপ তুরির বাড়িতে তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। একাধিক গাড়িতে তদন্তকারী আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছান। বাড়ির বাইরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দিলীপ তুরি ব্যবসার পাশাপাশি একটি সমাজসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। ইসিএলের বিভিন্ন কোলিয়ারি এবং খোলামুখ খনিতে অ্যাম্বুল্যান্স ও চার চাকার গাড়ি সরবরাহের টেন্ডারের সঙ্গেও তাঁর যোগ রয়েছে বলে জানা যায়। ঝাড়খণ্ড থেকে অ্যাম্বুল্যান্স এনে ইসিএলের বিভিন্ন এলাকায় টেন্ডারের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়ার কাজেও তিনি যুক্ত ছিলেন বলে সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বুধবার ভোরে ইডির আধিকারিকরা দিলীপ তুরির বাড়িতে পৌঁছনোর পর তল্লাশি শুরু হয়। অভিযানকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

E- AUCTION NOTICE

E- Auction forms are invited from interested buyers for disposal, strictly on "As Is Where Is" basis, on **'Per Metric Ton Basis'**, for damaged salvage **"Water Affected Tin Sheet"** belonging **Emami Agrotech Limited,**
Locations :- M/s Emami Agrotech Limited, Haldia Works, J.L. No-149, HPL UNK Road, Debhog, Haldia, East Midnapore-721657, East Midnapore,West Bengal Pin - 721657.
Last date for inspection & EMD Deposit – 07/10/2026. E-Auction to be held on 08/10/2026. For E-Auction forms
Contact: Mr. Shobhit Chandra at Mob: - +91-7007759316 of
Prosal Auctions Private Limited (Auctioneer) For More Details: www.prosal.in

NI(e)T

B.D.O. Baghmundi, Purulia Invites e-Tender for 20 nos. works. For details Visit **www.tenders.wb.gov.in** Ref. **Tender ID: - 2026_DM_5075126_1 to 20**
Sd/-
B.D.O., Baghmundi
Memo no- 39/ADV/ICA/PURU dt.30/09/2026

OFFICE OF THE BLOCK DEV. OFFICER & PROGRAMME OFFICER
Joypur Dev. Block, Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: WB/PUR/JDB/PO/ VB-G RAM G/NIQ-3(e)/2026-27

E-Quotation are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents **upto 02.00 PM of 09/10/2026** for 7 nos. of GP under VB-G RAM G 2026-27.
For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **http://tenders.wb.gov.in** in any working dav before the Last date for submission of bid documents.
Sd/- Block Development officer &
Programme Officer (VB-G RAM G)
Joypur Development Block

লামডিং মণ্ডলে সহযোগী এসএণ্ডটি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএনটি-৩৩-এলএমজি-২০২৬-২৭ তারিখঃ ২৮-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেণ্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নাম এবং স্থানঃ** লামডিং মণ্ডলের নিউ গুয়াহাটি ষ্টেশনে লোডিং/আনলোডিং কাজের নিরীক্ষণ করার জন্যে গুডস য়ার্ডে সিসিটিভির ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত সহযোগী এসএণ্ডটি কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭১,৬৮,৬১১.১১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৪৩,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৩-১০-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনি. সিডিও, সাঁতরাগাছি দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে খড়গপুর ডিভিসন, নিচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে একটি ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। যোগ্য দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা নিচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী শুধুমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অনলাইন-এ আবেদন করেন। কোনো অফলাইন দরপত্র গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত তথ্যের জন্য 'ডকুমেন্ট' বিভাগে আপলোড করা টেন্ডার সংক্রান্ত নথিটি অনুগ্রহ করে পড়ে দেখুন। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সি-এসআরসি-এফই-ডিটি-৩০০৯২৬। কাজের নাম ঃ** "সাঁতরাগাছি থেকে পদ্মপুকুর কোচিং ডিপোর ট্রেনগুলিতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ"-এর কাজ, ৩ বছরের জন্য। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৯,৪১,৮৯৮.৯৫ টাকা (জিএসটি সহ)। **বায়নারাশি জমা ঃ** ১,৩৮,৮০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখঃ** ২৩.১০.২০২৬, ১১.৩০ ঘঃ। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ৫,০০০/- টাকা। (PR-828)

এয়ার কন্ডিশন-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **EL/29/ 62_2026/K/1052**, তারিখঃ **23-09-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** 62_2026; **কাজের নামঃ** যাত্রী-সুবিধার অংশ হিসেবে কাটিহার ডিভিশনের স্টেশনগুলির কার্যালয়ে এয়ার কন্ডিশন-এর ব্যবস্থা। (পার্ট-II)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২৪,৩৫,৬০৮/- টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৪৮,৭০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অরিত্র মান্না পিতা - পতিত পাবন মান্না, সাং-রুদ্রপুর, থানা-ডোমজুড়, জেলা-হাওড়া, বিভাবতী মান্না, তপচী মন্ডল, কাদম্বিনী মাল, কৃষ্ণা মাজী ইহাদের সকলের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার পতিত পাবন মান্না এর নিকট হইতে ADSR ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 40-0326/19 নম্বর আমমোক্তার দলিল দ্বারা জেলা- হাওড়া, থানা- ডোমজুড়, মৌজা-বাইগাছি, জে.এল- ১২ নং ভুক্ত হাল এল.আর. ১৫০৮ নং খতিয়ানে হাল ৫৪১ নং দাগে ১৪ শতক ও হাল এল. আর ১৫০৯ নং খতিয়ানে হাল ৫৩৭ নং দাগে ২০ শতক সম্পত্তি ADSR ডোমজুড় রেজিস্ট্রিকৃত 40- 3909/26 নং দলিল বলে ক্রয় করিয়া নামপত্তনের জন্য আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাদের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে BL&LRO ডোমজুড় অফিসের নিকট আপিল করিতে পারেন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং. ২২৪_২০২৬-২৭ তারিখঃ ২৫.০৯.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১। কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/ এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ-[সিনি.ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিক্ষেত্রে]। **এনআইটি নং. ২২৪_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** লিলুয়া ওয়ার্কশপে ডব্লিউএস-১ এর জন্য এবং বেসি-তে ডব্লিউএস-২ এর জন্য গ্যাং হাট নির্মাণ এবং লিলুয়া ওয়ার্কশপে ডব্লিউএস-১ এর জন্য এবং বেসি-তে ডব্লিউএস-২ এর জন্য মহিলাদের পোশাক পরিবর্তনের কক্ষ নির্মাণ। **আনুমানিক খরচঃ** ₹ ৫৩,৬৯,২৪৯.১৭; **বায়না অর্থ (টাকা)ঃ** ₹ ১,০৭,৪০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ০৬ (ছয়) মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনটি টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ১৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইটঃ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি-এর অর্থ প্রদান** - বায়না টাকা জমার অর্থপ্রদান [ইএমডি] এবং টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল্য [টিডিসি] ই.টেন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নেট ব্যাংকিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-360/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/XIII/115/90/25-26 (2nd Call)
Name of work : **Maint. of C.C. pavements by providing C. Conc. works at different places in Ward No. 115**; Work Value : ₹ **2,44,208.93**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **09.10.2026 (11 am)**; Tender will be opened on : **12.10.2026 (11 am)**; The bid forms and other details are available on and from **01.10.2026 (From 5 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for the following works :
(1) NIT No. : X/089/015/2026-2027
Name of work : **Painting on median strips from iron road railing from Tollygunge Railway Bridge to Uttam Kumar Statue along D.P.S. Road in Ward No. 089, Br.-X**; Estimated Value : ₹ **2,55,390.62 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,300.00**.
(2) NIT No. : X/089/016/2026-2027
Name of work : **Painting on median strips from iron road railing from Tollygunge Railway Bridge to Uttam Kumar Statue along D.P.S. Road in Ward No. 089, Br.-X**; Estimated Value : ₹ **2,60,042.64 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,300.00**; Time of completion : **30 Days (For Sl. No. 1 & 2)**.
(3) NIT No. : X/091/11/26-27
Name of work : **Maintenance of IPS passage near 6, 12 Beachu Doctor Lane and surrounding area in Ward No. 091, Br.-X**; Estimated Value : ₹ **1,72,763.35 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.
(4) NIT No. : X/091/12/26-27
Name of work : **Maintenance of Uttaran sanitary latrine near 1/1 Bose Pukur Road, 28 Baikuntha Ghosh Road and surrounding area in Ward No. 091, Br.-X**; Estimated Value : ₹ **2,50,254.00 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,100.00**.
(5) NIT No. : X/091/13/26-27
Name of work : **Repair of road damaged road surface near Kalibari, 87 Bose Pukur Road and Kamala Park disturbed by Water Supply Depat. in Ward No. 091, Br.-X**; Estimated Value : ₹ **2,90,908.56 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Time of completion : **45 Days (For Sl. No. 3 to 5)**.
(6) NIT No. : X/089/014/2026-2027
Name of work : **Maintenance of IPS passages near premises Nos. 113, 115, 127 D.P.S. Road (Bhisti Para) etc. (Uttaran) in Ward No. 089, Br.-X**; Estimated Value : ₹ **1,48,671.12 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Time of completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **09.10.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6)**; Date and time of opening of bid : **12.10.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **01.10.2026 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 to 6)**; The website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 to 6)**.

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/009/2026-2027/R
Name of the work : **Repairing & maintenance of surface drain, S/W Line catchpit, Manhole with allied works at Dewanbagan, Mudialy Road, Shimpukur Lane etc. in Ward No. 136, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **2,74,774.67 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Period of completion : **120 Days**.
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/013/2026-2027/R
Name of the work : **Maintenance of drainage system near holding No. R-140, R-27, S-157, R-117 etc. and at various location in Ward No. 137, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **2,88,069.29 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,800.00**.
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/014/2026-2027/R
Name of the work : **Maintenance of paver block passage near H/No. R-152/C, S-23, S-203, R-41, S-22, S-202 etc. and at different places in Ward No. 137, Br.-XV**; Estimated Cost : ₹ **2,88,440.86 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,800.00**; Period of completion : **90 Days (For Sl. No. 2 & 3)**; Last date and time of submission of bid : **12.10.2026 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3)**; Date of opening of tender : **14.10.2026 - 11 am (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **01.10.2026 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3)**. The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**. 556/26-27

নাদনঘাটে চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান, নষ্ট ৩২০ লিটার জাব

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ চোলাই মদের বিরুদ্ধে ফের বড়সড় অভিযান চালাল আবগারি দপ্তর ও পুলিশ। পূর্বস্থলীর নাদনঘাট থানার গোয়ালপাড়া, অর্জুনপুকুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩২০ লিটার চোলাই তৈরির জাব নষ্ট করা হয়েছে। উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় ২৫ লিটার চোলাই মদ এবং চোলাই তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম। আবগারি দপ্তর ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় চোলাই তৈরির বেশ কিছু ঠেকের হদিশ মেলে। সেখানে মাটির নীচে ও বিভিন্ন পাত্রে মজুত করে রাখা চোলাই তৈরির জাব নষ্ট করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি চোলাই মদ এবং তৈরির কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে অভিযানকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই চোলাই তৈরির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। ফলে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। চোলাই তৈরি ও বিক্রির বিরুদ্ধে নাদনঘাটের বিভিন্ন এলাকা এর আগেও একাধিকবার অভিযান চালিয়েছে পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বেআইনি চোলাই তৈরি ও বিক্রির বিরুদ্ধে আগামী দিনেও ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালানো হবে। এলাকায় নজরদারিও আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

গবাদি পশু পাচারের চেষ্টা বানচাল, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে গবাদি পশু পাচারের এক বড়সড় চেষ্টা বানচাল করল বলরামপুর থানার পুলিশ। পুরুলিয়ার বলরামপুর থানার অন্তর্গত মালডি এলাকা থেকে একটি গরু ও একটি বাছুর উদ্ধার করার পাশাপাশি একটি টোটো আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবর আসে যে একটি টোটোতে চাপিয়ে অবৈধভাবে গবাদি পশু পাচার করা হচ্ছে। খবর পাওয়া মাত্রই বলরামপুর থানার পুলিশ মালডি এলাকায় অতর্কিত অভিযান চালায়। সেখানে টোটোটিকে থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই দেখা যায়, তাতে একটি গরু ও একটি বাছুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ চালকালীন গবাদি পশু পরিবহণ সংক্রান্ত কোনো বৈধ নথি বা কাগজপত্র দেখাতে পারেনি অভিযুক্তরা। এরপরেই পুলিশ পশু দুটি উদ্ধার করে টোটোটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ২জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের এদিন পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই গবাদি পশু পাচার চক্রের পেছনে স্থানীয় বা আন্ত জেলা কোনো বড় চক্রের হাত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বলরামপুর থানার পুলিশ তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রেখেছে।

দৈনন্দিন যাতায়াত আরও সুবিধাজনক করতে এসি ইএমইউ পরিষেবার জন্য আরও স্টপেজ (স্থায়ী ও অতিরিক্ত)

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ দৈনিক যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং পরিষেবা আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে, শিয়ালদহ ডিভিশন ১ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে নির্বাচিত কিছু এসি ইএমইউ লোকাল ট্রেনের জন্য স্থায়ী ও অতিরিক্ত স্টপেজ বা যাত্রাবিরতির ব্যবস্থা চালু করেছে। ট্রেন নং ৩৩৭৬২ রানাঘাট-বনগাঁ-শিয়ালদহ ডাউন এসি ইএমইউ লোকাল ট্রেনটি শিয়ালদহে সকাল ৯টা৩৮-এ পৌঁছানোর আগে গোপালনগর (সকাল ৭.৩৪ / ৭.৩৫) এবং বামনগাছি (সকাল ৮.৪৩ / ৮.৪৪)-তে স্থায়ীভাবে থামবে। আপ বা বিপরীত অভিমুখে, ট্রেন নং ৩৩৭৬১ শিয়ালদহ-বনগাঁ-রানাঘাট এসি ইএমইউ লোকাল ট্রেনটি সন্ধ্যা ৬.১৪-য় শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে এবং বামনগাছি (সন্ধ্যা ৭.০২ (৭.০৩) ও গোপালনগর (রাত ৮.১৯ / ৮.২০)-এ থামার পর রাত ৮.৪৩-এ রানাঘাটে পৌঁছাবে। ইতিমধ্যে, রানাঘাট-শিয়ালদহ এসি ইএমইউ পরিষেবার ক্ষেত্রে সিমুরালি, হালিশহর ও ইছাপুরে অতিরিক্ত যাত্রাবিরতির সময়সীমা পরীক্ষামূলকভাবে ২০২৬ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, ৩১৬৩৭ শিয়ালদহ-রানাঘাট এসি ইএমইউ লোকাল ট্রেনটি ইচ্ছাপুরে সন্ধ্যা ৭.৩২-এ, হালিশহরে সন্ধ্যা ৭.৫৪-এ এবং সিমুরালিতে রাত ৮.১২-য় থামবে। একইভাবে, ৩১৬৩৮ রানাঘাট-শিয়ালদহ এসি ইএমইউ লোকাল ট্রেনটি সিমুরালিতে সকাল ৮.৫৫-এ, হালিশহরে সকাল ৯.০২-এ এবং ইছাপুরে সকাল ৯.২৩-এ থামবে। এই প্রসঙ্গে শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা জানিয়েছেন যে, শহরতলি রুটে যাতায়াতকারী যাত্রীদের আরও সুবিধা প্রদান এবং নিত্যযাত্রীদের দৈনন্দিন যাতায়াতে এসি ইএমইউ পরিষেবা ব্যবহারের সুযোগ বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যেই এই অতিরিক্ত যাত্রাবিরতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই উদ্যোগের ফলে শিয়ালদহ, রানাঘাট, বনগাঁ এবং সংলগ্ন শহরতলির স্টেশনগুলোর মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা আরও সহজ ও সুবিধাজনক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাত্রা শুরুর আগে ট্রেনের সর্বশেষ সময়সূচি এবং স্টেশনের ঘোষণাগুলি দেখে নেওয়ার জন্য।

দেড় বছরের শিশুকে কুয়োতে ফেলে খুনের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পুরোনো শত্রুতার জেরে দেড় বছরের এক শিশুকে কুয়োতে ফেলে খুন করার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডি থানার চানো গ্রামে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ফুলচাঁদ প্রামাণিক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বাগমুণ্ডি থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে শিশুটির মা দেখতে পান তাঁর দেড় বছরের সন্তান সৌরভ প্রামাণিক বিছানায় নেই। শিশুটিকে কোথাও না পেয়ে আতঙ্কে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবেশীরাও চানো গ্রামে তল্লাশি চালানো শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির অদূরেই একটি কুয়োর জলে ওই শিশুর নিথর দেহ ভেসে উঠতে দেখেন তাঁরা। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছায় বাগমুণ্ডি থানার পুলিশ দল। কুয়ো থেকে শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এই ঘটনায় শিশুর পরিবারের তরফ থেকে প্রতিবেশী ফুলচাঁদ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে থানায় একটি লিখিত লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, ফুলচাঁদের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিবাদ চলছিল। সেই শত্রুতার জেরেই দেড় বছরের সৌরভকে কুয়োতে ফেলে খুন করা হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ফুলচাঁদ প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন অভিযুক্তকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে পুলিশি রিমান্ডের নির্দেশ দেন। এই নৃশংস ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনো কারণ বা ব্যক্তি জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে বাগমুণ্ডি থানার পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এনআইটি নং. ০২/২৬/৫০ তারিখঃ ২৮.০৯.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সারণী-এ: ক্রম নং., টেন্ডার নং., বিবরণ এবং ইএমডি যথাক্রমে: (১) ১২৪৩১০২৬; লেড অ্যাসিড সেল ... টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ ...

[illegible]

সারণী-বি ক্রম নং: টেন্ডার নং: সংক্ষিপ্ত বিবরণ; আনুমানিক টেন্ডারের মূল্য যথাক্রমে ... টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ... ইএমডি ... উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে টেন্ডার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ...

STORES-38/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

General Power of Attorne Notice

Smt Saraswati Singh W/O Sri Nand Kishore Singh do hereby appoint authorize and constitute attorney to Sri Nand Kishore Singh S/O Lt Meheswas Singh Notary in Howrah 11-01-1996 5 or 5/1 Kumar Para Road P.S - Liluah register the said holding 5 or 5/1 Kumar Para Road LR Dag- 2482, 2483, 2484, 2490, Mouza Liluah, after few Year 22/08/2024 (Deed No. 9281, Vol – 05-02-2024) Saraswati Singh Legal Heir. (1). Smt Shashi bala Singh W/O B.K Singh Daughter of Lt Nand Kishore Singh (2) Smt Biba Singh W/O Amrit Kumar (3). Smt Bindu Devi W/O Promat Kumar Singh (4). Smt Abna Kumar Singh W/O Arun Kumar Rai do heraby nomination constitute and appoint Shri Chandra Kant Singh S/O Lt Nand Kishore Singh, If there is any Objection Kindly Contuet to The BL&LRO Bally Jagacha Howrah Within 30 Days From Date Advertisement.

গণবিজ্ঞপ্তি
ফর্ম নং INC-26
[কোম্পানি (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ নম্বর বিধি অনুযায়ী]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট
পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল, (আঞ্চলিক পরিচালক)
কর্পোরেট ভবন, ষষ্ঠ তল, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF
রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০১৩৫
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)
এবং
কোম্পানি (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর দফা (ক)-এর বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে
এবং
ঋষভ মার্বেলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে, যাদের নিবন্ধিত কার্যালয় অবস্থিত-ব্লক-১০, ফ্ল্যাট নং ১-এ, ক্লাব টাউন কমপ্লেক্স, তেঘরিয়া, ভিআইপি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০ ০৫২-আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিটি 'কোম্পানি আইন, ২০১৩'-এর ১৩ নম্বর ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করছে। এই আবেদনের উদ্দেশ্য হলো-কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'রাজস্থান রাজ্য'-এ স্থানান্তরের লক্ষ্যে 'মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন' -এর সংশোধনের অনুমোদন লাভ করা উল্লেখ্য যে, এই সংশোধনের বিষয়টি ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির 'অসাধারণ সাধারণ সভা' -তে গৃহীত একটি বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছিল।
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে যদি কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখপূর্বক হলফনামা-সহ তাঁর আপত্তি লিখিতভাবে জমা দিতে পারেন অথবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন। এই আপত্তিপত্রটি পাঠাতে হবে 'রিজিওনাল ডিরেক্টর'-এর ঠিকানায়ঃ **কর্পোরেট ভবন, ষষ্ঠ তল, প্লট নং IIIF/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা-৭০০০১৩৫** এবং একই সাথে আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও (নিচে উল্লিখিত ঠিকানায়) এর একটি প্রতিলিপি পাঠাতে হবে।
ব্লক-১০, ফ্ল্যাট নং ১-এ, ক্লাব টাউন কমপ্লেক্স, তেঘরিয়া, ভিআইপি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০৫২
আবেদনকারীর পক্ষে ও হয়ে
ঋষভ মার্বেলস প্রাইভেট লিমিটেড
CIN: U51420WB1992PTC057189
সৌরভ গান্ধী (পরিচালক)
DIN: 09314954
তারিখঃ ৩০.০৯.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া পৌরনিগম -এর অধীনে ২০২৬ ও ২০২৭ সালের জন্য ১ থেকে ৫০ নম্বর ওয়ার্ডে ২৩৬ জন 'স্প্রে ম্যান' কর্মী সরবরাহের কাজের (প্রতি মাসে ২৬ দিন হিসেবে মোট ৩১২ দিন) জন্য উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং **https://www.wbtender.gov.in** ওয়েবসাইট বা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে জানা যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা হলো ০৬.১০.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
Tender Notice No: WB/HMC/TN/H-167/26-27 Date: 29/09/2026
Tender ID: 2026_MAD_1043577
৮১(৩) / ২৬-২৭
৩০।৯।২০২৬
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-19/2026-27 Vide Memo No-2642/Shy-II Dated-11.09.2026 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of tender submission **-01.10.2026 at 11.00 AM**
SD/-BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR -II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH,711312

ভারত সরকার,
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক,
ইন্সপেক্টর জেনারেলের কার্যালয়, বিএসএফ
সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার, অ্যাকশন এরিয়া-আইআইই,
নিউ টাউন, রাজারহাট কলকাতা-৭০০১৬১

বিএসএফ-এ ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ
স্পেশালিস্ট ডাক্তার এবং জেনারেল ডিউটি মেডিকেল অফিসার পদের জন্য
০৫.১০.২০২৬ থেকে ০৯.১০.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত
যোগ্য ও আগ্রহী পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীরা বিএসএফ কম্পোজিট হাসপাতাল বা বিএসএফ হাসপাতালগুলিতে চুক্তিভিত্তিক স্পেশালিস্ট ডাক্তার এবং জিডিএমও হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার জন্য এই সরাসরি সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে পারেন।

ক্রম. নং.	পদ	শূণ্যপদ	মাসিক পারিশ্রমিক	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	**বিশেষজ্ঞঃ** রেডিওলজিস্ট, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা, প্যাথলজিস্ট অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট, চক্ষু বিশেষজ্ঞ	০৮	৮৫,০০০/- টাকা	ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউয়ের তারিখে বয়স ৬৭ বছরের বেশি হওয়া যাবে না।	➩'ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৫৬'-এর প্রথম বা দ্বিতীয় তালিকা অথবা তৃতীয় তালিকার দ্বিতীয় অংশে (লাইসেন্সিয়েট যোগ্যতা ব্যতীত) অন্তর্ভুক্ত একটি স্বীকৃত চিকিৎসা বিষয়ক যোগ্যতা। তৃতীয় তালিকার দ্বিতীয় অংশে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অবশ্যই 'ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৫৬'-এর ১৩ নম্বর ধারার ৩ নম্বর উপ-ধারায় উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে। ➩'তালিকা-৬'-এর 'সেকশন-এ' বা 'সেকশন-বি'-তে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিডিপ্লোমা অথবা সমমানের যোগ্যতা। ➩সংশ্লিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ডিপ্লোমা বা সমমানের যোগ্যতা অর্জনের পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের জন্য ১.৫ (দেড়) বছর এবং ডিপ্লোমাধারীদের জন্য ২.৫ (আড়াই) বছরের অভিজ্ঞতা।
২.	সাধারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসা কর্মকর্তা (জিডিএমওএস)	৪২	৭৫,০০০/- টাকা		➩'ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৫৬'-এর প্রথম বা দ্বিতীয় তফসিল অথবা তৃতীয় তফসিলের দ্বিতীয় অংশে (লাইসেন্সিয়েট যোগ্যতা ব্যতীত) অন্তর্ভুক্ত একটি স্বীকৃত চিকিৎসা বিষয়ক যোগ্যতা। তৃতীয় তালিকার দ্বিতীয় অংশে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অবশ্যই 'ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৫৬'-এর ১৩ নম্বর ধারার ৩ নম্বর উপ-ধারায় উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে। ➩বাধ্যতামূলক রোটেটিং ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করা।

২. আগ্রহী প্রার্থীরা বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট http://rectt.bsf.gov.in অথবা www.bsf.gov.in ভিজিট করতে পারেন।
অজয় কুমার সিং
সিওএমডিটি (ইএসটিটি)
CBC 19110/11/0054/2627

নতুন বাঘ ছাড়ার প্রস্তুতি

বাঘ ছাড়ার আগে চার দিন বন্ধ বক্সা

বিশেষ প্রতিবেদক, আলিপুরদুয়ার, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ নতুন বাঘ ছাড়ার প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের জন্য চার দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল বক্সা টাইগার রিজার্ভ। বন দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বক্সা বনাঞ্চলে পর্যটনের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এই সময়ে জঙ্গল সাফারি, বনাঞ্চলের ভিতরে পর্যটকদের রাত্রিবাস এবং ডে-ভিজিট-সবই বন্ধ রাখা হবে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘ পুনর্বাসন বা ‘রিলোকেশন’ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় চলছে। সেই কারণেই পর্যটকদের প্রবেশ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে বক্সার জঙ্গলে একটি বাঘকে মুক্ত করা হবে। এই উপলক্ষে রাজ্যস্তরের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব, রাজ্যের বনমন্ত্রী-সহ বন দপ্তরের একাধিক আধিকারিক উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠানস্থলে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্যারেড গ্রাউন্ডে টেন্ট তৈরির কাজও চলছে। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের একটি দলও এদিন মাঠ পরিদর্শন করে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, ২ অক্টোবরের অনুষ্ঠানে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘ মুক্তির দৃশ্য সরাসরি ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হবে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের পূর্ব বিভাগের উপক্ষেত্র অধিকর্তা দেবাশিস শর্মা জানিয়েছেন, বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে একটি বাঘ এনে বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হবে। সেই প্রক্রিয়ার জন্যই আপাতত পর্যটন বন্ধ রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে একটি বাঘকে চেতনানাশক প্রয়োগ করে নিরাপদে কাবু করার পর তাকে বক্সায় নিয়ে আসা হবে। ইতিমধ্যেই বক্সা বনাঞ্চলে বাঘটির জন্য প্রায় দুই একর জমির উপর

একটি এনক্লোজার তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে বাঘটিকে ওই এনক্লোজারে রাখা হবে। পরে ২ অক্টোবর এনক্লোজারের গেট খুলে দিয়ে তাকে বক্সার জঙ্গলে মুক্ত করে দেওয়া হবে। তবে বাঘ আনার প্রক্রিয়ায় আবহাওয়া কিছুটা বাধা হয়ে দাঁ।়িয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে বৃষ্টি হওয়ায় বাঘটিকে চেতনানাশক প্রয়োগ করে কাবু করা সম্ভব হয়নি বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে আগামী দু’দিনের মধ্যে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে বন আধিকারিকদের আশা। এরপরই বাঘটিকে বক্সায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে একটি বাঘিনীকে বক্সা টাইগার রিজার্ভে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথম বাঘটি সফলভাবে বক্সার পরিবেশে ছাড়ার পর ধাপে ধাপে আরও বাঘ আনার পরিকল্পনা রয়েছে বন দপ্তরের। দীর্ঘদিন পর বক্সার জঙ্গলে বাঘের উপস্থিতি ফিরিয়ে আনতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে পর্যটকদের জন্য এই সাময়িক বন্ধের সময়সীমা নিয়েই এখন মূল প্রশ্ন। বন দপ্তরের ঘোষণা অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর-মোট চার দিন বক্সা টাইগার রিজার্ভে পর্যটন বন্ধ থাকবে। ফলে পুজোর মরসুম শুরুর ঠিক আগে চার দিনের জন্য বন্ধ থাকবে বক্সার পর্যটন। ৩ অক্টোবরের পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পর্যটন পরিষেবা ফের চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

যাত্রী পরিষেবা উন্নত ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিনি মার্টের জন্য চুক্তি প্রদান করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ স্টেশন পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং যাত্রীদের সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে পূর্ব রেল সন্ডালিয়া রেলওয়ে স্টেশনে একটি আধুনিক মিনি মার্টের উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১০ বছরের চুক্তি প্রদান করেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনা ও দূরদর্শী পরিকল্পনার অধীনে এই কৌশলগত উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল অব্যবহৃত রেলওয়ে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাত্রীদের জন্য পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল কেনাকাটার পরিবেশ তৈরি করা এবং একইসঙ্গে রেলের জন্য ধারাবাহিক নন-ফেয়ার রাজস্বের সংস্থান করা। নতুন মিনি মার্টটি ৫,০০০ বর্গফুট জায়গাজুড়ে গড়ে উঠবে এবং আগামী ২৮ জানুয়ারি, ২০২৭ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষেবা শুরু করবে। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনার নেতৃত্বে প্রকল্পটির চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর বার্ষিক চুক্তিমূল্য ₹৪,০৩,০০০- (জিএসটি বাদে) এবং ১০ বছরের চুক্তির মেয়াদে মোট চুক্তিমূল্য ₹৬৩,৮৯,৩০২-। রেলের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি, এই প্রকল্প স্থানীয় সম্প্রদায়ের আর্থিক ক্ষমতায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। খুচরো ব্যবসা পরিচালনা, নিরাপত্তা, হাউসকিপিং, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং লজিস্টিক্সের মতো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এই উদ্যোগের ফলে যাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা স্টেশন চত্বরের মধ্যেই একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুশৃঙ্খল ওয়ান-স্টপ রিটেল পরিষেবা পাবেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, যাত্রাপথে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী, প্যাকেটজাত খাবার বা পানীয় কেনার জন্য যাত্রীদের আর স্টেশন চত্বরের বাইরে যেতে হবে না। এর ফলে তাঁদের সময় সাশ্রয় হবে এবং যাত্রার অভিজ্ঞতা আরও আরামদায়ক ও সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, সন্ডালিয়া স্টেশনে এই উদ্যোগ যাত্রীদের আরও উন্নত পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি স্থানীয় উন্নয়ন এবং নন-ফেয়ার রাজস্বের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

বিজ্ঞপ্তি

আমি Kallege Seikh, S/O Rohim Seikh, গ্রাম পোথানাঃ ময়ূরেশ্বর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার সঠিক নাম Kallege Seikh, S/O Rohim Seikh. কিন্তু ভোটার আমার এবং বাবার নাম Kallage Seikh, S/O Rahim Seikh লেখা হয়েছে। বাবার আধার কার্ডে Rahim Sekh, S/O Momin Sekh লেখা আছে। ২৮.০৯.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৭১৩৯ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Kallege Seikh, S/O Rohim Seikh Kallage Seikh, S/O Rahim Seikh এবং আমার বাবা Rohim Seikh Rahim Seikh Rahim Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি Sajahan Sekh, S/O Md. Sadali, গ্রামঃ হাজীপুর, পোঃ বেগুনিয়া, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার সঠিক নাম Sajahan Sekh, S/O Md. Sadali. কিন্তু ভোটার কার্ডে Sajahan Sekh, S/O Sadaaali Sekh লিপিবদ্ধ রয়েছে। আবার আধার কার্ডে আমার নাম Sahajan Sekh, S/O Md. Sadali লিপিবদ্ধ রয়েছে। ৩১.০৭.২০২৬ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৪৮৮১ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Sajahan Sekh, S/O Sadaaali Sekh and Sahajan Sekh, S/O Md. Sadali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Vikash Kumar Burnwal S/o Dayanand Burnwal ঠিকানা Shanti Palace, Floor-7th, Flat-702, 33 Andul Road(Lower), Haora (M.Corp), PO: Danesh Sk. Lane, Dist: Howrah, Pin-711109, West Bengal নতুন EC পাইবার জন্য W.B.L.C.S.C. এ আবেদন করিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C, 1, Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

NAME CHANGE

I, Subho Das(old name) S/o-Mantu Das resident of Vill-Ganeshpur 3rd Gheri Uttar, P.O.+P.S.-Kakdwip, Dist-South 24 Parganas, Pin-743347 West Bengal, do here by declare that I have changed my name from Subho Das (old name) to Subha Das (New name) and henceforth I shall be known as Subha Das(New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, Dist.-South 24 Pgs. on 17/09/2026. Subho Das (old name) to Subha Das(new Name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, ALOK MANDAL(old name) S/o-Sri Debendra Mondal resident of Huda Bishnupur, P.O. Shimulia, P.S. Gopal Nagar, North 24 Parganas, PIN-743262 West Bengal, do here by declare that I have changed my name from ALOK MANDAL(old name) to ALOK MONDAL(New name) and henceforth I shall be known as ALOK MONDAL(New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 30/09/2026. ALOK MANDAL(old name) and ALOK MONDAL(New name) both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, RONI KUMAR GHOSH S/o- Late Samir Ghosh & Sima Ghosh do hereby solemnly affirm and declare my actual place of birth is "Gaighata, North 24 Parganas, Ichapur-II, Ganti, West Bengal, 743287" instead of "Vill-Gazna, PO-East Bishnupur, PS- Gaighata, Dist-North 24 Parganas, PIN No.-743273" vide an affidavit No. 14814 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas, Dated 15.09.2026.

NAME CHANGE

I, MANOJ SHARMA (old name) S/O - SHYAM BEHARI SHARMA resident Of 54/2/3 Andul Road Danesh Sk. Lane Howrah, P.O - Danesh Shiekh Lane, P.S - AJC Bose, Botanical Garden, Pincode - 711109, West Bengal, do here by declare that I have changed my name from MANOJ SHARMA (old Name) to MANOJ KUMAR SHARMA (New name) and henceforth I shall be known as MANOJ KUMAR SHARMA in all purpose, with affidavit No 29 sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/09/2026. MANOJ SHARMA (OLD NAME) and MANOJ KUMAR SHARMA (NEW NAME)both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,KHAN JARIFA (old name) D/o-SK ABDUL KADER resident of MUNSI PARA TONA,KASHIPUR, SOUTH 24PARGANAS,P.O-MACHIBHANGA , Kolkata-700135, ,P.S-POLARHAT, West Bengal ,do here by declare that I have changed my name from KHAN JARIFA (old Name)to JARIFA BIBI (New name)and henceforth I shall be known as JARIFA BIBI in all purpose ,vide affidavit No 30 sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/09/2026. KHAN JARIFA (OLD NAME) and JARIFA BIBI (NEW NAME)both are same and one identical person .

CHANGE OF NAME

আমি, **Ketabunnesha**, পিতা - Lukman Momin, ঠিকানা - গ্রাম - শাহাজাদপুর, পোঃ - বদনাগড়া, থানা - গাজোল, জেলা - মালদা- 732124 (পঃবঃ)। নোটারি পাবলিক, মালদা কোর্টে এফিডেভিট দ্বারা **Ketabun Bibi নামে পরিচিত হলাম।** এফিডেভিট নং - **1/26**, তারিখ - **25/09/2026. Ketabunnesha** (Old Name) ও **Ketabun Bibi** (New Name) **একই ব্যক্তি।**

CHANGE OF NAME

আমি, **Lalbanu Bibi**, স্বামী - Jabbar Ali, ঠিকানা - গ্রাম - শাহাজাদপুর, পোঃ - বদনাগড়া, থানা - গাজোল, জেলা - মালদা - 732124 (পঃবঃ)। নোটারি পাবলিক, মালদা কোর্টে এফিডেভিট দ্বারা **Lalbhanu Bibi নামে পরিচিত হলাম**। এফিডেভিট নং - 1/26, তারিখ - 25/09/2026. **Lalbanu Bibi** (Old Name) ও **Lalbhanu Bibi** (New Name) **একই ব্যক্তি।**

CHANGE OF NAME

আমি, **Mahesen Ali**, পিতা - Yusuf Momin, ঠিকানা - গ্রাম - শাহাজাদপুর, পোঃ - বদনাগড়া, থানা - গাজোল, জেলা - মালদা - 732124 (পঃবঃ)। নোটারি পাবলিক, মালদা কোর্টে এফিডেভিট দ্বারা **Mohsen Ali নামে পরিচিত হলাম**। এফিডেভিট নং - **90**, তারিখ - **29/09/2026. Mahesen Ali** (Old Name) ও **Mohsen Ali** (New Name) **একই ব্যক্তি।**

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর ডা. সুষমা ভাস্কর মাতে এবং মেডিকেল ডিরেক্টর ডা. এ. এ. খান পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের পিপিই কিট প্রদান করছেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের আওতাধীন এলাকায় জলের গুণমান উন্নয়নের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬দক্ষিণ পূর্ব রেলের স্টেশনগুলিতে পানীয় জল এবং অন্যান্য জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রাপ্যতা, গুণমান, পরিচ্ছন্নতা ও নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার লক্ষ্যে রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত প্রধান কার্যক্রমগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ চলমান উদ্যোগের অংশ হিসেবে, সমস্ত বিভাগে জলের উৎস, শোধন ও পরিস্রাবণ (ফিল্টারেশন) প্ল্যান্ট, ভূগর্ভস্থ ও ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক, পিভিসি ট্যাঙ্ক, ওয়াটার বুথ, কল এবং জল সরবরাহের স্থানগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন চালানো হচ্ছে। মোট ২৪,০৩৩টি জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে ১৭,৮০০টি ট্যাঙ্ক আগেই পরিষ্কার করা হয়েছিল। এরপর অবশিষ্ট স্টেশনগুলির জলের ট্যাঙ্কও পরিষ্কার করা হয়েছে। এইভাবে, দক্ষিণ পূর্ব রেলের আওতাধীন সমস্ত জলের ট্যাঙ্কের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব রেলে ৬৩টি ক্লোরিনেশন প্ল্যাঃট রয়েছে এবং এই ৬৩টি প্ল্যান্টেরই যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করা হয়েছে। ক্লোরিনেশন ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং জল সরবরাহে সঠিক ও পর্যাপ্ত ক্লোরিনেশন নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ক্লোরিন প্রয়োগের মাত্রা (ডোজ) নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।যেসব স্থানে অপরিশোধিত জলে আয়রনের মাত্রা বেশি, সেখানে মোট ২৩টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট (আয়রন দূরীকরণ প্ল্যান্ট) রয়েছে। এই ২৩টি প্ল্যান্টেরই প্রয়োজনীয় তদারকি করা হয়েছে এবং এগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে।

নাবালিকাকে বিচারকের বার্তা

নয়াদিল্লি,৩০ সেপ্টেম্বরঃ লোকটা আর কখনও মুক্ত হয়ে বাইরে আসবে না। জেলেই বুড়ো হবে, জেলেই মরবে।’ দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নির্যাতিত নাবালিকাকে এমনই বার্তা দিলেন দিল্লির রোহিণী আদালত।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল টুম্পা বাগ, স্বামী- বাপি বাগ, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৫৮৬নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ০৪/২০২৫নং (A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া) আমমোক্তার (সমীর মণ্ডল) দলিল দ্বারা মৌজা- উত্তর ঝাঁপড়দহ (০৯), সাবেক- ১২২৪নং, হাল- ৫৪৯৪নং, খতিয়ানে, সাবেক ও হাল- ১৬৭৮নং দাগে ১.৮৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শম্পা হাজরা, স্বামী – নিতাই চন্দ্র হাজরা, ২০২৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৭৮৯নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ৫৩০৩/২৫ এবং ১৪০২/২৬নং (A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া) আমমোক্তার (ভীমচন্দ্র পাড়ুই) দলিল দ্বারা মৌজা- ধাড়সা (৩৬), সাবেক- ১৫১নং, হাল- ৮৪৪ এবং ৮৯৬নং, খতিয়ানে, সাবেক ৫৬৬ ও ৫৫৬নং ও হাল- ৫৭৮ ও ৫৬৮নং দাগে মোট ২.৮৯ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট

NAME CHANGE

I KAIF SEKH MY FATHER OLD NAME ROSID SEKH R/O VILL + P.O RUKUNPUR P.S DHUBULIA DIST NADIA I HAVE CHANGED MY FATHER NAME ROSID. SEKH TO RASID SEKH AND HENCE FORTH MY FATHER SHALL BE KNOWN AS RASID SEKH IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT SL NO-17378 EXECUTIVE MAGISTRATE COURT KRISHNAGAR ON 24-9-26 MY FATHER RASID SEKH AND ROSID SEKH BOTH ARE SAME PER SON.

NAME CHANGE

OLD NAME SUBHASH KUMAR RAY S/O SACHINDRA KUMAR ROY R/O BI CHATTERJEE ROAD TALPUKUR ROAD KRISHNAGAR NADIA I HAVE CHANGED MY NAME SUBHASH KUMAR RAY TO SUBHASH KUMAR ROY AND HENCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS SUBHASH KUMAR ROY IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT SL NO-5 DATED 15-9-26 SUBHASH KUMAR ROY AND SUBHASH KUMAR RAY BOTH ARE SAME PER SON.

AFFIDAVIT

I, Nasir Hossain, S/O. Nur Mahammad Mia , Residing at Harinchawra , Ghughumari, Gudam Maharinaganj , P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736170. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 20100892199, Wherein my name has been recorded as Nasir Hossen. That Said Nasir Hossain and Nasir Hossen , is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.11, Date. 30/09/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Rathin Pandit, S/O. Ranjit Kumar Pandit , Residing at Vill & P.O. Andaran Fulbari, Tufanganj, Dist. Coochbehar,Pin Code. 736159. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2014 0942241, Wherein my father's name has been recorded as Ranjit Kr Pandit . That Said Ranjit Kumar Pandit and Ranjit kr Pandit, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 12. Date . 30/09/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Azharuddin Mondal (Old Name) S/O–Ensan Mondal residing at Vill-Barrakpur , PO- Barrakpur Sreepally , PS-Gopalnagar , Dist-North 24 Parganas , West Bengal 743262 do hereby declared that I have changed my name from Azharuddin Mondal to Ajharuddin Mondal and henceforth I shall be known as Ajharuddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 30/09/2026 . My name Ajharuddin Mondal & Azharuddin Mondal both are same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমি Sanjay Kumar Das, S/O Santi Kumar das, Vill: কুমিরতারা, পোঃবেলিয়া কুরিচা, থানাঃ ময়ূরেশ্বর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার ভোটার কার্ডে বাবার নাম Shanti নথিভুক্ত রয়েছে। আধার কার্ডে আমার নাম Sanjay Das লিপিবদ্ধ আছে। আবার আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে ছেলে এবং আমার নাম Sri Dipak Kr Das, S/O Sanjay Kr Das লিপিবদ্ধ আছে। ১৬.০৯.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার ছেলে Dipak Kumar Das Sri Dipak Kr Das and আমি Sanjay Kumar Das Sanjay Das Sanjay Kr Das, S/O Santi Kumar das and আমার বাবা Santi Kumar Das Shanti এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Insan Mondal (Old Name) S/O–Gaji Mandal residing at Vill-Barrakpur , PO- Barrakpur Sreepally , PS-Gopalnagar , Dist-North 24 Parganas , West Bengal 743262 do hereby declared that I have changed my name from Insan Mondal to Ensan Mondal and henceforth I shall be known as Ensan Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 30/09/2026 . My name Ensan Mondal & Insan Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Barsha Khatun (old name), D/O Mithu Sekh, resident of Vill: Karimpur, PO: + PS : Nalhati, Birbhum 731220, wb do hereby declared that I have changed my name from Barsha Khatun to Farida Yeasmin (correct name) and henceforth I shall be known as Farida Yeasmin in all purpose, vide affidavit No 14187 sworn before the Ld Executive Magistrate at Rampurhat on 26.06.2026 Farida Yeasmin and Barsha Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Najir Hossain (Old Name) S/O–Hazi Asir Sk resident of Vill -Basanitola , Po-Shershahi, Ps-Kaliachak, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my name from Najir Hossain to Abul Hossain and henceforth I shall be known as Abul Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 30/09/2026 . My name Abul Hossain & Najir Hossain both are same and one identical person.

আগামী ২-৪ অক্টোবর সাউথ সিটি কমপ্লেক্সে শুরু হচ্ছে কলকাতা ট্রাডিশন ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ এই উপলক্ষে মঙ্গলবার কলকাতা প্রেসক্লাবে আয়োজন করা হয় এক সাংবাদিক সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, জয়া শীল ঘোষ, পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য্য, গৌতম দেব, উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান দীপক সরকার প্রমুখ। উদ্যোক্তারা জানান এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন সারা দেশের একাধিক বিশিষ্ট শিল্পী। তাদের পরিবেশনার মাধ্যমে হিন্দুস্তানি ও কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র সঙ্গীত,তালবাদ্য, লোকসংস্কৃতি এবং ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিভিন্ন ধারার এক বর্ণময় সমন্বয় দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হবে। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ।

মাঝআকাশে পাইলটকে ছুরি

১-র পাতার পর- একজন ইজরায়েলের গোয়েন্দা আধিকারিক দাবি করেন- ফ্লাইটটিকে হাইজ্যাক করে বিল্ডিংয়ে হামলা চালানো অথবা মাটিতে আছড়ে ফেলে দুর্ঘটনা ঘটানোর প্ল্যান ছিল কো-পাইলটের। হামলাকারী কো-পাইলট ছিলেন ওমানের নাগরিক। প্রথমে ঘটনাটিকে দুই পাইলটের মধ্যে ঝামেলা হিসেবে দেখা হয়েছিল। পরে তদন্তে আরও ভয়াবহ তথ্য সামনে আসে। যাত্রীদের বক্তব্যেও ককপিটের ভিতর চিৎকার-চেঁচামেচির কথা উঠে এসেছে। এক যাত্রী এএফপি-কে জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ে ফ্লাইটের সামনের অংশ থেকে চিৎকার শুনেছিলেন। পরে ককপিটের কাছে যেতেই নজরে আসে ভিতরের রক্তাক্ত পরিস্থিতি। এর পরেই কেবিন ক্রু ও কয়েকজন যাত্রী আক্রমণকারীকে ককপিট থেকে বের করে আনেন। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজে রক্তাক্ত হওয়া সত্ত্বেও হামলাকারীকে ফ্লাইটের নিয়ন্ত্রণ নিতে দেননি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যাপ্টেন। বর্তমানে ওই ক্যাপ্টেন ও ফ্লাইটের ফার্স্ট অফিসার দু’জনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমের সূত্র উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্যাপ্টেনের প্রতিরোধের ফলেই ফ্লাইটটি ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা পায় এবং ১৮০ জন যাত্রীর প্রাণ বাঁচে।

ফর্ম ৬ থেকে বাড়তি ঘোষণা প্রত্যাহার নির্বাচন কমিশনের

১-র পাতার পর- কমিশনের এই পদক্ষেপে কমিশনারদের সেই উদ্বেগই প্রশমিত হল বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, ফর্ম ৬-এর মূল কাঠামোয় আসলে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। এসআইআর চলাকালীন বাবা-মাইয়ের তথ্য সংক্রান্ত একটি অতিরিক্ত ঘোষণাপত্র চাওয়া হয়েছিল মাত্র। তবে গত শনিবারের বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হয় যে, যে রাজ্যগুলিতে এসআইআর হচ্ছে না, সেখানে আর এই অতিরিক্ত ঘোষণা চাওয়া হবে না। এর আগে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল যে, বিগত ১০ মাসে এসআইআর সংক্রান্ত বেশ কিছু আদেশ তাঁদের অজান্তেই বা সুপারিশ ছাড়াই জারি করা হয়েছে। এই বিষয়ে কমিশনার সান্ধু ও যোশী অন্তত ১৪ বার আপত্তি জানিয়েছেন বলেও বলা হয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশন তাদের গত ২৬ সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতে স্পষ্ট করে দেয় যে, এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত আদেশই তিনজন নির্বাচন কমিশনারের সর্বসম্মতিতেই জারি করা হয়। বর্তমানে দেশের ১৬টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর-এর তৃতীয় ধাপের কাজ চলছে।

পশ্চিমবঙ্গ দুর্গাপূজা সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে আজ কলকাতা প্রেসক্লাবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রধান উপদেষ্টা রুদ্রনীল ঘোষ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দিল্লিতে হুঙ্কার মমতার

১-র পাতার পর-বা নাম লুট করা হয়েছে এবং সারা ভারতে এই লুটের পরিমাণ ১৩ কোটির বেশি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের পদে জ্ঞানেশ কুমারের এক মুহূর্তও থাকার অধিকার নেই বলে তোপ দাগেন তিনি। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আন্দোলন যে আরও তীব্র রূপ নিতে চলেছে, এদিন তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলেন, ‘‘জ্ঞানেশ কুমার যদি না সরেন, তবে এই আন্দোলন বহুত দূর পর্যন্ত যাবে। মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত, চাঁদ-সূর্য পর্যন্ত যাবে! এটা আমাদের একসঙ্গে লড়তে হবে।’’ ইন্ডিয়া জোটের তরফে যে যৌথ কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষকেও শামিল হওয়ার আহ্বান জানান মমতা। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘‘আমরা লড়ব, আমরা জিতব। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনব, সংবিধান রক্ষা করব। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। এর জন্য যদি জীবন বাজি রাখতে হয়, আমরা প্রস্তুত।’’ একই সঙ্গে এই লড়াইয়ে দেশের সমস্ত ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ, মহিলা এবং সংবাদমাধ্যমের সমর্থন দাবি করেন তিনি। দিল্লির এই যৌথ প্রেস কনফারেন্স থেকে বিরোধী জোট বুঝিয়ে দিল, নির্বাচন কমিশন এবং ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত ইস্যুর বিরুদ্ধে তারা আগামী দিনে সংসদ থেকে রাজপথ, সব জায়গাতেই সর্বশক্তি দিয়ে

মোদি সরকারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি

১-র পাতার পর- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দিতে হবে। (৫) কমিশনকে পুরোপুরি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কাজ করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষের মনের আশঙ্কা দূর হয়। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশন বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগ এক বাক্যে খারিজ করে দিয়েছে। কমিশনের দাবি, ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো, মৃত বা ঠিকানা বদল করা ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে তালিকা নির্ভুল করাই এসআইআর প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য। এটিকে সম্পূর্ণরূপে একটি আইনি ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই কাজ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তবে বিরোধীরা তাদের দাবিতে অন। থেকে সংসদের ভিতরে ও বাইরে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের সঙ্কেত দিয়েছে।

বাজিতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা নয় সুপ্রিম কোর্টের

১-র পাতার পর-নথি বা নোট পেশ করেন। সেখানে বলা হয়, সিএসআইআর-নেরি-র সুপারিশকৃত নির্দিষ্ট কিছু ‘নেক্সট-জেনারেশন জয়েন্ট গ্রিন ক্র্যাকার্স’ বা পরবর্তী প্রজন্মের সংযুক্ত সবুজ বাজি ব্যবহারের জন্য শর্তসাপেক্ষে ও সীমিত ছাড় দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে শর্ত একটাই - সেগুলিকে নির্ধারিত শব্দসীমা, গ্যাস নির্গমন এবং নিরাপত্তার সমস্ত সরকারি মানদণ্ড মেনে তৈরি হতে হবে। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর সহযোগিতায় তৈরি এই পরবর্তী প্রজন্মের সংযুক্ত সবুজ বাজিগুলো মূলত বিশেষ ফর্মুলায় নির্মিত। ক্ষতিকারক রাসায়নিক ও গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে এতে বেরিয়াম সল্টের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা হয়েছে। কেন্দ্রের পেশ করা ওই নোটে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই বাজিগুলো ব্যবহারের অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া যেতে পারে, যদি সেগুলো যথাযথ লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রস্তুতকারক সংস্থা দ্বারা নির্মিত হয়, নির্ধারিত সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১২৫ ডিবি/ ১৪৫ ডিবি পিক মেনে চলে এবং এতে যেন কোনও নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ না থাকে। বাজি তৈরিতে বেরিয়ামের ব্যবহার সংক্রান্ত বহুল চর্চিত বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ১৫ অক্টোবর এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনানি গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং উৎসবের ঐতিহ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার লক্ষ্যে গত বছরই দীপাবলির আগে দিল্লি ও জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে শর্তসাপেক্ষে সবুজ বাজি বা ‘গ্রিন ক্র্যাকার্স’ বিক্রি ও ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। এবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই বাজি ফাটানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা

সহপাঠীর গলায় ছুরির কোপ,

১-র পাতার পর-তদন্তকারীরা। ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কী হয়েছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে বিশেষ করে একজন নবম শ্রেণির ছাত্রের হাতে ছুরি কীভাবে এল, কেনই বা সে ওই ছুরি দিয়ে সহপাঠীর গলায় আঘাত করল, এই বিষয়গুলিই এখন তদন্তের মূল কেন্দ্র। দুই পড়ুয়ার মধ্যে আগে থেকেই কোনও বিবাদ ছিল কি না, নাকি আচমকাই বচসা থেকে পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হয়ে ওঠে, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্কুলের ভিতরে এমন ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আহত ছাত্রের চিকিৎসা চলছে। তদন্ত এগোলেই হামলার আসল কারণ এবং ঘটনার সম্পূর্ণ ছবি আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এনজিও-র রেজিস্ট্রেশনের বিনিময়ে মোটা টাকা দাবি

১-র পাতার পর-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ও বিভাগীয় পদক্ষেপ শুরু করা হয়েছে। সরকারের বক্তব্য, দুর্নীতির ক্ষেত্রে প্রশাসন সম্পূর্ণ ‘জিরো টলারেন্স’ বা শূন্য সহনশীলতার নীতি মেনে চলে। তাই এই ঘটনায় জড়িতদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উদ্দেশে একটি সতর্কবার্তাও জারি করেছে মন্ত্রক। সেখানে জানানো হয়েছে, এফসিআরএ সংক্রান্ত যাবতীয় আবেদন ও পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে অনলাইনেই দেওয়া হয়। কোনও এজেন্ট, মধ্যস্থতাকারী বা ব্যক্তিবিশেষকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বা সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে কোনও ধরনের প্রলোভনে পা না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সমাজমাধ্যমে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ কুণালের

১-র পাতার পর-তবে পুলিশকে এই বিষয়ে যথাযথ ও কঠোর পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি কমিশন হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, পুলিশ যদি ঠিকঠাক তদন্ত না করে, তবে প্রয়োজনে অন্য রাজ্যের পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। আগামী ১২ অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করা হয়েছে এবং সেদিন আবার সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষকে আবশ্যিকভাবে হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইনরক্ষকদের এহেন আচরণকে তীব্র আক্রমণ করে কুণাল ঘোষ সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, কমিশনে পুলিশের এই না আসা চরম দুর্ভাগ্যজনক এবং এর মধ্যে গভীর

পূর্ব রেলওয়ে

শিয়ালদহ ডিভিশনে মাল্টি-পারপাস স্টলের জন্য ই-অকশন

নং. সিভি/এমপিএস/এসডিএএইচ/ই-নিলাম, তারিখঃ ২৯.০৯.২০২৬

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। **অ্যাডমিন ইউনিট/জোন** শিয়ালদহ ডিভিশন- বাণিজ্যিক/পূর্ব রেলওয়ে, **অকশন ক্যাটালগ নম্বরঃ** এমপিএস-অক্ট-০২-২৬, অকশন কর্তৃপক্ষ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, **অকশন শুরু (সমস্ত লট)ঃ** ১৩.১০.২০২৬, বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে, **অকশন সমাপ্তির তারিখ/সময়ঃ** ১৩.১০.২০২৬, বেলা ১২টা ৩৫ মিনিটে। **অটো এক্সটেনশন জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশন সময়কালঃ** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ডঃ** ৩০ মিনিট। **ক্রমাগত লট ক্লোজিং ব্যবধানঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। ই-অকশন ক্যাটালগের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ- **এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি, বিবরণ, ট্রিপ/দিন, লটের শেষ তারিখ ও সময়ঃ** এবং **টার্নওভার আবশ্যক** যথাক্রমেঃ- **এএ/১;** এমপিএস-এসডিএওএইচ-ডিকেডিপি- এমপিএস-৫০-২৬-১(এমপিএস-মাল্টি-পারপাস স্টল); মাল্টি-পারপাস স্টল বরাদ্দ (এমপিএস) - অসংরক্ষিত -সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৮২৬; ১৩.১০.২০২৬ তারিখ ১২ঃ১৫ঃ০০-এ; ০; **এএ/২;** এমপিএস-এসডিএওএইচ-এসএক্সসি-এমপিএস- ৫৪-২৬-১(এমপিএস-মাল্টি-পারপাস স্টল); মাল্টি-পারপাস স্টল বরাদ্দ (এমপিএস) - অসংরক্ষিত -সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৮২৬; ১৩.১০.২০২৬ তারিখ ১২ঃ২৫ঃ০০-এ; ০; **এএ/৩;** এমপিএস-এসডিএওএইচ-এইচএনবি-এমপিএস- ৫৩-২৬-১(এমপিএস-মাল্টি-পারপাস স্টল); মাল্টি-পারপাস স্টল বরাদ্দ (এমপিএস) - অসংরক্ষিত - সকলের জন্য উন্মুক্ত; ১৮২৬; ১৩.১০.২০২৬ তারিখ ১২ঃ৩৫ঃ০০-এ; ০; **রেট ইউনিটঃ** এএ/১ থেকে এএ/৩ প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** এএ/১ থেকে এএ/৩ প্রতিটির জন্য ০.২। **ইএমডিঃ** এএ/১ থেকে এএ/৩ প্রতিটির জন্য ১০%। **আরওএফআর প্রযোজ্য কিনাঃ** এএ/১ থেকে এএ/৩ প্রতিটির জন্য না। **লট স্ট্যাটাসঃ** প্রত্যেকের জন্য আরপি পেন্ডিং।

SDAH-244/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা সাইরাং রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন

মালিগাও, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে রেল পরিকাঠামো ও যাত্রী সুযোগ-

সুবিধার পর্যালোচনা কার্যসূচির অংশ হিসেবে সাইরাং রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনকালে মুখ্য কার্যালয় ও লামডিং ডিভিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে জেনারেল ম্যানেজার সাইরাং রেলওয়ে স্টেশনের সামগ্রিক কাম-কাজ ও উন্নয়ন পর্যালোচনা করেন এবং বিশেষ করে যাত্রী সুযোগ-সুবিধা, পরিচালনাগত দক্ষতা, সুরক্ষা ব্যবস্থা ও স্টেশনের পরিকাঠামোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করেন এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুগম চলাচলের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জেনারেল ম্যানেজারকে স্টেশনের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা, পরিচালনগত দিক এবং চলমান বা প্রস্তাবিত উন্নয়নমূলক কাম-কাজ সম্পর্কে অবগত করেন। চেতন কুমার শ্রীবাস্তব সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পরিচ্ছন্নতা ও যাত্রী-সুবিধার উচ্চমান বজায় রাখার এবং বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। জেনারেল ম্যানেজার স্টেশনটির পরিচালনগত প্রস্তুতির বিষয়টি পর্যালোচনা করেন এবং উচ্চমানের নির্ভরযোগ্যতা ও সেবার মান বজায় রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। পরিদর্শন কার্যসূচির অংশ হিসেবে, জেনারেল ম্যানেজার সাইরাং থেকে ভৈরবী পর্যন্ত উইন্ডো-ট্রেলিং ইন্সপেকশনও সম্পন্ন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ট্র্যাক ও রেল পরিকাঠামোর অবস্থা, বৈদ্যুতিকরণ কাজের অগ্রগতি, নবনির্মিত সুবিধাসমূহ এবং অন্যান্য চলমান উন্নয়নমূলক কাম-কাজের পর্যালোচনা করেন। মিজোরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন হিসেবে সাইরাং-এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা এবং স্টেশনের পরিকাঠামো আরও উন্নত করার সুযোগও এই পরিদর্শনের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিয়েছেন যেন তাঁরা যাত্রীদের সুরক্ষিত, দক্ষ ও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেন এবং একই সঙ্গে রেলওয়ের সম্পদের কার্যকর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করেন। এই পরিদর্শনটি সমগ্র অঞ্চলজুড়ে রেলওয়ের পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, যাত্রীদের সুযোগ- সুবিধা বৃদ্ধি এবং পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার একটি অংশ। রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়মিত পরিদর্শন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ, বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন এমন ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা এবং রেলওয়ের সুযোগ-সুবিধাসমূহ কাঙ্ক্ষিত মান অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

ধান যাবে বিশ্ববাজারে জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ভাবনা

রতন দে, বালুরঘাট, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ কৃষিভিত্তিক দক্ষিণ দিনাজপুরে কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলা এবং জেলার ধান ও কৃষিজাত পণ্যকে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হল। বুধবার বালুরঘাট সার্কিট হাউসে কৃষি উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের কৃষি উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু। বৈঠকে জেলার কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন উদ্যানপালন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সম্ভাবনা এবং কৃষকদের সরকারি সুযোগ সুবিধা কীভাবে আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রী জানান দক্ষিণ দিনাজপুর মূলত কৃষিভিত্তিক জেলা। তাই কৃষিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি কৃষকদের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কৃষি উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু বলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষিভিত্তিক জেলা। এখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প আনা যায় কি না তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি জেলার উপাদিত ধান কীভাবে বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং ধান থেকে উন্নত মানের চাল উৎপাদন করে বাজারজাত করা

যায় সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। কৃষকদের জন্য সরকারের যে সুযোগ-সুবিধাগুলি রয়েছে সেগুলি কীভাবে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেটিও দেখা হচ্ছে। মন্ত্রী আরও জানান, আগামী দিনে কৃষি উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তথা কৃষিজীবীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্য রয়েছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সম্ভাব্য প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টি বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু এবং কুশমণ্ডির বিধায়ক তাপস রায়-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকেরা। এর আগে মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে গিয়ে উদ্যানপালন সংক্রান্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়েই বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুরের সম্ভাবনা নিয়ে বৈঠকে বসেন তিনি। জেলার কৃষি ও উদ্যানপালন ক্ষেত্রে সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থান ও আর্থিক সুযোগ তৈরি করা যায় সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

পাহাড়ের পর্যটনে রোপওয়ে- হোমস্টে, ছয় মাসের কর্মপরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ পাহাড়ের পর্যটনকে আরও গতিশীল করতে রোপওয়ে, হোমস্টে, সাংস্কৃতিক উৎসব, অ্যাডভেঞ্চার পর্যটন এবং ডিজিটাল পরিষেবার উপর জোর দিয়ে আগামী ছয় মাসের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে প্রশাসন। বুধবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে জিটিএ ও পর্যটন দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈঠকে পাহাড়ের পর্যটন পরিকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী বিশাল নামা, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের জেলাশাসক, কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক-সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিক এবং জিটিএ-র কর্তারা। পাহাড়ের পর্যটনকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে কোথায় কী ধরনের পরিকাঠামো প্রয়োজন এবং নতুন পর্যটন আকর্ষণ কীভাবে তৈরি করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক, দুধিয়া, মংপু ও কার্শিয়াংকে পৃথক পর্যটন সম্ভাবনার ভিত্তিতে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংকে আন্তর্জাতিক পর্যটন গন্তব্য হিসেবে আরও তুলে ধরার পাশাপাশি টি ফেস্টিভ্যাল, ভিন্টেজ কার র‍্যালি, ওয়াকাথন, রিভার ক্রাফটিং এবং প্যারাগ্লাইডিংয়ের মতো কর্মসূচির পরিকল্পনাও রয়েছে। পর্যটনের সঙ্গে পাহাড়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে যুক্ত করার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। মহাকাল মন্দির, সেবকের কালীমন্দির, কালিঝোরার পুরনো বাংলো এবং মংপুর রবীন্দ্র-স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এসব স্থানকে কেন্দ্র করে উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথাও আলোচনা হযেছে। দার্জিলিংয়ের যানজট কমাতে রোপওয়ে ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে পাঁচটি রোপওয়ে প্রকল্প নিয়ে আলোচনা চলছে। একইসঙ্গে পাহাড়ের বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকেও পর্যটন পরিকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বৈঠকে হোমস্টে নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বহু হোমস্টে এখনও সরকারি রেজিস্ট্রেশনের বাইরে রয়েছে বলে প্রশাসনের নজরে এসেছে। রেজিস্টার্ড ও রেজিস্ট্রেশনবিহীন হোমস্টের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির জন্য পুলিশ প্রশাসনকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। পর্যটকদের পরিচয়পত্র ছাড়া থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে কি না, সেই বিষয়েও নজরদারি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হোমস্টের আবেদন, রেজিস্ট্রেশন ও নবীকরণের প্রক্রিয়া অনলাইনে আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সরকারি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনকারী সরাসরি আবেদন ও নথি জমা দিতে পারবেন। পাশাপাশি হোমস্টে পলিসি ও ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি পলিসি নিয়েও রাজ্য মন্ত্রিসভায় আলোচনা হয়েছে বলে বৈঠকে জানানো হয়। পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইট নতুনভাবে সাজিয়ে পর্যটকদের কাছে তথ্য ও পরিষেবা সহজে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। পর্যটন দফতরের জমি ও সরকারি পর্যটন সম্পত্তিকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ৫৭ কোটি টাকা দিয়ে পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করেও বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংয়ের চকবাজার ও ম্যাল রোডে আলোকসজ্জা ও সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পুজোর মরশুমে পর্যটকদের পাহাড়মুখী করতেই এই উদ্যোগ। প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী ছয় মাসে পাহাড়ের পর্যটনকে শুধুমাত্র দর্শনীয় স্থানকেন্দ্রিক না রেখে অ্যাডভেঞ্চার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, হোমস্টে এবং আধুনিক পরিকাঠামোর সমন্বয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

দুর্গাপূজার আগে দিঘায় বাড়ল নিরাপত্তা, মোতায়েন থাকছেন একশো পুলিশ ও উদ্ধারকারী কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন দুর্গাপূজার মরশুমে পর্যটকদের সুরক্ষায় দিঘায় জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করল জেলা প্রশাসন। আগামী ১ অক্টোবর থেকে দিঘার সমুদ্র সৈকত বরাবর পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার, নুলিয়া ও উদ্ধারকারী দলের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে প্রায় ১০০ জন করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি সমুদ্রে আচমকা বিপদে জরুরি উদ্ধারকার্যের জন্য নতুন স্পিডবোটও নামানো হচ্ছে। গত কয়েক মাসে দিঘার সমুদ্রে স্নান করতে নেমে একাধিক পর্যটকের ডুবে যাওয়া ও নিখোঁজ হওয়ার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। দুর্গাপূজার ছুটিতে পর্যটকদের ঢল নামার প্রবল সম্ভাবনাকে মাথায় রেখেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও নিটোল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার পর্যটকদের সমুদ্রে নামার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার জোর আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, পর্যটকরা দিঘায় এসে আনন্দের সঙ্গে সময় কাটান, কিন্তু তাঁদের সাময়িক অসাবধানতার কারণে যেন কোনো অপ্রিয় দুর্ঘটনা না ঘটে। নিজেদের সুরক্ষার বিষয়ে পর্যটকদেরও সমানভাবে সচেতন ও দায়ী থাকতে হবে। জেলা পুলিশ সুপার অংশুমান সাহা জানিয়েছেন, বর্তমানে সৈকত নিরাপত্তার দায়িত্বে প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ জন পুলিশকর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, অভিজ্ঞ নুলিয়া ও উদ্ধারকারী কর্মী মোতায়েন রয়েছেন। ১ অক্টোবর থেকে এই সংখ্যা বাড়িয়ে প্রায় ১০০ জন করা হচ্ছে। সমস্ত কর্মীদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে, যাতে সমুদ্রে কেউ বিপদে পড়লে বা ডুবে গেলে তৎক্ষণাত জরুরি উদ্ধারকাজ চালানো সম্ভব হয়। পর্যটকদের সচেতন করতে সৈকত জুড়ে অনবরত মাইকিং চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের আশা, পূজার ছুটিতে বহু মানুষ দিঘায় ঘুরতে আসবেন। সেই নিরিখে সমুদ্র সৈকত জুড়ে নজরদারি ও নিরাপত্তা প্রহরা আরও বহুগুণ জোরদার করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা, মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদে মোটরসাইকেলের বেপরোয়া গতির বলি হলেন তিনজন। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার অন্তর্গত পাকুড়দিয়ার এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তিদের নাম, মেহেবুল সেখ, তামান্না নাসরিন, সুমন শেখ। মেহেবুল ও তামান্না সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী হন। মৃত তিন ব্যক্তির বাড়ি জলঙ্গি থানার অন্তর্গত ফরিদপুর পাকুড়দিয়ার এলাকায়। পথ দুর্ঘটনায় একই গ্রামের তিন ব্যক্তির মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন মেহেবুল শেখ। সেই সময় উল্টো দিক থেকে সুমন শেখ নামে অন্য এক বাইক আরোহী তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন। রাতের অন্ধকারে জলঙ্গির পাকুড়দিয়ার এলাকায় দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় বাইকের চার আরোহী রাস্তার দু'পাশে ছিটকে পড়েন। স্থানীয় মানুষজন রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে ডোমকল সুপার স্পেসালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন। সেখানেই একে একে মৃত্যু হয় মেহেবুল, তামান্না এবং সুমনের। আহত আরও এক যুবক বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, রাতের অন্ধকারে দু'টি বাইক প্রচন্ড গতিতে চলছিল। দু'টি বাইকের চার আরোহীর কারোরই মাথায় হেলমেট ছিল না। যে এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেখানে রাস্তায় একটি বাঁক রয়েছে। রাতের অন্ধকারে দু'টি বাইকের চালক দূর থেকে একে অন্যকে দেখতে পাননি। সম্ভবত সেই কারণে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

চশমার দোকানের আড়ালে ক্লিনিক চালানোর অভিযোগ, স্বাস্থ্য দফতরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৩০ সেপ্টেম্বর ঃ চশমার দোকানের আড়ালে বেআইনিভাবে ক্লিনিক চালিয়ে রোগী দেখার অভিযোগে বুধবার শান্তিপুরের কলেজ মোড়ে একটি অপটিক্যাল দোকানে হানা দিল স্বাস্থ্য দফতরের। অভিযানে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে ছিল শান্তিপুর থানার পুলিশ। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে অভিযোগ, কলেজ মোড়ের ওই অপটিক্যাল দোকানে চশমা বিক্রির আড়ালে রোগীদের চোখের চিকিৎসা করা হচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে আদালতের নির্দেশে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি শান্তিপুরেও অভিযান চালানো হয়। বুধবার জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দোকানটিতে যান। সেখানে কথিত ক্লিনিকটি সিল করার উদ্যোগ নেওয়া হলে দোকানে কর্মরত অরূপ রায়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যদফতরের আধিকারিকদের বাদানুবাদ শুরু হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হয়। স্বাস্থ্যদফতরের আধিকারিকদের দাবি, অরূপ রায় বেআইনিভাবে ক্লিনিক চালাচ্ছেন। চশমার দোকানের আড়ালে এভাবে ক্লিনিক চালানোর অনুমতি নেই। অন্যদিকে অরূপ রায়ের দাবি, তিনি ক্লিনিক চালান- এমন প্রমাণ আগে স্বাস্থ্য দফতরকে দিতে হবে। তাঁর অভিযোগ, কোনও এক ব্যক্তির ইশারায় স্বাস্থ্যদফতরের আধিকারিকরা এই পদক্ষেপ করেছেন। প্রয়োজনে তিনি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য অপটিক্যাল দোকান চত্বরে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ২৩২_২০২৬-২৭ এবং ২৩৩_২০২৬-২৭ তারিখঃ২৮.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার অফিস, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সেচ/সিপিডব্লিউডি/এসইবি/এমইএস বা যেকোনো পাবলিক সেক্টর উদ্যোগে নিবন্ধিত ব্যক্তিসহ অনুরূপ কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **সিনি.ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ। ই-টেন্ডার নং. ২৩২_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া-র এখতিয়ারভুক্ত এএইএন/বর্ধমান-এর অধীনে ১৮টি স্টেশনে যোগ্যতা ও নির্ধারিত প্রবেশগম্যতা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধাদি প্রদান। **আনুমানিক খরচঃ** ₹ ২,৩৩,৭৭,৫৭২.৭৫; **বায়না অর্থ(টাকা)ঃ** ₹ ৪,৬৭,৬০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ১২ মাস। **ই-টেন্ডার নং. ২৩৩_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণঃ** হাওড়া - হাওড়া ডিভিশনের আওতাধীন পুরনো ও সাধারণ মানের কন্টেইনার/কক্ষের পুনর্বাসন। **আনুমানিক খরচঃ** ₹ ১,৩৪,৫৩,১৩৭.৩৯; **বায়না অর্থ(টাকা)ঃ** ₹ ২,৬৯,১০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য; **সমাপ্তির মেয়াদঃ** ১২ মাস। নোটিশ আহ্বান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমাপ্তির তারিখটি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে অ্যাকসেস করা যাবে এবং সেই সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। তবে অনলাইনে দরপত্র খোলার কাজ পরবর্তী কার্যদিবসে করা হবে। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময়ঃ ২২.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো।** টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-361/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 350 **Tender Notice Date: 30/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 350/9/2026-2027** dated 30/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 05/10/2026, 2.00 pm to 3.00 pm).
Last date of E-Submission: 10/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 349 **Tender Notice Date: 30/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 349/9/2026-2027** dated 30/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 05/10/2026, 2.00 pm to 3.00 pm).
Last date of E-Submission: 19/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 351 **Tender Notice Date: 30/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 351/9/2026-2027 (Pwd-GovtCell)** dated 30/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 19/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
BUNIADPUR MUNICIPALITY
Buniadpur, Dakshin Dinajpur

e-TENDER
Date Extension Corrigendum

In continuation of the e-Tender Notice published vide NIT No.- 2451/BPM/N-240/2026, Dated: 01/09/2026, SL No.-02, 03, 05, NIT No.- 2452/BPM/N-241/2026, Dated: 01/09/2026, SL No.-01, 04, Date It is hereby notified for information of all concerned that the date and time for submission and opening of tenders are hereby extended as follows: (Closing date-08/10/2026, 6.55 PM) (Opening Date- 09/10/2026 at 06.55 PM). For details please contact the office of the Administrator, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.
SD/- Executive Officer
Buniadpur Municipality

Office of the Prodhan
Nahazari Gram Panchayat
NOTICE INVITING E-TENDER/E-QUOTATION/Quotation
(1) NAH/599/2026, (2) NAH/600/2026, (3) NAH/601/2026, (4) NAH/602/2026, (5) NAH/603/2026
Date: 29.09.2026

Online/E-Tender/E-Quotation/Quotation is invited from the experienced and resourceful bidders for 78(Seventyeight) different works. Bid submission closing date(online) **10.10.2026 at 13.00 Hrs**. Bid Opening Date for Technical Proposal(Online) **12.10.2026 at 13.00 Hrs**. For details please visit website **https://tenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Nahazari Gram Panchayat

NI(e)T
B.D.O. Baghmundi, Purulia Invites e-Tender for 20 nos. works. For details Visit www.tenders.wb.gov.in **Ref. Tender ID: - 2026_DM_5075610_1 to 20**
Sd/-
B.D.O., Baghmundi
Memo no- 41/ADV/ICA/PURU dt.30/09/2026

NI(e)T
B.D.O. Baghmundi, Purulia Invites e-Tender for 20 nos. works. For details Visit **www.tenders.wb.gov.in** Ref. **Tender ID: - 2026_DM_5075515_1 to 20**
Sd/-
B.D.O., Baghmundi
Memo no- 40/ADV/ICA/PURU dt.30/09/2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – TENDER

NOTICE INVITING TENDER

Name of the the Department: **Engineering (Civil)/Br.-XII.** Tender invited & to be received by: **Executive Engineer/Br.-XII. (1)** Name of Work: **Cleaning and other ancillary works at and around Pond near 14 Garden Road during Chhath Puja in Ward No.-105.** Estimate Amount (Including GST and CESS): **₹ 98,060.99.** Earnest Money: **₹ 2,000.00.** Time of Completion: **75 Days. (2)** Name of Work: **Maintenance of Road by Hot Mix and other ancillary work at Nonadanga and other areas in Ward No.-108.** Estimate Amount (Including GST and CESS): **₹ 98,530.68.** Earnest Money: **₹ 2,000.00.** Time of Completion: **240 Days. (3)** Name of Work: **Maintenance of Road by Hot Mix and other ancillary work at West Chowbagha and other areas in Ward No.-108.** Estimate Amount (Including GST and CESS): **₹ 98,719.20.** Earnest Money: **₹ 2,000.00.** Time of Completion: **240 Days.** S. D. Money, if any: **2% of the total value of the accepted tenders** (For Sl. No. 1 to 3). Time & Last date of receipt/opening of Tender: **06.10.2026 at 1 p.m./06.10.2026 at 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3).

Name of the the Department: **Engineering (Civil)/Br.-XV.** Tender invited & to be received by: **Executive Engineer (Civil)/Br.-XV, GRU, E/3, C. G. R. Road, Kolkata-24. NIT No.: XV/134/017/2026-2027/R.** Name of Work: **Urgent replacement of rusted M.S plate at Garden Reach Road near Dhankheti Culvert in Ward No.-134, Br.-XV.** Estimated Amount: **₹ 55,920.72.** Earnest Money: **₹ 1,200.00.** Time of Completion: **60 Days.** S. D. Money, if any: **@2% of the total value of the accepted tender.** Time & Last date of receipt/ opening of Tender: **09.10.2026 at 12.30 p.m./09.10.2026 at 1 p.m.**

Name of the the Department: **Engineering (Civil)/Br.-XI.** Tender invited & to be received by: **Executive Engineer/Br.-XI.** Name of Work: **Maintenance of Road at B. P. Township, Sreerampur & its surrounding area in Ward No.-110, Br.-XI.** Estimated Value (Including GST and CESS): **₹ 99,299.77.** Earnest Money: **₹ 2,000.00.** Tender Amount: **Nil.** Time of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of Bid: **05.10.2026 – 5 p.m.** Date and time of opening of Bid: **05.10.2026 – 5 p.m.**
(558/26-27)

ভারত সরকার
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
সেন্টার ফর প্রসেসিং এক্সিলারেটেড
কর্পোরেট এক্সিট (সি-পেস)
আইআইসিএ ভবন, ৮ম তল,
প্লট পি-৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার,
গুরুগ্রাম, হরিয়ানা - ১২২৫০।
ইমেইলঃ roc.cpacemca.gov.in

সত্যমেব জয়তে

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor,
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

ফর্ম নং এসটিকে-৬
জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি
[কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ২৪৮ ধারার উপধারা (২) এবং উপধারা (৪) এবং কোম্পানি (কোম্পানি রেজিস্টার থেকে কোম্পানির নাম অপসারণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৭ অনুসারে]

সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তিঃ ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2026-27/1442 তারিখঃ ২২.০৯.২০২৬

সূত্র

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ২৪৮ ধারার অধীনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের (৬১)টি কোম্পানির নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া বা অপসারণের বিষয়েঃ

ক্রম. নং.	কাজের আইটেম	সিআইএন	কোম্পানির নাম
১	AC5624360	U63040WB2021PTC250097	ইন্ডি-কারস কানেকশন প্রাইভেট লিমিটেড
২	AC5628137	U85110WB1991PTC053439	নর্থ ইস্ট হেলথ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
৩	AC5631793	U74900WB2014PTC203624	ম্যাজিক্স ইন্ডিয়া কমার্শিয়াল প্রাইভেট লিমিটেড
৪	AC5583366	U05000WB2021PTC249190	অ্যালবাট্রস অ্যাকুয়াকালচার প্রাইভেট লিমিটেড
৫	AC5632463	U74999WB2012PTC179995	এক্সালটেশন জেমস প্রাইভেট লিমিটেড
৬	AC5610372	U59200WB2025PTC283945	বলিউড মিউজিক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
৭	AC5618867	U71200WB2026PTC287282	তাব বায়োস্টাডি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
৮	AC5653115	U27320WB2020PTC235926	পিএসআরভি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৯	AC5277205	U72900WB2021PTC245361	ইউনাইটেড ভারত প্রাইভেট লিমিটেড
১০	AC5649952	U51909WB2011PTC167761	ইউরো বায়োজেনেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১	AC5637064	U72900WB2019PTC231238	ওয়ারভাস ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২	AC5626106	U86100WB2025PTC276331	ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হসপিটাল কলকাতা প্রাইভেট লিমিটেড
১৩	AC5617395	U14109WB2024PTC269440	সোমানি অনিল এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড
১৪	AC5599773	U71100WB2024PTC272379	অঞ্জন কে দত্ত কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড
১৫	AC5597660	U01619WB2024PTC267661	ওয়ালজেন স্মার্ট ফার্মস প্রাইভেট লিমিটেড
১৬	AC5587418	U45400WB2008PTC131342	পবন ইনফ্রাপ্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
১৭	AC5662106	U70101WB2006PTC110250	আরকেবি কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড
১৮	AC5654747	U51909WB2005PTC104292	সিংহল সাপ্লায়ার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৯	AC5619446	U55101WB2024PTC268539	দেব অ্যান্ড রূপ প্রাইভেট লিমিটেড
২০	AC5658336	U72200WB2018PTC228171	নাথ ই-মিডিয়া টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড
২১	AC5568330	U70102WB2013PTC193506	উদয় প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
২২	AC5594492	U24100WB2013PTC192545	অ্যাক্রোজেন ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড
২৩	AC5617349	U14109WB2024PTC269479	সোমানি সালাসার প্রাইভেট লিমিটেড
২৪	AC5596178	U96092WB2024PTC267230	ওয়ালজেন লাইভস্টকস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫	AC5647048	U51909WB1995PTC074761	গারলন বার্টার প্রাইভেট লিমিটেড
২৬	AC5579199	U07299WB2023PTC262681	এডিজেপি মাইনস অ্যান্ড মেটালস প্রাইভেট লিমিটেড
২৭	AC5500740	U74900WB2014PTC204353	কল্পনা ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড
২৮	AC5525281	U28998WB2020PTC237899	ধারাশ্রী ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড
২৯	AC5588150	U51909WB2017PTC222302	সাঁওয়ারা কোল ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড
৩০	AC5526854	U45203WB2021PTC249871	দে'জ ডিজাইন প্রাইভেট লিমিটেড
৩১	AC5609491	U29299WB2001PTC093692	পাল ট্রকনার এনভিটেক প্রাইভেট লিমিটেড
৩২	AC5292378	U74140WB1995PLC076014	পদ্মাবতী সুগারস লিমিটেড
৩৩	AC5647364	U51909WB1995PTC074771	গ্যালপ কমোডিটিস প্রাইভেট লিমিটেড
৩৪	AC5698938	U15499WB2017PTC221534	বর্ধমান সুইটস প্রাইভেট লিমিটেড
৩৫	AC5688359	U73100WR2026OPC292198	অ্যান্টিম্যাট্রিক্স মিডিয়া (ওপিসি) প্রাইভেট লিমিটেড
৩৬	AC5657660	U41000WB2020PTC241213	রুদ্র তারা বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৭	AC5660486	U74900WB2013PTC195797	ভুবনেশ্বর এক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড
৩৮	AC5635009	U47190WB2025PTC278177	জেটুর হলিডে টেকনোলজি ট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড
৩৯	AC5664088	U74999WB2011PTC169383	নর্থ বেঙ্গল ক্লিয়ারিং এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড
৪০	AC5587901	U70109WB2022PTC257041	মুক্তিনাথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস প্রাইভেট লিমিটেড
৪১	AC5619418	U01611WB2024PTC267611	সুপ্রিয়া ফিশারিজ অ্যান্ড এগ্রো প্রাইভেট লিমিটেড
৪২	AC5596987	U72900WB2018PTC227480	তাস ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
৪৩	AC5654261	U74999WB2005PTC105852	ইস্কিলপোর্ট এইচআর সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৪	AC5616842	U21098WB2014PTC201712	কালিপদ প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫	AC5622146	U92419WB2018PTC229491	সুনীল উদয়রাজ এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড
৪৬	AC5639046	U74999WB2022OPC253720	একেআরবি ফ্যাশন (ওপিসি) প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭	AC5616913	U45309WB2022PTC253698	এসএম বসু কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
৪৮	AC5560610	U52241WB2023PTC262935	ফ্রাইজার লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৯	AC5494374	U70101WB1996PTC081868	অভিনব রিয়েল এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড
৫০	AC5562357	U51109WB2008PTC127125	গোকুল ভিনট্রেড প্রাইভেট লিমিটেড
৫১	AC5594526	U47711WB2024PTC271094	ইম্পেরিয়াল ভোগ অ্যাপারেল প্রাইভেট লিমিটেড
৫২	AC5558677	U51109WB2008PTC126929	আকাঙ্ক্ষা ট্রেডলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড
৫৩	AC5560422	U51109WB2008PTC126925	গুডহোপ বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড
৫৪	AC5538131	U46901WB2025PTC277262	রাভিয়ানিলি টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড
৫৫	AC5262822	U46411WB2023PTC265527	প্রাণী এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫৬	AC5422137	U26100WB2022PTC255889	অ্যাপ্রিস্টো সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড
৫৭	AC5448981	U72900WB2021PTC249619	এডুকাবটস প্রাইভেট লিমিটেড
৫৮	AC5461809	U52101WB2025PTC279009	জামালদহ কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড
৫৯	AC5386068	U46203WB2023PTC264077	আহলনাথ এক্সিম প্রাইভেট লিমিটেড
৬০	AC5633884	U46909WB20250PC280615	গ্রিজ অ্যান্ড গ্লোরি (ওপিসি) প্রাইভেট লিমিটেড
৬১	AC5638635	U93000WB2016PTC210301	সন্স মাল্টিপারপাস প্রাইভেট লিমিটেড

২. এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি নিবন্ধক উপরে উল্লিখিত কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ২৪৮(২) ধারার অধীনে তাদের নাম কোম্পানিগুলোর নিবন্ধন-বহি থেকে অপসারণের জন্য আবেদনপত্র পেয়েছেন। এই আবেদনের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ কোম্পানিগুলো নিবন্ধনের এক বছরের মধ্যে ব্যবসা শুরু করতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা কোম্পানিগুলো পরপর দুটি অর্থবছরে কোনো ব্যবসা বা কার্যক্রম পরিচালনা করেনি এবং উক্ত সময়ের মধ্যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৪৫৫ ধারার অধীনে নিষ্ক্রিয় কোম্পানির মর্যাদা পাওয়ার জন্য কোনো আবেদন করেনি অথবা মেমোরেন্ডামের গ্রাহকরা কোম্পানি নিবন্ধনের সময় যে চাঁদা বা মূলধনের অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পরিশোধ করেননি এবং নিবন্ধন-পরবর্তী ১৮০ দিনের মধ্যে ১০এ (১০ক) ধারার উপ-ধারা (১)-এর অধীনে এ সংক্রান্ত কোনো ঘোষণা দাখিল করা হয়নি অথবা ১২ ধারার উপ-ধারা (৯)-এর অধীনে পরিচালিত সরেজমিন যাচাই-বাছাইয়ে দেখা গেছে যেকোম্পানিগুলো কোনো ব্যবসা বা কার্যক্রম পরিচালনা করছে না-এবং কোম্পানিগুলো আর নিবন্ধিত থাকতে ইচ্ছুক নয় বিধায় নিবন্ধন-বহি থেকে তাদের নাম অপসারণ বা বাতিল করার অনুরোধ জানিয়েছে।

৩. সেই অনুযায়ী, কোম্পানি নিবন্ধক উপরে উল্লিখিত কোম্পানিগুলোর নাম কোম্পানিগুলোর নিবন্ধন-বহি থেকে অপসারণ বা বাতিল করার প্রস্তাব করছেন।

৪. নিবন্ধন-বহি থেকে কোম্পানিগুলোর নাম অপসারণ বা বাতিলের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির আপত্তি থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত দাপ্তরিক ঠিকানায় তাঁর আপত্তি জানাতে পারেন।

ইরকান তিরকে
ডেপুটি রেজিস্ট্রার
সেন্টার ফর প্রসেসিং এক্সিলারেটেড করপোরেট এক্সিট

CBC 07123/11/0635/2627

এশিয়ান গেমস

বক্সিংয়ের ফাইনালে লভলিনা

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ ২০২২ সালের এশিয়ান গেমসে এসেছিল রুপো। এ বার সোনা জয়ের সুযোগ ভারতের তারকা মহিলা বক্সার লভলিনা বরগোহাঁইয়ের সামনে। সেমি ফাইনালে উঠে আগেই পদক নিশ্চিত হয়েছিল লভলিনার। বুধবার জাপানের আইচি-নাগোয়ায় নিশিও জিমনেশিয়ামে মহিলাদের ৭৫ কেজি বিভাগের সেমি ফাইনালে ফের দাপট দেখালেন তিনি। কাজাখস্তানের নাতালিয়া বোগদানোভাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেন লভলিনা। এর ফলে অন্তত রুপোর পদক নিশ্চিত হয়েছে তাঁর। তবে গতবারের পদকের রং বদলে সোনা জয়ই এখন লক্ষ্য ভারতের তারকা বক্সারের। ম্যাচের শুরুতেই অবশ্য পিছিয়ে পানে লভলিনা। প্রথম রাউন্ডে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে শেষ করেন নাতালিয়া। তবে দ্বিতীয় রাউন্ডেই

দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেন ভারতীয় বক্সার। পাঁচ বিচারকের পাঁচটি স্কোরকার্ডেই দ্বিতীয় রাউন্ড জিতে নেন লভলিনা। তৃতীয় রাউন্ডে ফের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। বোগদানোভা ৩-২ ব্যবধানে রাউন্ডটি জেতেন। তবে প্রথম দুই রাউন্ডের পরে তৈরি হওয়া ব্যবধান পেরিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেননি কাজাখস্তানের বক্সার। শেষ পর্যন্ত ৩-২ স্পিল্‌ট ডিসিশনে জয় নিশ্চিত করেন লভলিনা। পাঁচ বিচারকের স্কোরকার্ড ছিল লভলিনার পক্ষে- ৩০-২৭, ২৯-২৮, ২৯-২৮। বোগদানোভার পক্ষে যায় বাকি দুই বিচারকের স্কোরকার্ড- ২৮-২৯, ২৮-২৯। ২০২২ সালের হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে ৭৫ কেজি বিভাগে রুপোর পদক জিতেছিলেন লভলিনা। এ বার তাঁর সামনে সেই পদকের রং বদলে সোনা জয়ের সুযোগ। আগামী ২ অক্টোবর ফাইনালে নামবেন ভারতের এই তারকা বক্সার। চলতি বছরে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন অসমের এই বক্সার। কমনওয়েলথ গেমসে রুপো জিতেছিলেন তিনি। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার এমা-সু গ্রিনট্রির কাছে হেরে সোনা হাতছাড়া হয়েছিল। এ বার এশিয়ান গেমসের ফাইনালে সেই আক্ষেপ মুছে সোনা জয়ের সুযোগ লভলিনার সামনে।

আজ শহরে ব্রাজিল, শনিবার ম্যাচ, অথচ সেই উন্মাদনা কই!

টিকিট বেচতেও ডাহা ফেল ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ এতক্ষণে সাজো সাজো রব পড়ে যাওয়ার কথা ছিল! একা মেসি এসেছিলেন যখন, খানিক মাঠে চক্কর কাটতে, এই কলকাতা শহর উন্মাদনায় গমগম করছিল। আর এবার আসছে ব্রাজিল। আস্ত টিম। পূর্ণশক্তির দল নিয়ে। একজন ভিনিসিয়াস কিংবা এনড্রিক নন... আগামিকাল পা রাখবে গোটা দল। প্রথম সারির একাধিক তারকা সমেত। হেডস্যারও এলেবেলে কেউ নন। খোদ কার্লো অ্যান্সেলোত্তি। কথাগুলো শুনতে ভাল। অথচ আদতে শহরের তামাম ব্রাজিল অনুরাগীর যে ফুটবল-জ্বরে কাঁপার কথা ছিল, তার মৃদুতম কম্পনও টের পাওয়া যাচ্ছে না! মনেই হচ্ছে না সামনের শনিবার খাস যুবভারতীতে ব্রাজিলের মুখোমুখি ভারত! সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) টিকিট বিক্রি নিয়ে ফাটকা ফ্লপ করে যাওয়াই কি এর প্রধান কারণ? উঠছে প্রশ্ন। সংশয় জমছে কর্তাদের সদিচ্ছা ও উদ্যোগ নিয়েও। আর এতকিছুর তালেগোলে হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের আগে জোড়া ধাক্কা। চোটের কারণে ময়দানে দেখা যাবে না বার্সেলোনার তারকা ফরোয়ার্ড রাফিনিহাকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিসবেনে ৪-২ গোলে জিতেছিল কার্লো অ্যান্সেলোত্তির দল। ওই ম্যাচে ভ্যান্ডারসন ব্রাজিলকে এগিয়ে দেওয়ার পর সমতা ফেরায় সকারুজরা। প্রথমার্ধের ঠিক আগে পেনাল্টি থেকে গোল করেন রাফিনিহা। এরপরই ডান উরুর পেশিতে টান। বিরতিতেই মাঠ ছাড়েন। স্ক্যান রিপোর্টে চোট খুব গুরুতর

না হলেও ঝুঁকি নিতে নারাজ ব্রাজিল। চিকিৎসার জন্য সোজা বার্সেলোনায় উড়ে যাচ্ছেন তারকা উইঙ্গার। আর তাঁর পরিবর্ত হিসেবে কেউ আসছেনও না। আগামিকাল, ১ অক্টোবর, কলকাতায় পা রাখছে সেলেসাওরা। রাফিনিহা না থাকলেও ভিনিসিয়াস জুনিয়র, এনড্রিকদের নিয়ে তারকখচিত দলই নামবে যুবভারতীর সবুজ গালিচায়। জৌলুস কমছে। আর এরই মধ্যে গ্যালারি ভরানো নিয়ে ঘোর চিন্তায় এআইএফএফ। গত ১৭ সেপ্টেম্বর সভাপতি কল্যাণ চৌবে ঘোষণা করেছিলেন, কলকাতার তিন প্রধান এবং আইএফএ-র মাধ্যমে ছাড় দিয়ে টিকিট বিক্রি হবে। কিন্তু সেই কৌশল সুপার ফ্লপ। পরিসংখ্যান বলছে, আইএফএ-কে ২ হাজার টিকিট দেওয়া হলেও তাদের ৩১৫টি অনুমোদিত সংস্থার থেকে মাত্র ২৪টি টিকিটের দাবি এসেছে। মোহনবাগান ৬ হাজার টিকিট পেয়ে বিক্রি করতে পেরেছে সাকুল্যে ৯০টি! ইস্টবেঙ্গল তাদের বরাদ্দ ৪ হাজার টিকিটের মধ্যে মাত্র ৪০০টি চেয়েছে। মহমেডানের অবস্থাও তথৈবচ। মুখ বাঁচাতে এক শীর্ষকর্তা নিজেই ১২টি টিকিট কিনেছেন! এআইএফএফ-এর এই পরিকল্পনা মাঠে মারা যাওয়ার মূল কারণ টিকিটের আকাশছোঁয়া দাম। ক্লাব ও আইএফএ-কে দেওয়া টিকিটের দাম ছিল ৬ হাজার টাকা। ১০ শতাংশ ছাড়ের পর অঙ্কটা দাঁড়ায় ৫ হাজার ৪০০ টাকা। এক ক্লাব কর্তার স্পষ্ট যুক্তি, 'অনলাইনে অ্যাপে যেখানে ৩৫০০ টাকায় টিকিট মিলছে, সেখানে কেউ ৫৪০০ টাকা দিয়ে টিকিট কাটবে কেন?' স্পনসর সংস্থা স্টাইল বাজার নিজেদের ইনস্টাগ্রাম পেজে গ্রাহকদের জন্য প্রোমো কোড দিয়ে 'বাই ওয়ান গেট ওয়ান' অফার দিচ্ছে। যা দেখে আরও এক কর্তার শ্লেষ, 'টিকিট বিক্রি যে তলানিতে, এটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।' খালিদ জামিলের কোচিংয়ে ভারত সদ্য বেঙ্গালুরুতে পানামাকে ১-১ গোলে রুখে দিয়েছে। রায়ান উইলিয়ামস টিমকে এগিয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরান ওমর ভ্যালেন্সিয়া। দলের দুরন্ত পারফরম্যান্স। অথচ শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে দর্শক ছিলেন মাত্র ৯০৩৯ জন। পুজো কড়া নাড়ছে দুয়ারে। ৩ তারিখ ব্রাজিলের পর ৬ তারিখ উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ। জোড়া আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলির জন্য দর্শকরা এই উসবের মরশুমে গাঁটের কড়ি কতটা খরচ করবেন, তা নিয়ে ঘোর সংশয় ফুটবল মহলে।

নীরুর তৃতীয় পদক, ট্র্যাপে মিক্সড ইভেন্টে সোনা ভারতের

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ চাপের মুখে ভেঙে পড়ার বদলে কী ভাবে লড়াই করে ইতিহাস লিখতে হয়, বুধবার নাগোয়ার শুটিং রেঞ্জে সেই ছবি তুলে ধরলেন ভারতের দুই শুটার নীরু ধান্দা এবং কাইনান চেনাই। ট্র্যাপ মিক্সড টিমের ফাইনালে ৩৪ পয়েন্ট তুলে এশিয়াডে নতুন রেকর্ড গড়ে সোনা ছিনিয়ে নিল ভারতীয় জুটি। একসময়ে তালিকার তলানিতে চলে গিয়েও অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনে কাতারকে মাত্র এক পয়েন্টে পরাস্ত করে সোনা জিতল ভারতের এই জুটি। তীরন্দাজির জোড়া সোনার পর শুটিং রেঞ্জের এই ট্রায়াম্ফে বুধবার একই দিনে তিনটি সোনা জয়ের আনন্দে ভাসল ভারতীয় শিবির। সকালে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে কড়া লড়াইয়ের মুখে পড়তে হয়েছিল ভারতীয় জুটিকে। চিন (১৪২), কাতার (১৩৯) এবং ইরানের (১৩৮) পেছনে থেকে ভারত ১৩৬ স্কোরে চার দলের মেডেল রাউন্ডে চতুর্থ হয়ে ওঠে। নিয়মানুযায়ী কোয়ালিফিকেশনে র‍্যাঙ্কিং নিচে থাকায় ফাইনালে কোনো টাইব্রেকার হলে তা

ভারতের বিপক্ষেই যেত ফলে প্রতিটি প্লেট ভাঙাই হয়ে উঠেছিল টিকে থাকার একমাত্র শর্ত। ফাইনালে শুরুটা একেবারেই আশাব্যঞ্জক ছিল না ভারতের। প্রথম ১০টি টার্গেটের মধ্যে ভারত মাত্র ৬টিতে সফল হওয়ায় প্রথম সিরিজ শেষে তারা সরাসরি চার নম্বরে নেমে যায়। তখনই ট্র্যাপ মেশিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় কিছু সময়ের জন্য খেলা বন্ধ থাকে। সেই বিরতিই যেন শাপে বর হয়ে দেখা দেয়। খেলা ফের শুরু হতেই কাইনান ও নীরু যেন অন্য রূপে ধরা দেন। দ্বিতীয় সিরিজ থেকে ইরান প্রথম দল হিসেবে ছিটকে গেলে ভারতের পদক নিশ্চিত হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় সোনা জয়ের লড়াই। প্রথম সিরিজের চারটি ভুলের পর থেকে সোনা নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত একটিবারের জন্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি নীরু কিংবা কাইনান। একের পর এক প্লেট নিখুঁত ক্ষিপ্রতায় গুঁড়িয়ে দিতে থাকেন তাঁরা। ৩০টি শটের মাথায় ভারত ২৬ পয়েন্ট তুলে চিনকে (২৩) ব্রোঞ্জে আটকে রেখে ছিটকে দেয়। লড়াই তখন ভারতের ২৬ ও কাতারের ২৪ পয়েন্টের মধ্যে। অন্তিম শটগুলিতে কাতারকে আর কোনও সুযোগ দেননি ভারতীয় তারকারা। শেষ পর্যন্ত ৩৪ পয়েন্টে ম্যাচ শেষ করে মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে কাতারের স্বপ্ন ভেঙে সোনা নিশ্চিত করেন তাঁরা। মঙ্গলবার মহিলাদের দলগত ইভেন্টে রুপো জেতার পর ব্যক্তিগত ট্র্যাপে এশিয়ান রেকর্ড গড়ে সোনা জেতেন নীরু। এ বার পর মিক্সড টিমেও সোনা জিতলেন তিনি। এক আসরে দুটি সোনা ও একটি দলগত রুপো জিতে অভিযান শেষ করলেন তিনি।

১০ জনের চেকিয়াকে অনায়াসে হারাল ইংল্যান্ড

সংবাদ সংস্থা, প্রাগ, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার উয়েফা নেশন্স লিগে ২-০ গোলে জিতেছে টমাস টুখেলের দল। অ্যান্থনি গর্ডন দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান বাবধান বাড়ান হ্যারি কেইন। ৬৫ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২২ শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে ইংল্যান্ড। আয়োজকদের ছয় শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল। 'এ' লিগের তিন নম্বর গ্রুপে দুই ম্যাচে এক জয়ে ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে ইংল্যান্ড। একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে ৪-১ গোলে হারানো স্পেন শতভাগ সাফল্যে ৬ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায়। ইংলিশদের সমান ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে ক্রোয়াটরা। চেকিয়ার পয়েন্ট শূন্য। প্রথম ম্যাচে তারা হেরেছিল ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে। ছোট্ট এক ভুলে শুরুতেই বিপদে পড়তে বসে ইংল্যান্ড। নিজেদের সীমানায় এলিয়ট অ্যান্ডারসন বল নিয়ন্ত্রণে নিতে ব্যর্থ হন, তবে ঠিক সময়ে দ্রুত এগিয়ে গ্লাভসে নেন জেমস ট্র্যাফোর্ড। দুর্ভাগ্য বাঁধা হয়ে না দাঁড়ালে ১৫তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারতো টুখেলের দল। ডি-বক্সে একজনকে কাটিয়ে মর্গ্যান রজার্সের নেওয়া শট দূরের পোস্টে বাধা পায়। তারপরও সুযোগ ছিল কিন্তু হ্যারি কেইন পারেননি শট নিতে আর অ্যান্ডারসনের প্রচেষ্টা রক্ষণে প্রতিহত হয়। কিছুক্ষণ পর বড় ধাক্কাটা খায় চেকিয়া। প্রতিপক্ষের একটি আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে অ্যান্ডারসনকে বিপজ্জনক ফাউল করে বসেন পাভেল শুল্‌চ। প্রথমে তাকে হলুদ কার্ড দেখালেও, পরে ভিএআর মনিটরে দেখে সরাসরি লাল কার্ড দেখান রেফারি। প্রতিপক্ষে একজন কমে যাওয়ার সুবিধা কাজে লাগিয়ে একটু একটু করে চাপ বাড়াতে

থাকে ইংল্যান্ড। বিরতির মিনিটখানেক আগে ডি-বক্সের বাইরে থেকে কেইনের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে আটকে দেন গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটেই কাঙ্ক্ষিত গোল পেয়ে যায় ইংলিশরা। ডি-বক্সের বাইরে নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া-নেওয়া করতে গিয়ে পজেশন হারায় চেকিয়া। আর ডান দিক থেকে ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ডের ক্রস বক্সে ফাঁকায় পেয়ে হেডে দলকে এগিয়ে নেন গর্ডন। গত সপ্তাহে স্পেনের বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানে হারের ম্যাচেও একটি গোল করেন গর্ডন। তিন মিনিট পর এই বার্সেলোনা উইঙ্গার বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণে উঠে ডি-বক্সে দারুণ এক পাস বাড়ান। কিন্তু অরক্ষিত লেফট-ব্যাক লুইস হলের শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। ৬২তম মিনিটে ভাগ্যের ছোঁয়ায় দ্বিতীয় গোল হজম করা থেকে বেঁচে যায় চেকিয়া। লুইস হলের গোলমুখে বাড়ানো ক্রস রজার্সের কাছে পৌঁছানোর আগে আটকানোর চেষ্টা করেন লাদিস্লাভ ক্রেইচি। বল পোস্টে লাগলে হাফ ছাড়েন এই ডিফেন্ডার ও তার দল। যদিও তাদের সেই স্বস্তি স্থায়ী হয়নি। সাত মিনিট পরই কোনাকুনি শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কেইন। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন তিনি। ইংল্যান্ডের রেকর্ড গোলদাতার মোট গোল হলো ৮৭টি, ১২৩ ম্যাচে। ৭৭তম মিনিটে পাল্টা আক্রমণে প্রতিপক্ষ শিবিরে ভীতি ছড়ায় চেকিয়া। তবে অ্যাডামের দূরপাল্লার শট দারুণ নৈপুণ্যে রুখে দেন ট্র্যাফোর্ড। একটু পর এবেরেচি এজের জোরাল শট গোলরক্ষক এক হাত দিয়ে আটকে দেন। কেইনের বদলি নেমে জুড বেলিংহ্যামও ম্যাচ শেষের কয়েক সেকেন্ড আগে গোল পেতে পারতেন। তবে রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডারের ডি-বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট আটকে ব্যবধান বাড়তে দেননি গোলরক্ষক।

এশিয়াড তিরন্দাজিতে ভারতের জোড়া সোনা!

মেয়েদের পর এবার শুট-অফে কোরিয়া-বধ মিক্সড টিমের

সংবাদ সংস্থা, আইচি-নাগোয়া, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়ান গেমসের আসরে তিরন্দাজিতে জোড়া সোনা ভারতের! কম্পাউন্ড আর্চারির দলগত বিভাগের পর মিক্সড টিম ইভেন্টে এল সেরার শিরোপা। একইসঙ্গে ২০২৮ অলিম্পিক্সের টিকিটও নিশ্চিত করে ফেললেন ভারতীয় তিরন্দাজরা। চিনের হাংঝৌতে হওয়া গত আসরের খেতাব এবার জাপানের নাগোয়াতেও বজায় রইল। গত গেমসে তিরন্দাজিতে পাঁচটি সোনা এসেছিল। এবারও সেই সোনালি দৌড় অব্যাহত। চিনা ত্রয়ীকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের কম্পাউন্ড আর্চারিতে সোনা জেতেন জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম, চিকিথা তানিপার্থি এবং পৃথিকা প্রদীপ। ফাইনালে উনিয়ের, য়ুয়ে ওয়াং এবং ফ্যাঙ্গয়াও ওয়েইয়ের জুটিকে ২৩৮-২৩৪ ব্যবধানে হারায় ভারত। এই স্কোরের সুবাদে ২০১৪ সালের ইঞ্চিয়ন গেমসে গড়া দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্বরেকর্ডও ছুঁয়ে ফেলেন তাঁরা। প্রথম থেকেই নিখুঁত লক্ষ্য ছিল ভারতীয় তিরন্দাজদের। প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডে টানা পারফেক্ট 'টেন' মেরে ৬০-৫৮ ব্যবধানে এগিয়ে যান। তৃতীয় রাউন্ড শেষে স্কোর ১৭৮-১৭৬। শেষ রাউন্ডে চিন জোড়া 'নাইন' মেরে চাপে পড়ে যায়। উল্টোদিকে ছ'টি নিখুঁত 'টেন' মেরে বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়ে সোনা নিশ্চিত করেন জ্যোতিরা। এই বিভাগে চাইনিজ তাইপেকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। জ্যোতির কাছে এই জয় এক মধুর প্রতিশোধ। ব্যক্তিগত ইভেন্টের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ১৪ বছরের কোরীয় কিশোরী ক্যাং ইয়ন-সিওর কাছে হেরে খেতাব খুইয়েছিলেন তিনি। দলগত ইভেন্টে সেই আক্ষেপ পুরোপুরি মেটালেন। মিক্সড টিম ইভেন্টের ফাইনালে কোরিয়ার বিরুদ্ধে স্নায়ুর কঠিন পরীক্ষা দেন চিকিথা ও সাহিল যাদব। সেমিফাইনালে থাইল্যান্ডকে ১৫৬-১৫৫ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন তাঁরা। সেখানে কোরিয়ার জংইয়ুন পার্ক এবং চোই উন গিউয়ের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলে। প্রথম রাউন্ডে টানা 'টেন' মেরে ৪০-৩৯ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। দ্বিতীয় রাউন্ডেও দুই পয়েন্টের লিড থাকে। তবে তৃতীয় রাউন্ডে চিকিথা একটি 'নাইন' মারায় ব্যবধান কমে দাঁড়ায় ১১৮-১১৭। চতুর্থ রাউন্ডে কোরিয়া নিখুঁত স্কোর করায় ভারতের জয় নিশ্চিত করতে জোড়া 'টেন' লাগত। স্নায়ুর চাপে চিকিথা ফের 'নাইন' মারলেও সাহিল লক্ষ্যভেদ করেন। ফলে খেলা গড়ায় শুট-অফে সেখানে দুই ভারতীয় তিরন্দাজই 'টেন' মারেন। কিন্তু কোরিয়ার চোই 'নাইন' মারায় ১৫৮-১৫৭ ব্যবধানে সোনা জিতে নেয় ভারত। এই বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছে চিন।

ইয়ামালের ২ গোল ও ১ অ্যাসিস্ট, ক্রোয়েশিয়াকে উড়িয়ে জয় স্পেনের

ঠিক যেন আগের ম্যাচের পুনরাবৃত্তি, আবারও দ্বিতীয় মিনিটে গোল করলেন লামিন ইয়ামাল। পরে তিনি জালের দেখা পেলেন আরও একবার, মাঝে দলের আরেকটি গোলেও রাখলেন অবদান। ১৯ বছর বয়সী তারকার আলো ঝলমলে রাতে ক্রোয়েশিয়াকে উড়িয়ে দিল স্পেন।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৩০ সেপ্টেম্বরঃ সেভিয়ায় মঙ্গলবার উয়েফা নেশন্স লিগের ম্যাচে ৪-১ গোলে জিতেছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। ইয়ামাল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এগিয়ে নেওয়ার পর, সমতা টানেন দিওন বেলিয়ো। একটু পরই আয়োজকদের আবার লিড এনে দেন মার্ক পুবিল। বিরতির পর নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ইয়ামাল। বদলি নেমে শেষ দিকে দলের চতুর্থ গোলটি করেন নিকো উইলিয়ামস। আন্তর্জাতিক ফুটবলে টানা অপরাজেয় রেকর্ড যাত্রা ৪০ ম্যাচে নিয়ে গেল স্পেন (৩১ জয় ও ৯ ড্র)। এর সবশেষ ৯টিতেই জিতল তারা। 'এ' লিগের তিন নম্বর গ্রুপে দুই ম্যাচে শতভাগ সাফল্যে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে স্পেন। একই সময়ে গ্রুপের অন্য ম্যাচে চেকিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইংল্যান্ড ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠেছে তারা। সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে ক্রোয়েশিয়া। চেকিয়া এখনও পয়েন্ট পায়নি। ম্যাচে প্রায় ৬৪ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৬ শট নিয়ে সাতটি লক্ষ্যে রাখতে পারে স্পেন। ক্রোয়েশিয়ার পাঁচ শটের দুটি লক্ষ্যে ছিল। তিন দিন আগে ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের মতো খেলা শুরু হতে না-হতেই স্পেনকে এগিয়ে নেন ইয়ামাল। বাঁ দিকে মার্ক কুকুরেইয়ার সঙ্গে বল দেওয়া-নেওয়া করে পাস দেন অ্যালেক্স বায়েনা। ফের্মিন লোপেস নিজে বল

না ধরে ইয়ামালের জন্য ছেড়ে দেন আর ছুটে গিয়ে বক্সের ভেতর থেকে প্রথম স্পর্শে নিখুঁত শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন বার্সেলোনা উইঙ্গার। এক মিনিট পর আরেকটি গোল খেতে বসে ক্রোয়েশিয়া। বায়েনার ডান পায়ের নিচু শট ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন গোলরক্ষক দমিনিক লিভাকোভিচ। আধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে আক্রমণ চালিয়ে যায় স্পেন। ২০তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে পাউ কুবার্সির বুলেট গতির শট পোস্টের একটু বাইরে দিয়ে যায়। ঘর সামলাতে ব্যস্ত থাকা ক্রোয়েশিয়া ২৮তম মিনিটে নিজেদের প্রথম উল্লেখযোগ্য আক্রমণেই সমতা ফেরায়। বাঁ দিক থেকে ইভান পেরেসিচের ক্রসে বক্সে জোরাল হেডে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিজের প্রথম গোল করেন দিওন বেলিয়ো। তবে পাল্টা জবাব দিতে বেশি সময় লাগেনি স্পেনের। ৩১তম মিনিটে আবার এগিয়ে যায় তারা। এবার গোলের জোগানদাতা ইয়ামাল। কর্নারে ফের্মিন লোপেসকে ছোট করে বল বাড়িয়ে সতীর্থের ফিরতি পাস পেয়ে বক্সে চমৎকার এক ক্রস দেন তিনি, অনেকটা লাফিয়ে হেডে বল জালে পাঠান পুবিল। স্পেন জাতীয় দলের হয়ে ২৩ বছর বয়সি এই ডিফেন্ডারের প্রথম গোল এটি। প্রথমার্ধের শেষ দিকে গোল পেতে পারতেন লোপেস, কিন্তু তার প্রচেষ্টা পোস্টে লাগে। ৬৩তম মিনিটে আরেকটি চমৎকার ফিনিশিংয়ে ব্যবধান বাড়ান ইয়ামাল। পেদ্রির রক্ষণচেরা পাস বক্সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দুরূহ কোণ থেকে শটে কাছের পোস্ট দিয়ে জালে পাঠান তিনি। দেশের হয়ে ৩৫ ম্যাচে ইয়ামালের গোল হলো ১০টি, অ্যাসিস্ট ১২টি। চার মিনিট পর ইয়ামালের জায়গায় ভিক্তর মুনিয়োস ও বায়েনাকে তুলে নিকো উইলিয়ামসকে নামান স্পেন কোচ। ৭৯তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত, বক্সের বাইরে থেকে পেদ্রির জোরাল শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান বার্সেলোনা গোলরক্ষক লিভাকোভিচ। ৮১তম মিনিটে বদলি নামানো হয় ক্রোয়েশিয়ার ৪১ বছর বয়সি তারকা লুকা মদ্রিচকে। চেকিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত একটি গোল করলেও, এবার তেমন কিছু করতে পারেননি প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার। ৮৯তম মিনিটে ক্রোয়াটদের কফিনে চতুর্থ পেরেক ঠুকে দেন উইলিয়ামস। মিকেল মেরিনোর পাস ধরে বক্সে ঢুকে প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারের বাধা এড়িয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে গোলটি করেন তিনি। নিজেদের পরের ম্যাচে আগামী শনিবার ঘরের মাঠেই চেকিয়ার মুখোমুখি হবে স্পেন। একই দিন ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে ক্রোয়েশিয়া।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com